

বামাবোধিনী পত্রিকা।

“ কন্যাশ্রম্যে দালনীয়া যিস্মখীয়াতিযজ্ঞতঃ । ”

কতাকোও পালন করিবে ও বহুর সহিত শিক্ষা বিবে।
স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ., কর্তৃক প্রস্তুতিত।

৫২ বর্ষ। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩। জুন, ১৯১৪। } ১০ম কল্প।
৬১০ সংখ্যা। { } ৩য় ভাগ।

স্বর বীণা।

যত ভাবে তাবি আমি
বহু-মাথে খাই,
বহুকে ধরিতে গিয়া
স্বাধারে হারাই।
নাহি জানি একে মন
হইলে অটল,
এক-মাথে বহু সাকে
পাইব সকল।

জীবনের স্বর যদি
একে বীণা হয়, ক
জানিও জীবন কহু
না হইবে ক্ষয়।
ত্রিমতী হেমন্তা কেই
বোণপুর।

শিশু জীবন ও কিণ্ডারগার্টেন

ক্রেপেলের দ্বারা যতঃ শিশু শিক্ষা।

বিখ্যাত জর্জ-পণ্ডিত মহাত্মা ফ্রোবেল
শিশুজীবন উত্তমরূপে বুঝিয়া শিশুশিক্ষাকে
সাধারণ বস্তুর দ্বারা শিক্ষা দিবার রীতি
প্রথম প্রচার করেন ও উহা কার্যে পরিণত
করেন। তাঁহার পূর্বে ফরাসী ও জার্মান

দার্শনিক কনো ও পেটেলোজি ইউরোপীয়
পুস্তকতন দ্বারামতে অদল্শূর্ণ ও অনিষ্টকারী
শিশু-শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক লিখিয়া
গিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রোবেলই প্রথম ঐ
পুরাতন রীতি নীতি ভাবিয়া উদ্ভাবনের ও
নিজের জ্ঞানের দ্বারা জর্জরীতে প্রস্তুত

শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন প্রথা গঠন করেন ও বালকবালিকাগুলির নিমিত্ত নিকেট স্থান স্থাপন করেন ।

শিশুর জন্মের সঙ্গে তাহার ইন্দ্রিয় সকল খুলিয়া যায় ও সে বহির্জগতের সকল বিষয়ের আভাস ও ধারণা লাভ করে । এই নতুন ভাবগতির ক্রমে পুষ্টি সাধন করিয়া উচ্চাধিকার মানসিক জ্ঞানের আনন্দ আনন্দ ফোর্বেলের প্রধান লক্ষ্য । এই কারণে তিনিই এক্ষণে প্রথম ও প্রধান শিক্ষক । পূর্বেই বলিয়াছি যে, —কমো পুরাতন শিশুশিক্ষার বিজ্ঞে, আর্নেস্ট লিথিয়া গিয়াছেন । সাধারণ বালকবালিকা-শ্রেণী প্রকৃত শিক্ষার আদ্যের বর্ণের ত কথাই নাই, ইউরোপের ও প্রায় সর্বত্রই অত্যন্ত অযোগ্য দেখা যায় । এরূপ শিক্ষার পেশম মস্তিষ্কের অস্থূলন হয়, কিন্তু শরীরের সামান্য ইন্দ্রিয়-সকল, মনো-বৃত্তি ও কর্ম-বৃত্তিগুলি এরূপ অপরিপুষ্ট ও দুর্বল থাকে যে, প্রাপ্ত বয়সেও লোকে কোন অধিকার পূর্বে একা থাকিলে বা গুপ্ত শব্দদি তুলিলে ভয়ে উপস্থিত-বুদ্ধি হারাইয়া অজ্ঞান শিশুর মত একেবারেই অসহায় হইয়া পড়ে । নাক, কান ও ত্বকাদি উপযুক্ত চালনা দ্বারা যে কত পরিপুষ্ট হয় ও বর্ণনেন্দ্রিয়ার অভ্যর্থন কত কতিপয় করে, তাহা আমরা অকৃষ্ণিগের জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি । খেলার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল কিরূপে কবিত হইতে পারে, কমো তাহা উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন । মহাদ্বা ফোর্বেল চারি-

দিকের ঐ সকল স্বাভাবিক সংকেত বুঝিয়া জীবনানন্ত হইতেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সমূহের পুষ্টি সাধনে যত্নবান হন । বর্ণন প্রবণ ও স্পর্শ—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞান, শ্রাব্য ও মধুর শব্দ—এ সমস্তই তাহার শিক্ষার দ্বারার মধ্যে উচ্চ স্থান পাইয়াছে । শিশুর খেলার ভিতরই তা'র যুগের উপর কোন উচ্চ বর্ণের একটা খেলা বা সুমধুরি বাধিয়া রাখিলে তা'র মনে যঃ ও আকৃতির জ্ঞান সঞ্চার হয় । ক্রমে শিশুর ঘরিতে পারিবার বয়স হইলে, উহা হাতে করিয়া সে স্পর্শ-জ্ঞান অহুত্ব করিতে পারে ।

একটা নষ্টম গোলা, সমস্ত দিন শিশুর মাঝার কাছে টাঙ্গাইয়া রাখিলে তাহার মনে একটু স্পর্শ বস্তুর স্বাক্ষরের দাগ বসে । ক্রমে ঐ গোলাটী একটু একটু নাড়গে ও তার সঙ্গে মা ভালো ভালো মিষ্ট গান গাহিলে শিশুর মনে গতি ও শব্দ জ্ঞানের সঞ্চার হয় । ক্রমে দ্রিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন গোলায় দ্বারা পূর্ণক পূর্ণক রূপে অভ্যস্ত হয় । ফোর্বেলের মতে ঐরূপে অভ্যাসমাত্র শিশু যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা তাহার পুষ্টি সাধন কালে চিরকাল মনে বসিয়া থাকে । শিশুর বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি প্রকৃতির বুদ্ধির সঙ্গে ঐ গোলা খেলা ও নানারূপে সাধিত হয় । কার্যকর্য নব-জাত শিশুর প্রথম বৃত্তি । ঐ বৃত্তির দ্বারা ফোর্বেল সকলের পূর্বে শিক্ষা কার্য সাধন করিতে চেষ্টা করেন । আরম্ভকালে শিশুর সকল কাজ অব্যাহত চণিতে দেওয়া

উচিত ; পরে উহা সোজা দিকে চালিত
ও কবিত হওয়া আবশ্যিক ।

ফ্রোবেল অতি গভীররূপে স্বভাবের
মধ্যে প্রবেশ ও উহার নিয়ম সকল আবি-
ষ্কার করেন । বীনের মধ্যে যেমন প্রান্তের
অক্ষর ঢাকা থাকে, এবং তাহা হইতে সমস্ত
ভাষা, পালা, পাঠ্য ও শিকড়-যুক্ত লক্ষ্য
রূপ আবির্ভূত হয় ; তেমনি ভিতর যেমন
জীবন-বীজ লুকান থাকে, এবং তাহা হইতে
সমস্ত পাখী ও উহার বহু আশ্রয়, অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ ও গতি বিধি প্রভৃতি পশুপক্ষি হয় ;
পাথর যেমন তার আরম্ভকালে যে স্বাভা-
বিক আকার প্রাপ্ত হয়, তাহা তির-
কখন আর কোন আকার গ্রহণ করিতে
পারে না ; এতোক জীব-যেমন অনন্ত
বিধানানুসারে কেবল জন্ম স্বর্জিত ও
বিকশিত হয় ও যে নিয়মে-নিপন্ন
দিকে ঘাইতে এক বৃহত্তর অঙ্গ কাগরও
সাধ্য নাই—মানবসভাবও সেই নিয়মে
অনীন । এখন ঐ বিধান কি, তাহাই
আমাদের শিক্ষা করা উচিত । ফ্রোবেলের
পূর্ণাঙ্গামী অনেক বিজ্ঞ লোক উহার নানা
রূপ ধারণা ও অব্যবহৃত করিলেও ফ্রোবেল
জিহ্ম আর কেহই উহা বুঝিতে সক্ষম হন
নাই । সেজন্য এখন উহার পরিচয় ও
জ্ঞানের বশে আমরা এত দিনে প্রকৃত শিক্ষা-
নিকার যে মধ্য উপায় পাইয়াছি, তাহা
যেমন কোন জননী অবলোকা করিয়া শিশুর
জন্ম হইতে চিরকাল তাহার শারীরিক ও
মানসিক পুষ্টি সাধন করিতে বিমুখ না
হন, এই আমাদের আশা ।

২

ফ্রোবেল শিশুর গঠন কারণে মনের
জন্ত গোলা ও মাতার গানের দ্বারা বৈশ্বপ
শিক্ষা দিতে বলেন, তাহা আমাদের
দেশের কুম্ভুদি ও মাতৃ ঘুম পাড়ান গানের
দ্বারা অনেকটা হইয়া থাকে । কিন্তু তাহ
পরে শিশুর মন ও শরীর বহু বাড়িতে
পাকে জননীদ্বিগেও অন্ন বহন, শরীর ও
অন্যভিত্তা নগ্নতঃ ভারতীয় সম্মানে
প্রকৃত শিক্ষা বঞ্চিত হয় ।

মনে দ্বারা কিছু গবেষণ করে সে সকল
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, আর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্বারা
পাওয়া হ'ল তাগ মনের উপর আশ্রিত
করে । ঐ ধারণা অবলম্বন করিয়া ফ্রোবেল
তাঁহা শিক্ষাগণের মূল স্থাপন করেন ।
যেমন বসন্তের বিজ্ঞানের সাহায্য বা তীক্ষ্ণ
নির্যাসের শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়
শ্রীমতের ঠিক ব্যবহার করিতে পারে,
শিশুগণ ও সেই রূপ অজ্ঞাত ভাবে ইন্দ্রিয়
সকল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যাভাষা শিবে,
ইতিমধ্যে আবাসিককে কেবল পুষ্টির ও
সমুদয় বিবেচনায় প্রভি, ভিত্তি ও হ্রাসের
স্বাভাবিক নিয়ম সকল শিক্ষা দেয় ।

বহু কখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে অগতির
স্বত্বী কোনও বৃত্তিতে না পারি বহুশি
উহা চিরকালের জন্ত আমাদের কাছে
রহস্ত স্বত্ব থাকে, তাপাশি চর্চা ও অনু-
শীলন দ্বারা আনন্ড স্বাভাবিক পক্ষে
উপর মধ্য কক্ষতা পরিচালন করিবার জ্ঞান
লাভ করি । সকলেই জানেন, এক
সময় জল ও আগুন এই দুইটি দ্রব্যকে

লোকের কত তর করিত, কিন্তু এখন বিজ্ঞান বলে উহার। মানুষের যে কিত্তর বশীভূত তৃতীয় বরূপ হইয়াছে তাহা আমরা খোঁজা বলের অল্পত ক্ষমতা দ্বারা দেখিতে পাই। অল্পত বীম ব্যক্তিরকে বৃক্ষ স্থলন করিতে মানুষের সাধ্য নাই, কিন্তু বৃক্ষ জীবনের জ্ঞানের দ্বারা মানুষ এতোক সাহেই উন্নতি সাধন করিতে পারে। আর এমন কি, পশু জীবনও মানুষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও চর্চার দ্বারা উন্নত হইয়া থাকে। বৃক্ষ রোপণ বা উৎপাদন ও জমি শুদ্ধ করার জন্য বাতাস ও মেঘ অনেকটা মানুষের বশীভূত হয়। যে শক্তির দ্বারা অল্পত বিদ্যুতের উৎপত্তি, এখন সেই শক্তি আমাদের গৃহ বরূপ হইয়া গতি দেশে ও নগরে সমগ্র জগতে সংবোধিত হইছে। তবে শুধু কি মানুষের মন মানবজাতির অধিব্যবহার কাছে, চর্চায় থাকিবে? উহার নিয়ম সকল কি শারীরিক বিধানের উপর একান্ত নির্ভর করে না? আমরা নিষ্ঠুর বিশ্ব জগতের জ্ঞান ও অহুশীলন দ্বারা ঐ উন্নত জীবকে আরও অধিক সুন্দর ও মন্থ করিতে পারি।

কিন্তু প্রাভাবিক নিয়ম সকলের অজ্ঞতা ও বিকৃতি বশতঃ ঐ প্রকৃত শিক্ষার বিজ্ঞান অজ্ঞাত অনেক মহা উপকারী বিজ্ঞানের জ্ঞান অবহেলার জন্য নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। সেজন্য আমাদের দেশের শিশু মাতৃদিগকে ঐ মন্থ জ্ঞানের উপযোগিতা বুঝাইতে ও তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে ঐ জ্ঞানদ্বারা পালন করাইতে আমাদের

অনেক পরিশ্রম ও ধর্মের আবশ্যক। প্রবেশ দ্বারা প্রথম তাঁহার শিক্ষার দ্বারা জর্জরিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার কণ্ঠের ওষ্ঠের বুদ্ধি দ্বারা সকল ইউরোপীয় জননীদিগকে তাঁহার সহায় হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেইজন্য আমাদের ভারতবর্ষে ঐক্য উন্নত ও প্রকৃত শিশুশিক্ষার দ্বারা প্রচলিত করিবার সময় আমরা উচ্চৈঃস্বরে প্রত্যাহার জননীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। হাজার শিশু লোকদিগকে ঐ মহা শিক্ষার কথা বুঝাইলে যে উপকার না হইবে, একজন জননীকে অনাচারে উঠা বুঝাইয়া অন্নদিনের মধ্যে তাহা হইতে অনেক অধিক সুখ দেখাইতে পারা যাইবে। শিশু মাতার প্রাণের দন, সেই কোমল শিশুকে শিখাইতে হইলে বা ব্যতীত আর কে উহাতে অধিক মনোযোগী ও অধিক সফল হইবে?

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা শিশু মাতৃগণ ও মাতার স্বভাব অল্পত করে। ঐ প্রেম ধীরে ধীরে শিশুর আধ-সুস্থ আয়ত্ত প্রবেশ করে। মা বৃক্ক করিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়ান, অতি দ্রুত তাহাকে দোলায় শোয়াইয়া রাখেন, আগার জাগিয়া যায়ে তাহাকে বৃক্ক করিয়া ছুঁ দেন। এই রূপে জননী ঐ আনন্দ, স্নেহজন্যতা ও মেঘ শিশুর আচারপ্রবেশ করিয়া পবিত্র মন্থ ও উন্নত মানব চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করে। মাতার ঐ মেঘময় গান সকল শিশু বেন শিশুর সঙ্গে বুঝিয়া

বেড়াই। কানে সন্ধ্যা ঐ মিষ্ট লক্ষ
তুলিতে তুলিতে ও চক্ষে সতত ঐ প্রেমধরী
মাতার প্রেমের দৃষ্ট দেখিতে দেখিতে
শিত আধ-ঘুমন্ত আত্মা স্বর্গীয় ভাবে
জাগিয়া উঠে।

সার্বিক পুষ্টি সাধনের অস্ত্র ও ক্রোবে-
লের দ্বারা উপকারী। ক্রমে মাতার
গান তুলিতে তুলিতে শিশু বড় হইতে
থাকে ও চলিতে শিখে, অমনি ঐ গানের
সঙ্গে সঙ্গে তাহারিগকে খেলিতে শিশুও
আবশ্যক। কি প্রকার গান, ব্যায়াম ও
ক্রীড়া শিশুর পক্ষে অবশ্যম্ভাব্য ও
উপকারী, তাহা আমরা (কিওরগাটেনে)
দেখাইব। এই কোমল বয়সে অল্প
প্রত্যাদি যখন অতি নমনীয় থাকে,

সেই সময় উপযুক্ত ব্যায়াম ও শরীরের
চালনাবাহা প্রত্যেক ভাগের পুষ্টিসাধন
করা অতি আবশ্যক।

ক্রীড়াই শিশুর প্রথম ইচ্ছা ও কাজ।
অতঃপাশ্বে খেলা দ্বারা শিশুর শরীর পুষ্টকরা
ও মন প্রশান্ত করার মত উপায় আর নাই।
নিয়মিতরূপে মানাপ্রকার ক্রীড়া ও
ব্যায়ামাদি দ্বারা শিশুর শরীর ও মন উভয়ই
এক ভাবে চালিত হয়, উহা শিশুরে সুকল
বাহ্যিক জীবনের অকার, প্রকার ও কাজের
বুৎখলা শিখায়, শিশুর শরীরকে দৃঢ় ও
দৃঢ় করে, শিশুরে ভবিষ্যতের বিজ্ঞা
শিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জনের অস্ত্র উত্তমরূপে
প্রস্তুত করে।

ক্যানেন্ডা প্রবাসীর পত্র ।

O. A. C.

Guelph, Ont.

Canada.

4th August, 1908.

প্রিয়পুত্র—

মা! যদিও এবার আমার আর্থ,
কাঠাল, লিচু প্রভৃতি খাওয়া ঘটন না,
তাহার পরিবার্ত্ত কত নূতন নূতন কল
এদেশে পাইতেছি। সেইগুলির বিষয়
একটু লিখি :—

১। Raspberry—দেখিতে প্রায়
লিচুর মত লাগে ও লিচুর চেয়ে ছোট,

খোলা ছাড়াইতে হয় না, ভিতরে একটা
চুটী করিয়া ক্ষুদ্র বিচি, মিষ্ট লাগে লিচুরই
মত। ঘেরেরা একটা বড় কাচের পাত্রে
করিয়া টেবিলের উপর দিয়া রাখ।
আমরা বসন্তে মিলিয়া তাহা ভাস করিয়া
খাই। প্রত্যেকে এক একটা ছোট
dish পূর্ণ করিয়া ঐ কল লইয়া থাকি।
তাহাতে একটু চুপ ও চিনি দিয়া চামচে
করিয়া ভুলিয়া খাই। অতি সুস্বাদু লাগে।

২। Blue berry—ফলস্বরূপ মত বড়,
পাকিলে উহার রং নীল হয়, মধ্যে একটা
ক্ষুদ্র বিচি থাকে। ঘেরেরা যখন কল

নিংড়াইয়া দেহ এখন সে রসের রং একে-
বারে নীল। সেতোককে এক এক মাস
পূর্ণ কামো পান করিবার অল্প দিবা যায়।
আবার কখন কখন সেতোককে ছোট
কাচের বাটি করিয়া ঐ ফল দিয়া যায়,
আমরা তাহাতে একটু চূব ও white
sauce মিশাইয়া খাই, কিন্তু কিছুতেই
ঐ নীল রংটা যায় না। একেত ফলটা
খুঁ মিষ্ট, তাহাকে আরো “গুড মোলা”
কাগরা খাওয়া হয়। এদেশের ছেলে
মেয়েরা আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের
ও বুড়াদের অপেক্ষা বেশী মিষ্টি খায়।
সেমন্ত ২৫ বৎসর বয়স হইতে ৩০ বৎসর
বয়স যুবক ও যুবতীদের মধ্যে দেখি যে
একটা গুটা করিয়া false teeth যুগ্ম
মধ্যে বাধানি আছে। অনেক ছেলে
মেয়েরা আমাদের পাত দেখিয়া হিংসা করে
ও মিজাসা করে “সিহে! তোমার পাত
বে এখন সব গোটা!” আমি তত্বতরে
বলিলাম—“আমি ত বাঙালাদেশে
তোমাদের মত বেশী মিষ্টি খেতাম না,
তাছাড়া আমি সেতোক আহ্বারের পর
অল্প ঘরে গিয়া সুখ খুঁইয়া থাকি। তোমরা
ত ফলের অভাবে কমাতে সুখ খুঁইয়া
থাক।”

আবার আর একদিন বেধি যে পাক
ঘরের মেয়েরা ঐ Blue berry পিষ্টক
করে এনে টেবিলেতে রেখেছে। এক
খানি হেঁকাবে ময়দা শুণিয়া ও ইহাকে
আমি একটি ভিট হেঁকাবে একপুঙ্ক করিয়া
লেপিয়া, তাহার উপর ঐ স্পর্ক নীল

ফল বা তাহার রস অল্প টুকি পুঙ্ক করিয়া
আবার তাহার উপর আর এক পুঙ্ক ময়দা
ভলিয়া লেপিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে
ফলের উননে চর্শি দিয়া সেকিয়া লওয়া
হয়। এদেশে ত বি পাওয়া যায় না—
কানে কানেই চর্শি দিতে হয়। ঐ
পিষ্টক খাইতে অতি সুন্দর লাগে।

এদেশের মেয়েরা ঐ সকল পিষ্টক
লেবু, কলা, আপেল, পেঁচু, বেল,
কিসমিস, নারিকেল, আনারস
প্রভৃতি ফলের করিয়া থাকে। আমি
মিষ্ট হাড়িকে (ইনি আমাদের matron)
বলিব যে ঐ সমস্ত পিষ্টক কি করে এ
দেশের মেয়েরা প্রস্তুত করে তাহা
আমাকে শিখাইতে। বেশে কিরিলে
আপনাদিগকে তৈয়ারী করিয়া
খাওয়াইব।

মেনে রাখিবেন এখানে যাহা কিছু
গাঠা হয় তাহা সব machine-তে (অর্থাৎ
ফলের উননেতে)। এদেশের মেয়েরা
সমস্ত বিষয়ে ক্রমশঃ উন্নতি করিতেছে।
তাছাড়া কি হাত দিয়া কাঠের বা কয়লার
উননে গাঠা করিতে পারে? তাহা উপর
একটা গুটা লোক ত খাচ্ছে না—খাচ্ছে
অনেক লোক, কানে কানেই ma-
chine-এর প্রয়োজন।

৩। Cherry—ফলের মত এক
প্রকার ফল; পাকিলে ইহার রং বেগুন
লাল, আর অন্তত মিষ্টি। মেয়েরা
ইহার রস নিংড়াইয়া মাসে করিয়া দিয়া
যায়, আবার কখন কখন ইহার পিষ্টক

আগেকার মত প্রস্তুত করিয়া খাওয়ায় ।
তাঁহা অতি চমৎকার খাইতে লাগে ।

৪। Currant—মনেকা ও ককম্ভোর
মত ঠিক নহে । ফলদ্বয় মত ছোট ফল,
ভিতরে একটি ছোট বিচি। ফল শাকিলে
ইহার রং হৃদয়ে হয়, মিষ্ট নহে,
একটু টক লাগে । ইহারও রস নিঃস্ফা-
ইয়া খাওয়া হয় । আবার কখনও তিন
পূর্ণ করিয়া দিয়া যায় । তাহাতে জ্ব ও
বেদী পরিমাণে চিনি দিয়া চামচে করে
তুলিয়া খাইতে হয় । আমার কাছে এ
কণটা তত ভাল লাগে না । এদেশের
ছেলে ঘোরেয়া কিন্তু খুব খায় ।

৫। Salted cucumber—আমা-
দের দেশে শলায় কেহ কেহ লবণ দিয়া
থায়, এবেশেও সে রকম শলা আছে ।
কিন্তু এই Salted cucumberএতে লবণ

নাগাইতে হয় না । (ইহা অর্ধপক হইলে
যেন জ্বৰ) লাগানর মত আপানন
পাওয়া যায় । টো বড় অদুত ফল । এতে
কুস্তিকর্তা স্বল্প লবণ লাগিলে বেবেছেন ।
আমাদের কলেজের মাঠেতে একটা বড়
পেয়ারা গাছের মত শলা গাছ আছে ।
তাঁহার botanical নাম magnolia
acuminata, গাছে গেলন পেয়ারা যোগে
এ গাছেও শলা ঠিক সে রকম খোলে ।
গত exhibitionএতে অনেক দ্রব্য ঐ
গাছ বেবে অবাক হইতেন । আরও
অনেক লিখিতে থাকি রহিল । ক্রমশঃ
লিখিব ।

প্রত্যেক বেলে চিঠি পত্র না পেলে
আমার জন্ত ভাবিবেন না । আমি হাম্বু-
দের নগে আছি—বাৰ, ভাস্কর বা দাপ
বা ম্যাগেরিয়া বাতাস পূর্ণ বেলে নাই ।

ক্রমশঃ

ভুল ভাঙ্গ ।

(পূৰ্ণ প্রকাশিতের পর)

সেই পারিষদ মুক্ত হাসিয়া বলিল, “তবে
আর কি ? দিন দ্বি পৰ্য্যন্ত ক’রে
এসেছেন, তা’ দেখেন বাবু! বসে ভাব-
ছেন কি ? বাকীর ভিতরে ঘান, বিভা
কা’ল খত্তর বাড়ী বাবে, তার উত্তোগ
আয়োজন করুন গে । তবে বেয়াই ম’শার !
গাড়ী ডাক্তে বলুন । কা’ল কেন ?
এখন যাত্রার উত্তোগ করুন । এখনকার

বিভা খত্তর বাড়ী বাবে, প্রশ্ন লগই ভাল ।”

সেবেস্ত ববু এতক্ষণ নীরব ছিলেন ।
একপে কানীনাথের প্রতি চাহিয়া বলি-
লেন, “বিভাকে এখন পাঠাতে পারি না ।”
কানীনাথ যেন আকাশ হইতে পড়ি-
লেন । বিষয়ের সহিত বলিলেন, “কেন ?”
সেবেস্ত ববু উপেক্ষার সহিত বলিলেন,
“আমার এইতপ ইচ্ছা :”

কানীনাথ আগেগেত সহিত বলিলেন,
“সে কি বেড়াই মশার! মেয়ের বিবাহ
দিচ্ছেন, এখন পাঠাবেন না, এ কেমন
কথা! গরিব হোক আর ঘাই হোক,
যখন তার হাতে কত্তা সম্প্রদান করেছে,
তখন আর সে বিচারে ফল কি? আমি
আমি যে বাড়ীতে ব’লে এসেছি, হৌ
থাকে না নিয়ে ফিরছি না। এখন আমি
কোন সুখে শুধু হাতে করে বাব?”

সেই পারিষদ একটু ব্যাক ও গর্জ
মিশ্রিত স্বরে বলিল, “সে কি বেড়াই
মশার! শুধু হাতে ফিরবেন কেন? এ
রাজার সঙ্গ, এখানে কিছুই অভাব
নেই, আপনি যা চা’বেন, তাই পা’বেন।
বেবেন বাবু এখন লোক নন।”

অমর এ পর্য্যন্ত একটীক কথা বলে
নাই। তারার খৈয়া লীলা অতিক্রম
করিয়া উঠিতেছিল, তবুও সে পিতার
শাস্তিতে নীরব ছিল। আর থাকিতে
না পারিয়া একটু তেজের সহিত বলিল,
“আমার পিতা এখানে তিকা কর্ত্তে
আগেন নাই, তাঁর পুত্রবধূকে নিতে
এসেছেন। আপনাদের যদি পাঠাতে
অমত থাকে, স্পষ্ট ক’রেই বলুন। অমন
কারচোপের প্রয়োজন কি?”

এই তেজপূর্ণ অগত ব্যক্তিগত কথা
তিনিয়া বেবেজ বাবু ক্রুণিত হইলেন।
বলিলেন, “তবে স্পষ্ট কথাই শুন অমর!
বিতাকে জীনগর পাঠাতে আমার ইচ্ছা
নাই। তার থাকবার মত বাড়ী আগে
লগ্নত কর, তখন তাকে নিতে এস।

যত দিন তা না হয়, তত দিন কোন কথা
ব’লো না।” মাটির ঘরে সে কখনো
থাকেনি, থাকেও না।”

অমর কম্পিত স্বরে বলিল, দেউতা আগে
বিবেচনা কর্ত্তা উচিত ছিল।

কানীনাথ চৈত্র পুর্ণলিকার মত বলিয়া
ছিলেন। অমর তাহাকে বলিল, “বাবা।
আর কেন? যথেষ্ট হ’য়েছে, এখন উঠুন এই
জন্তাই আমি তখন নিবেদন করেছিলাম।”

কানীনাথ বিনা বাক্য বায়ে উঠিয়া
ঠাড়াইলেন। তাহা দেখিয়া বেবেজ
বাবু একজন পার্শ্বচর বলিল, “সে কি
বেড়াই মশার! স্বতনিন পরে এলেন,
এখনি যাগেন কেন? ছ’দিন থাকুন,
আমোদ আহ্লাদ করুন, তার পরে
যাবেন। একাত্ত পক্ষে একটু জলযোগ
ক’রে যান। বেড়াই বাড়ী এলে মিষ্ট মুখ
করতে হয়।”

অমর সে কথাও কর্ণপাত করিলেন না।
পিতার হাত ধরিয়া একেবারে বৈঠক
খানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। মিড়ি
দিয়া নামিতে নামিতে তনিতে পাইল,
একজন পার্শ্বচর বলিতেছে, “জানাই বাবু
রাগ ক’রে গেলেন নাকি?”

বেবেন বাবু বিগতির সহিত বলিলেন,
“বিধের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলায় মত চক্র,
অমন ঢের রাগ দেখেছি, ও রাগ কত
দিন?”

অমর আর তনিতে চাহিল না। পিতা
পুত্রের রাগের বাহির হইয়া জন সমুদ্রে
মিশিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পরে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। অমরনাথ এখন মজিহারীতে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট। অমরনাথ এম্. এ. পাশ করিয়া চাকুরীর চেষ্টায় ক্রিষ্ণে ছিলেন। দোভাষাক্রমে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানভরে পড়িয়া একবারে দুই পত্র টাকা বেতনে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়া মজিহারীতে আসেন। অমরনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমারনাথ এনট্রান্স পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এক্. এ. পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অমরনাথ একাকী একটী বাগার থাকিতেন। তাঁহার কার্গ-নিরুদ্ভ-প্রণালী নিত্য আড়ম্বর শূন্য ছিল। একটী মাত্র ভৃত্য তাঁহার সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিত। একটী হিন্দুস্থানী আরদালী তাঁহাকে রন্ধন করিয়া দিত। এই দুইটী লোক বাতীত তাঁহার বাগার আর বাস দ্বাদী কেহই ছিল না।

আজ প্রায় দুই বৎসর গত হইল অমরনাথ বস্তুরালয় ভাগ করিয়াছিলেন। সেই হইতে এক দিনের জন্য আর সে বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই বা সেখানে কোন পত্রাবিগ্ণ লেখেন নাই। আধুনিক নব বিবাহিত দম্পতির মধ্যে যেমন চিঠি পত্রাদি লিখিবার নিয়ম প্রচলিত আছে অমরনাথ এবং বিভা-দ্বয়ের মধ্যে সেজন্য বেধা যায় নাই। অমরনাথ উচ্চশিক্ষিত যুবক হইলেও সম্পূর্ণ 'সেকেলে' ধরণের ছিলেন। বস্তুর-

বাতির নিকটে থাকিয়াও অজ্ঞাত যুবকের জ্ঞান প্রতি শনিবারে বস্তুর-বাটী বাইতেন না। দুই তিন মাস অল্পর সময় কতিংক একদিন বাইতেন। স্ত্রীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় অতি অল্পই হইয়াছিল। বিবাহের প্রায় এক বৎসর পরে পত্রীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু বিভা-দ্বয়ী তাঁহার কোন উত্তর যেন নাই। অমরনাথও আর কখনও স্ত্রীকে পর লেখেন নাই।

আমাতার তাল চাকুরী বস্তুর সংবাদে তাঁহার বস্তুর বাতীতী তাঁহার স্ত্রীকে নিয়া বাইবার জন্য অনেক বার পত্র লিখাছেন, অমরনাথ লেখ সব পত্রের কোন প্রত্যুত্তর যেন নাই, অনেক পর লেখার পরে নিরন্তর হইয়া একবার বস্তুরকে লিখিয়াছিলেন, "আমি এখানে হীন অনাহার থাকিলেও আপনায় অবস্থার বেশ সন্তুষ্টই আছি, আর কাহাকেও এখানে আনিয়া কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না। আশা করি, আপনার আর আমাকে বহুলা বিবেচন না।"

অমরনাথের এই পত্র পাইয়া তাঁহার বস্তুর বাতীতী হতাশ হইয়া কিছুদিন আর পত্রাদি লেখেন নাই।

একদিন অমরনাথ কাছারী হইতে আসিয়া গণে মাত্র বসিয়াছেন এমন সময়ে হরকরা খানকরেক পত্র দিয়া গেল। অমরনাথ পত্রগুলি হাতে লইয়া দেখিলেন, একখানি শ্রীনগর হইতে তাঁহার পিতা লিখিয়াছেন। কয়দিন বাড়ীর সংবাদ

না পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি সর্বপ্রায়ে পিতার পদাশ্রয় খুঁজিয়া পড়িতে লাগিলেন—

“পত্রম কলাগবত্রেণ—

অত্র পত্রে শুভানীক্ষার আশ্রয়ে।

কয়েক দিন তোমার কুশল সংবাদ না পাইয়া চিন্তাবৃত্ত আচ্ছিন্ন, অশান্তি, ভগ্ন-বদানীকরণে কুশলে আছি। সম্ভ্রান্ত শ্রীমতী উগাবালার শুভ বিবাহ না হিয়া আর রাধিকার উপায় নাই। তোমার নিবেদন ছিল বলিয়া আমি এতদিন চেষ্টা করিতাম। এক্ষণে আন্ত বিবাহ দিব্য প্রয়োজন হইয়াছে। কর্তী সত্ব উপস্থিত আছে। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন স্থানে স্থির করিতে পারিতেছি না।

শ্রীমতী কুমারনারায়ণের বিবাহের জন্য তোমার গর্ভদায়িনী বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার ও তাহাতে মত আছে। শেষ জীবনে স্থানীয় পুত্রবধূর সেবা শুশ্রূষা করিবেন; আমরা তাঁহাদের হস্তে সংসারের ভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম চিন্তায় সময় কাটাইব, বড় আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান বড় সাদে বার সাধিয়াছেন। যাহা হউক এখন কুমারের বিবাহ সবচে তোমার অস্তিত্বের আশ্রিতে ইচ্ছা করি।

মনোহরপুরের শ্রাব্যচরণ দত্ত অবস্থাপন্ন পক্ষ। তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিলে টাকা পাওরা দায় বটে, কিন্তু মেয়েটী তত ভাল নয়। আর তোমার

রামদত্ত খুঁড়ো, তাঁহার কন্যার সহিত কুমারের বিবাহ দিতে বিশেষ উৎসাহ। মেয়েটী পরমস্থলী কিন্তু রামদত্তের অবস্থা তেমন? শাখা, লাড়ী ছাড়া তাঁহার আর কিছু দিব্য নক্তি নাই। মেয়েটী কিন্তু বড় লক্ষ্যী। তোমার অস্তিত্ব শীঘ্র জানাইবে।

বাটীর সমাচার উপস্থিত মঙ্গল। তোমার কুশল সংবাদ লক্ষ্যী গাধনীর। কিম্বিকিমিত্তি—

নিভানীক্ষারক তোমার পিতা।”

পুঃ—বাধা। আমার একটা অমুহুরোধ, যেহেতু মহাপ্রবীণ অপরাধ বীকার করিয়া পুনঃপুনঃ আমাকে পত্র লিখিতেছেন, তিনি অজ্ঞাত করিয়াছিলেন, সেমত এখন বিশেষ অমুহুরোধ হইয়াছেন। গোমাকে আনিবার জন্য বস্ত্র-গবুস্ত হইয়া লিখিতেছেন। আর গোমাত কোন গোপেই দোবী নহু। বাধা। আমার মাকে শীঘ্র ঘরে নিয়ে এস। ঘরের লক্ষী কতদিন পরের বাড়ী থাকিবেন? হুই গোমাকে এক সঙ্গে বেথিয়া মগন ও জীবন সফল করিব। অজিতকুমারের সংবাদ পাইয়াছ কি না জানিতে ইচ্ছা করি।”

৮

যে রায়ে অমরনাথ পিতার সহিত বস্ত্র-বাড়ী হইতে আসেন, সেই রায়ে হইতে অজিত কুমারের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রায়েপথে কাহাকেও কিছু না বলিয়া অজিতকুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। অমর নাথ প্রত্যয়ে অজিতকে

বেধিতে না পাইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহই কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। অমর নাপ প্রথম মনে করিলেন, অজিত হঠাৎ বাড়ী ঢলিয়া গিয়াছেন। সেখানে গরং বাইরা বেধিলেন, অজিত বাড়ী যান নাই। অজিতের পিতা, অজিতের কোনই সংবাদ বলিতে পারিলেন না। হঠাৎ পুত্রের নিরুদ্দেশ-সংবাদ পাইয়া অজিতের পিতা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি চারি দিকে পুত্রের সন্ধানার্থ লোক পাঠাইলেন। একমাস ধরিয়া তাহার সন্ধান এত তরিকটবর্তী স্থানদুহ তর তর করিয়া অন্বেষণ করিল। বুধা চেষ্টা! অজিতের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

অজিতের পিতা নিরন্তর হন নাই। সপ্ত-সপ্তাবধি প্রাণাদিক পুত্রের এমন আকস্মিক অদর্শনে কোন ঘেহমর পিতা নিশ্চিত থাকিতে পারেন? অজিতের পিতা বেশ বেগমত্রে লোক গেষণ করিলেন এবং পুনিশেও সংবাদ দিলেন। ফলে কিন্তু কিছুই হইল না। এখনও পর্যন্ত নানাভাবে অজিতের সন্ধান চলিতেছে।

অমরনাথ নিজে অনেক দিন পর্যন্ত বখালাগা পিগবদুহ সন্ধান করিয়াছেন। অজিতের এই আকস্মিক অদর্শনের কোন কারণ অমর জানিতে পারেন নাই।

আজ পিতার নয় পাইয়া অজিতের জন্য তাহার অত্যন্ত চিন্তা কেবল হইয়া উঠিল। বীৰ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে

মনে বলিলেন, "হায়, অজিত। সন্ধানের দাঙ্ককে উত্তপদে অতিবিক্রম করিয়া তুমি কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে, সেই তোমার অমর আজ মৃত। মৃত্যুই উত্তপদে নিমুক্ত হইয়াছে। আজ তুমি কোথায়? তোমার যে ব্রুংক-কাহিনী আমার নিকটে বলিলে বলিয়াছিলে, তাহা আমাকে বলিবার অবসর পর্যন্ত সহিল না।"—অদেহে চকুতে জল আসিল।

তাহনা অন্য পথে বাঁচত হইল। অমর ভাবিলেন, "পিতা বেশে বাইবার জন্য পুনঃপুনঃ লিখিতেছেন। আমারও মন ছুটয়াছে। অনেক দিন ভ্রাতৃধি, এবং পিতা মাতাকে দেখি নাই। বাইবারও যাবা নাই। এক মাসের সবসর গ্রাণে করিয়াছি, এখন বাইতে পারি, কিন্তু বেশে গেলেই কলিকাতা বাইতে হইবে। পিতার আদেশ, আমার স্ত্রীকে জানিতে হইবে। আমার মৃত্যুই অমিহা থাক, পিতার আদেশ কখনই অবহেলা করিতে পারি না।"

পাঠক! পাঠিকা! ব্যাপারটী অদৃষ্টময় করিবেন না।

অমরনাথ উনশিশ শতাব্দীর শিল্পিত যুবক হইলেও অধুনিক নব্য মস্তিষ্ক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রভাব লোক ছিলেন। পিতার বাক্য, দেবতার আদেশের জায় জ্ঞান করিতেন। জীবন বিধাতা পিতৃ-বাক্য শালন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

অমরনাথ আবার ভাবিলেন, যত্নর স্বাভাবিক এখন পাঠাইতে অমত করিবেন

না বুঝতে ছে। কিন্তু তাহার মনের ভাব কি ? এত দিন বিবাহ হইয়াছে, আজিও তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইলাম না। আর জানিবারই বা থাকি কোথায় ? ধনবানের কস্তা, অতি যত্নে পালিতা, আটপলব কেবল লোকের উপরে প্রভু করিতেই শিখিয়াছে। তাহার জন্মে দেহ, মমতা বা প্রণয় থাকে অসম্ভব। য'ব আমার প্রতি তাহার একটুও মমতা থাকিত, তবে কি সে এত কালের মধ্যে আমাকে একখানিও পত্র লিখিত না ? সে ত এখন আর ক্ষুদ্র বালিকাটী নাই ? নানান এক খানা পত্র লিখিতে কোন বাধাই থাকিতে পারে না। তাহার পিতা মাতা অবজ্ঞা নিবেদন করেন নাই। বিবাহ হওয়ার অবধি বতহুই সময় দেখা হইয়াছে, বিভ্রান্তী অমরনাথের সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। অমরনাথ তখন মনে করিত, লক্ষ্য বশতঃই বিভ্রাট এমন ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু এখন অমরের মনে হইল, তাহার সে ভাবে পক্ষ ও রক্ত বাতীত আর কিছুই ছিল না। বানীর নিকটে দ্রুত লক্ষ্য কত দিন থাকিতে পারে ?

অমরের ভাবনার বিভ্রাস্ত নাই। একটী পত্রে আর একটী ভাবনা আসিয়া তাঁহার সমগ্র চিত্তকে সংকুচিত করিয়া তুলিল। নানা ভাবনার অমর নাথ আহা করিতে ছুটিয়া গেলেন।

২

প্রাতে লক্ষ্য ত্যাগ করিয়াই অমর নাথ

পিতাকে পত্র লিখিলেন। সমস্ত তাজি চিত্রা করিয়া কর্তব্য হির করিয়াছিলেন। ভাবিতে বিলম্ব হইল না। তিনি লিখিলেন,—“আপনার আশীর্বাদ পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রাম সন্দেহ বুড়োর কন্যার সহিত কুমারের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবেন। আমার শীঘ্রই বাতী আসিতেছি। আর আর বিষয় লাক্ষ্যেতে উচিতরূপে নিবেদন করিব। নিবেদন, মিত—

এণ্ড দাঙ্গ, অমর।”

পত্র খানি তাকে পাঠাইয়া অমর প্রতিঃ কৃত্য সমাধা করিলেন। তাজিতে নানা চিন্তায় কিছুই আহা হইল নাই। হুনিয়ায় গয়ে মনের অবসাদ হইয়াছে। এখন সুখার উদ্রেক হওয়ার কৃত্যকে এক পেরাণা চা অনিতে বলিলেন। অমর নাথ আধুনিক বাবুদিগের ন্যায় চা-পারী ছিলেন না। তিনি পক্ষী চায়ের ব্যবহার করিতেন না। মধ্যে মধ্যে শারীরিক অবস্থা বুঝিয়া কখন কখন পান করিতেন।

চা পান করিয়া অমর নাথ একখানি সংবাদ পত্র দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় কৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে একজন ডক্টরলোক আসিয়াছেন। তিনি বিশেষ গরোজনে এখনই বাবু সহিত লাক্ষ্য করিতে ইচ্ছুক। অমর কৃত্য সমস্ত ব্যাঘারে বাহিরে আসিয়া বাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাসের মাত্রা নীচা অতিক্রম করিল। দেখিলেন, তাহার

বস্ত্র, সেই ঘন গর্জিত, মহা অহঙ্কারী
প্রতাপশালী বেবেস্ত্রবিজয় বাবু সামান্য
বেশে তাঁহার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত ।

বিস্মিত অমরকে, প্রশ্ন করিবার অব-
সর না দিয়া বেবেন বাবু উম্মের ন্যায়
তাঁহাকে বাহুপালে আবদ্ধ করিলেন ।
“আবেগ পূরিত কণ্ঠে বলিলেন, “বাবা
অমরনাথ ! আমাদের ভ্রম দূর হ’য়েছে ।
অপরিশ্রমদর্শিতার ফল হাতে হাতেই
ফলিতে আরম্ভ হ’য়েছে । অল্পতাপে জ্বর
পুড়ে যা’চ্ছে । এখন ও যদি উপায় কর্তে
“পায়, তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি ।”

অমর তাঁহার কথার কোনরূপ ভাব
গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তবে একটা
কিছু হইয়াছে, তাহা বৃষ্টিতে পারিলেন ।
তিনি স্বত্বের হস্ত ধারণ করিয়া ভিতরে
মিরা গেলেন । অনেক চেষ্টার পরে অমর
জানিতে পারিলেন ; বিভাময়ী সন্তোষ
পীড়িতা, জীবনের আশা নাই বলিয়া চিকিৎ-
সকেরা জবাব দিয়াছে, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া
বিভাময়ী একটীবার মাত্র অমরনাথকে
দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে । বেবেন
বাবু বাস্তবিক কণ্ঠে বলিলেন ;—“বাবা !
আর কেউ এলে তোমাকে নিরে যেতে
পারবেনা । হরত তুমি বিশ্বাস করবে না ।
মায়ের আমার জীবনের সাধ অপূর্ণ পেকৈ
যাবে, তাই আমি নিরে এসেছি । নতুবা
তাকে সে অবস্থার রেখে কোন চণ্ডাল
পিতা স্থানান্তরে যেতে পারে ? চল বাবা !
আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই । বিলম্ব
করলে হরত আর দেখা হবে না ।”

স্বত্বের কথা শুনিতে শুনিতে অমরের
নয়ন আপনামাগনি অঙ্গপূর্ণ হইয়া উঠিল ।
আম কত কাল পরে তিনি বিভাময়ীর কথা
শুনিলেন । অমরনাথ ঘন কঠিনেন, “বিতা
পীড়িতা, মূর্খ ! সে আমাকে দেখিতে
চায়, কেন ? তবে কি সে আমার কাল
বাসে । হায় ! কি ভুলই করিয়াছি ।”

দেখানকার প্রভা সেইখানে পড়িয়া
রহিল । অদ্রাভ অনাহারী অমরনাথ
স্বত্বের সহিত কলিকাতার রতনা হই-
লেন । বাইবার সময় তাঁহার উদ্ভটন
অর্থচারীকে তারযোগে আপনায় বিশর
জানাইলেন এবং বিশ্বাসী ভৃত্যকে খুণ
সাবধানে থাকিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন ।

তাঁহাদের প্রস্থানের অল্পকণ পরেই
একটী কক্ষেশ, মলিন বেশধারী গোক
অমরনাথের বাগা বাটার দ্বার বেগে উপ-
স্থিত হইয়া বিজ্ঞাসা করিল, “ডেপুটী বাবু
বাসায় আছেন ?”

ভৃত্য বলিল, “না, তাঁর স্ত্রীর গায়াম,
তিনি এইমাত্র কলিকাতার রতনা
হইলেন ।”

গোকটি আর কোন কথা না বলিয়া
ঘীরে ঘীরে প্রস্থান করিল ।

১০

যে দিন অমরনাথ রাগ করিয়া স্বত্বর বাড়ী
হইতে চলিয়া আসেন সেই দিন হইতে
বিভাময়ীর তাবত্তর উপস্থিত হর, অনপূর্ণ
ঐর্ষ্যানালী পিতৃ ভবনের মধ্যে বিভাময়ী
আপনাকে নিত্যই একাকিনী বোধ
করিতে থাকে । অট্টালিকার বাস, এবং বাস

দানী দ্বারা সেবিভা হইয়াও, বিজ্ঞানদ্বারা জীবন পূন্য ও শান্তিহীন মনে হইত। ক্রমে যত দিন বাইতে লাগিল, বিজ্ঞানদ্বারা মনের অনশ্বিত ততই বাড়িতে লাগিল। এমন অবস্থায় কি যাহুব প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে? বিজ্ঞানদ্বারা বালিকা মাত্র।

বিজ্ঞানদ্বারা কেবলই ভাবে, "পিতা কেন তাঁহাকে কর্তব্য কথা বলিলেন? কেন আমাকে পাঠাইলেন না? তিনি যে শুভ আশা করিয়া আমাকে নিতে আসিয়াছিলেন। বাবা যখন তাঁহাকে কিরাইরা নিলেন, তখন তাঁহার মনে না জানি কত কষ্ট হইরাছিল? কিন্তু তিনি বা কিরিক্স গেলেন কেন। কেন তিনি একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না? কেন আমাকে লোহ করিয়া নিরা গেলেন না? সে অধিকার ত তাঁহার ছিল?"

আবার ভাবিত, পিতা মাতা আমাকে যুগে যুগে রাখিবেন বলিয়া নিজেই কাছে রাখিয়াছেন। "পাছে আমি ফেণ পাউ, সেই জন্য স্বামীস্বামীকে বাইতে কেন নাই। কিন্তু ইহাতে যে আমার মনের অশ্ব শান্তি একেবারেই নষ্ট হইল, তাহা কি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিলেন

না? হায়, প্রভু! আমি ত কোন দোষে দোষী নই, তবে কি জন্য আমাকে ভাগ করিয়া গেলেন? আর কি তুমি আমাকে কাছে আনিবে না?"

বালিকা আর ভাবিতে পারে না।

বিজ্ঞানদ্বারা অনেক দিন মনে করিয়াছে, স্বামীকে পর লিখিবে। কতবার কাগজ কলম নিরা লিখিতে বসিয়াছে। কিন্তু কি জানি কেন, আবার কি ভাবিয়া দিহত হইরাছে। যখনই পর লিখিবার কথা মনে হইত, তখনই ভাবিত, কই! তিনি ত একখানা পর আমাকে লেখেন নাই? আমি কি বলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব?"

হায় অতিমানসি! আপন সম্মুখ বিপদ উপস্থিত জানিয়াও মারীদভাবহীনত অতিমান ভাগ করিতে পারিল না।

বিজ্ঞানদ্বারা পর লিখিতে পারিল না।

কুত্র বালিকা চিত্তের ভাব সম্বন্ধ করিতে না পারিয়া ক্রমে নয়া আশ্রয় করিল : দিন দিন ভিল ভিল করিয়া তাহার জীবনী শক্তি কমিয়া আসিতে লাগিল। পরীক্ষা নীচ ও দুখ যতল বিহীন। পিতা আর উঠিয়া আসিতে পারে না। (কন্যাঃ)

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, সরস্বতীর শুভ বিবাহে

মাতার

অশীষ ভিক্ষা।

নন্দিনী যোগ স্বকতা যোগ

যশোর নিধি প্রাপ্তের বন,

যনে পড়ে ৩৪ আশ্রয় ভিত্তি

ভোর সেই যে অশ্রুপাত।

মনে পড়ে সেই মুহূর্তে শিত হুই
 কখন কালগে তহিলি বিক,
 বল মাতার অধন তহি
 কে এলরে বনিগাহিল শিক ।
 বিহুর আজার সুকোমল কার
 জন্মহুমির বাতান জল,
 বন্দনা করি নান্দনী তোরে
 পাতি দিল মার স্তানাকল ।
 কত যে লকট কত যে বিয়
 ষড় ষড়র ভাবন হুঃখে,
 রকিতে তোমারে ছদি অঁকাতরে
 দিয়েছি কত যে মরণ মুখে ।
 যবে সিদ্ধ এসে গজ্জোছল হেসে
 বুঝিল জীবন মুক্তার সনে,
 বিহুর কপার সে লকট যার
 পুনঃ ফিরে এলে নব জীবনে ।
 আজ শুভ দিনে কত পড়ে মনে
 তোমার যে বালা তোমার কৈশোর,
 আজ ভরা গলা পূর্ণ জোয়ারে
 দিক উজ্জলিত নবকল্লোল ।
 সেই শিখ মনে পড়ি প্রেম মনে
 বাধি দিতে আজ এসেছি নাথ,
 তোমার করণ প্রসাদ অকণ
 'ককক' এদের স্রুপ্রত্যভ ।
 কোথা স্ববীজ্ঞ রাজনারায়ণ
 "কুমারী রতন" সাধের নামে,
 প্রথমে আশীষ বরে ছিলে তারে
 আশীষ কর গো এ শুভ দিমে ।

মনবী যোগেন্দ্র ব্রহ্ম যোগেন্দ্র
 কোন্ লগ্ন বর্ণে বিহুর প্রেমে,
 তব মেহাশীষ এসেছে কি ব'হ
 জ্বলন্ত সৌরভে মগন লঃ
 উবা কি তোমার বিমল হাস
 মিলন পূণকে আমনে ভাসে,
 এসেছে কি উবা নব উবা ব'হ
 এ ছুটি নবীন পদিক পাশে ।
 বে বঙ্গলমর তব স্নেহ জর
 বিধের মাঝারে হুটাম হাসি,
 শীত "রতন" পাখক নবানে
 আশীষ কর গো তুমি গো আসি ।
 এম স্মরণম। হুমুদিনঃ ওমা
 পতিহলে কব হও গো তুমি,
 জননর কল্যানী, সৌভাগ্যপালিনী,
 বিশ্বজনের হও আধারিণী ।
 হুঃখ অশ্রুজল, বত অমবল,
 পত লকট থাক হেথা পড়ে,
 পার্শী যৈতেরী লমা, অরুণতী রমা,
 রমণী রতন হও বিহু বরে ।
 কেন গ্রাম তোরে রাখে হেথা বরে
 জুখী হও বঙ্গ যাক বিয় দুবে ।
 বেশ ও লমাজ, অগতের কাল,
 লাবি চলে বেগ কর্তব্য ভরে ।
 ওগো বিবেকর, ঈশ্বর অকর,
 তব লখ গিহ কে আর আছে,
 এ ছুটি পাছে, চরণ প্রাণে,
 রাখ চিরন্তরে লকলে বাচে ।

মা ।

শ্রীমান শশীন্দ্র প্রসাদ বসু এবং শ্রীমতী কুমুদিনীর শুভ বিবাহে

বধূ-বরণ ।

“সাম্রাজ্য বস্তুর ভব, সাম্রাজ্যী স্বামী ভব
সাম্রাজ্যী ননকরি ভব, সাম্রাজ্যী অধিদেবু”

আমাদের আঁধার কুটীরে
কে আসিছে দিক্ উজ্জলিতা,
‘তির মৌন শুক ফুল বন,
তোমা দেখি উঠিছে হাসিয়া ।
আনন্দের বেদীনে অভ্যস্তন—
কোথা দিব এসিবার স্থান,
শত তাপে বড় চিঠা আজি,
তাঁই কি তোমাতে দিব দান ?
তুমি যে গো স্বরূপাসিনী
অমর-পাণিতা দেববালা,
কেন তুমি আসিলে ঘরতে,
কুড়াইতে তাপিতের আলা ?
নাহি জানি কোন্ স্থলভাতে,
গিরিশিখরে—আম্র বিসর্জিতা,
কে সাধিল যত্নে সাধনা,
তব রূপা অলঙ্কা মণিরা ।
না জানি সে তরুণ তাপন
নীতাতপ সহিয়াছে কত,
অথ হুঃ নাহি ছিল মনে,
একাগ্রতা বাস্তবিক মত ।
তারি পুণ্যে - তারি তপোবলে,
এলে তুমি বর্গ পরিধরি,
মানবেরে কৃতার্থ করিতে—
বীন গৃহে যাহ রাগেশ্বরী !

বহু তুমি সংসার-সাগরে
পুণ্য ঘাটে পবিত্র কমল,
বীৰ্য্যের আনন্দ প্রতিমা,
কোথা বাহি—কোথা যোগা হল ?
এলে যদি—এস দেববালা !
অথ শাস্তি হৃদয় সহ,
বিধাতার শুভ আশীর্বাদ
তব শিরে থাক্ অধরঃ ।
এলে যদি—এস দেববালা ।
ভক্তি-প্রীতি আনন্দ লইয়া,
তব বৃক্কে সজিৎ অমৃত
গৃহে, বেলে, বাও বিলাইয়া ।
এলে যদি—এস দেববালা,
লইয়া শোভাঙ্গা বরাতর,
সীমন্তের মঙ্গল সিন্দূর,
হাতে শোভা হউক অক্ষর ।
এস এস এস দেববালা !
লক্ষ্মী চরণে চিত্তানন্দ দামে,
তৃপ্ত হোক কুহিত নরন,
দেখি তোমা লচীন্দ্রের বামে ।
কলিকাতা ।
৪ঠা বৈশাখ, ১৩২১ সাপ—বঙ্গাব্দ ।
শুভাশীর্বাদিকা—
শ্রীমানকুমারী বসু ।

Address of welcome to Her Highness The
rani of Cooch Behar C. I.

আবার এসেছি আবার সকলে
নয়ন আসারে ভাসিতে ভাসিতে,
আবার এসেছি দ্বন্দ্বী তরী দলে
মনের বেদনা এসেছি কহিতে ।
বর্ষে বর্ষে আসি নিতে পুরস্কার,
তার কেন যবে অশ্রু আধারের,
এ হেন দিনেতে জ্বর সবার
বাধিত আহত আঘাতে শোকেব ।
ভাঙ্গা গ্রাণ ভাঙ্গে—এই কি নিহতি ।
সে দিন কেঁদেছি কতই এখানে,
অশ্রুতরা চোখে চির অশ্রু গতি
এসেছি কানিতে—কাদি ভাঙ্গা গ্রাণে ।
নৃপ “নৃপেন্দ্রের” সে মূর্তি এখনো
জাগিছে জ্বরে চিত্তার্পিতের প্রায়,
ভুলিব কি মোরা ? ভুলিব কখন ?
সে মূর্তি তাঁহার রয়েছে হেথায় !
বজ্রাঘাতে পুনঃ হয় বজ্রপাত ?
না ভুলিতে সেই অঘি মূর্তি হার
উল্লসি আবার বলের আঘাত
আসিল সংবাদ তাক্তিত বার্তায় ।
নূতন নৃপতি—“রাজরাজেন্দ্র” নাই,
আসার মুরতি গেছেন চলিয়া,
এস তপ্তি—কাদি মিলিয়া সবাই
কাল নাই আর পুরস্কার নিয়া !
কি দিবে মোদের—মাতঃ মহারানি,
চাই না আমরা চাই না কিছুই,

মূল্যবান যাত্রা—শিরোমণি জ্ঞানি
জ্ঞানিতাম মোরা তাঁদের শুধুই !
হারায়েছি তোরা—কি নিব আমরা ?
তরুণতা তুমি মাতঃ মহারানি,
জ্বর তোমার—শ্রেয় তক্তি তরা,
পিতার মতন নিরে কুণখানি—
তুমিও চলেছ কুশের গচারে
তুমিও এসেছ তাঁহার মতন—
“কুশ” হাতে নিরে অস্ত্র “বিহারে”
নমি মোরা তোমা ধরিয়া চরণ ।
সমাধিতে বস সমাহিত হ’য়ে
তপস্বিনী বধা তপস্যার রত
প্রার্থনা তোমার ব্যাকুল জ্বরে
ভাঙ্গা গ্রাণে শান্তি দিবে তার কত ।
তোমার প্রকাশ, তোমার জীবন
তোমার চরিত্র—আমাদের পথ,
তোমার উত্তম, উৎসাহ বচন
করিবে মোদের পূর্ণ মনোরথ ।
তোমার গম্ভাতে এসেছি চলিতে,
মাত্রার মতন আমাদের নিচে
চল তুমি চল—নিরে “কুশ” হাতে,
চলিব আমরা তোমাকে ধরিয়া ।
জ্ঞানি মানিব—তুমি আমাদের
চির মাতা তুমি দরিদ্র কল্যায়
তক্তি, অক্ষা চির বিশ্বজন্যের
দ্বিই আল পণে শত নমস্কার ।

Address of welcome to Her Highness The Maharani of
Cooch Behar.

এস এস মহারানি, প্রভা ভক্তি মালা আমি, "বরনা" বাগারে বসা, বরনা—মহিষী মাতা দ্বিই অক্ষ ভোমার গলিতে ।	বেন ভোগবাসা জবর ভরিয়া ।
আনন্দে বরণ করি, ফুল মালা গল ধরি, বিও আমাদেব,	ভালখাসা জবরের,
ফুলরাণী তুমি এসেছি নৈবিত ।	বিও মহারানি তেমন করিয়া,
'বরনা' প্রাসাদ মাঝে, ছিলে ফুল ফুল সাজে, বিহার তুমিতে বসা, বিহার মহিষী মাতা,	বেন ভালখাসা পছন্দ ভরিয়া ।
এখানেও তুমি রাজার মহিষী ।	আমাদের শিক্ষা, আমাদের স্বীকা,
বড় আশা আমাদেব, বড় আশা "বিহারের" বৈশিষ্ট্যে তোমারে বড় ভাল বাসি ।	নিও তুমি তার মাতার সংস্পর্শে ।
এসেছ ভালই তুমি, বনা এ বিহার তুমি	আমাদের ভাল যেনে, আদিত্য এই বেণে,
কত আনন্দ বঙ্গ মহিলার ।	এসেছ কেবল আমাদের হিতে ।
দেব মহারানি আজ, কি আনন্দ জদি মাক,	আজ তাই শুভক্ষেণে, আজ শুভ সম্মিলনে,
"বরনা" "বিহার"—এক পরিবার ।	কৃতজ্ঞতা, ভক্তি লও আমাদের ।
নিবেদন আমাদেব, ভালখাসা জবরের,	আমরা সকলে মিলে, চাঃধীনী ভগিনী মিলে,
বিও আমাদেব তেমনি করিয়া ।	নত নিরে বিই প্রভা জবরের ।

স্বনীতি কলেজের বাৎসরিক বিবরণ ।

১৯১৩-১৪

শিক্ষা-প্রণালী । বিগত পাঁচ বৎসর
হইতে স্বনীতি কলেজে নূতন প্রণালী
কল্পনায় শিক্ষা-দান চলিয়া আসিতেছে ।
বালিকাশিক্ষার উপযোগী ইংরাজী ও
বাংলা ভাষা এবং শিল্প শিক্ষা দানই এ
প্রণালীর উদ্দেশ্য ।

পরীক্ষার ফল । বিগত ১৯১৩ সালের
পরীক্ষার নিম্ন লিখিত বালিকাগণ Anglo
Vernacular Upper Primary Stan-
dard পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ
হইয়াছে :—

(পারদর্শিতাহসারে)

কুমারী পদ্মিনী চক্রবর্তী, প্রথম বিভাগ
ঐশ্বরী ঘোষণতা বর

উক্ত সালের Anglo Vernacular
Lower Primary Standard পরীক্ষার
নিম্নলিখিত বালিকাগণ প্রথম ও দ্বিতীয়
বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে :—

(পারদর্শিতাহসারে)

কুমারী লীলাবতী রায় প্রথম বিভাগ
মালতীপতা চট্টোপাধ্যায়
অচল মন্মথী চক্রবর্তী
প্রতিভা কুমারী রায়

নগেন্দ্র বালা গুহ
যোগদ্বারা বাস গুহ
হেম প্রভা বাগ্‌চি
মৌবাহিনী সরকার
প্রতিভাপ্রভা সেন
বোড়বী কুমারী জ্যোতিষ
ঈশানীবালা মুখোপাধ্যায়
নিভাননী সরকার
আমিনা খাতুন
বেহুলতা দাস বিত্তীয় বিভাগ ।
নিভাপ্রভা লাহিড়ী

উপর উক্ত বাণিক্যক্ষেত্রে মধ্যে দে
বাণিকা Anglo Vernacular Lower
Primary পরীক্ষার পঞ্চম স্থান অধিকার
করিয়াছে, ফুলের প্রচলিত নিয়মামুসারে
তাহাকে মাসিকী দুই টাকা হিসাবে বৃত্তি
দেওয়া হইবে । যে হিন্দু বাণিকাটি অষ্টম
স্থান অধিকার করিয়াছে সেটি আহ্মিম
কুচনিহার ও খেটী অরোদশ স্থান অধি-
কার করিয়াছে সেটি এ দেশীয় মুসলমান
বাণিকা ।

জাতী সংখ্যা ।—১৯১৪ সালের মার্চ
মাসের জাতী সংখ্যা ১৯৭২ পূর্ণ বৎসর
অপেক্ষা ২ জন অধিক । গড় উপস্থিতি
১৭৪, অর্থাৎ পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা ৫ জন
অধিক । এই সকল জাতীয়ের মধ্যে ৯
জন মুসলমান অর্থাৎ পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা
৪ জন কম । ৫ জন ব্রাহ্ম অর্থাৎ পূর্ণ
বৎসর অপেক্ষা ১ জন অধিক । ১ জন
খৃষ্টান অর্থাৎ পূর্ণ বৎসরের সমান । ২৩
জন ব্রাহ্মগণ ও কুচবিহারের অধিন অধি-
বাসী অর্থাৎ পূর্ণ বৎসর অপেক্ষা ১৪ জন
কম । এই ২৩ জনের মধ্যে ৮ জন বাণিকা
ব্রাহ্মগণ পরিবার কুল । ইহা অত্যন্ত
অশোভনক যে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ-পরি-
বারে জী-শিক্ষার সমাবর ক্রমঃ বৃদ্ধি
শাইতেছে ।

মহিলা বিভাগ । নানা অস্থি-বিশিষ্ট
জন এই শ্রেণীর কার্যে নিগত জুগাই বাস
চইতে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ব্রাহ্মগণ
মহিলাদিগকে শিশু শিক্ষা বিষয়ে এই
বিভাগের উদ্দেশ্য ।

৩ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী ।

১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত বোম্বা রাজ্যের ইতিহাস ।

৮ অধ্যায় ।

পাটিনাক্স, জুলিএনস্, সিন্ডেহস্, ক্যাম্ব্র-
কেলা ওলিটা, মাক্রিনস্, হালিও গ্রেগো-
নস্, আলেকজান্ডার সিন্ডেহস্, মাক্রিনস্,
পিউপিনস্ ও বাগবিনস্, প্যাডিয়ানস্,

কিলিন, ডিঃসরস্, গালস ও ডাবি-
রিয়ান ।

১। পাটিনাক্স নামে এক পাটিন
মেনেটর ক্যাম্বোডেজ উৎসাদিকারী
হইলেন । তিনি খেনোয়া প্রদেশের এক

নীচ স্থানে লম্বাঘ্রহণ করেন, কিন্তু নিজে অত্যন্ত সাহসী, মস্ত, জ্ঞানবান ও বার্ষিক ছিলেন। ঘে' সৈন্তেরা কিছুকাল পূর্বে তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করে, ২ মাস ৬ দিন রাজত্বের পর তাহারাই আবার তাঁহাকে বন্দি করিল।

২। এক্ষণে বহনঃশাক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি রাজ্যনাভার্থে একান্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ইহাতে রক্ষক সেনাগণ (ক) এক কোঠকাবহ পূর্ণ করিল যে, যে ব্যক্তি অধিক টাকা দিতে পারিবে তাহাকে সাম্রাজ্য বিক্রয় করা যাইবে। অনন্তর, ডিউরল্ জুলিয়েনস নামে এক সমুদ্রিকালী ব্যক্তি অনেক টাকা দিয়া রোম রাজ্য ক্রয় করিল। কিন্তু পাঁচ মাসের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সিন্চে-ব্রেলের আভ্যন্তরীণ শিরশ্ছেদন হইল।

৩। সিন্চেব্রেলস বেমন বৃদ্ধবিশারদ ছিলেন, সেইরূপ পৃথিবীর সর্বত্র জয়লাভও করিয়াছিলেন। তিনি তাহার প্রাতি-দ্বন্দ্বী নাইগেল ও আলভিনকে পরাজিত এবং সেনেটকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অনন্তর ২০৮ খৃষ্টাব্দে সিন্চেব্রেল ব্রিটেন গমন করত কোর্থ হইতে ক্লাইড নদী পর্যন্ত প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেন। অবশেষে ১৭ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করিয়া ২১১ খৃঃ ইরকে গাণত্যাগ করেন।

(ক) অগষ্টল, স্রিটোরিয়ান, গার্ড ব'লিয়া আশ্রয় করতগণি যেহ রক্ষক নিযুক্ত করেন। ইহারা পরে এরূপ প্রবল হইল যে খেঙ্কাগুনারে সম্রাটদিগকে নিযুক্ত, পরাজিত বা হত করিত।

৪। মাক্সিমস ও হালি ও বাবেলসের জায কারেকেশা ও গিটা নামে সিন্চেব্রেলের দুই পাণিষ্ট পুত্র ছিল। তাহারাই পরে সিংহাসন অধিকার করিয়া বাবতীর লোকের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

৫। মাক্সিমস সুবংশীর, — তাহার আদিমাবস্থা অত্যন্ত অপকৃষ্ট ছিল। সে ১ বৎসর ২ মাস বোমে রাজত্ব করে। কারেকেশার পুত্র হেলিওগেবেলস ৩ বৎসর ৯ মাস বোমে রাজত্ব করে। তাহার পুত্রতাত পুত্র আলেকজান্ডার সিন্চেব্রেল মহৎ লোক ছিলেন। অতঃপর তিনি সম্রাট হইয়া ১৩ বৎসর রাজত্বের পর বিস্ত্রোহী সৈন্তগণ দ্বারা মেটেনগরে নিহত হন।

৬। অতঃপর মাক্সিমস ও তাঁহার পুত্র রোমের সম্রাট হইলেন। মাক্সিমস প্রথমে প্রুস প্রদেশের এক মেঘশালক ছিলেন, পরে সৈন্তাধ্যক্ষ ও ক্রমে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। তিনি নবাবু কিন্তু খেঙ্কাচারী নৃপতি ছিলেন এবং দুই বৎসর রাজত্বের পর রক্ষক সেনা দ্বারা হত হন।

৭। মাক্সিমসের বৃদ্ধা হইলে সৈনিক পুরুষেরাই রোমের অধীশ্বর হইল। তাহারিগের ক্ষমতার সীমা কি। তাহারো রোমের সর্বসম্পর্ক ছিল; ইচ্ছা করিলে বাহ্যকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্রাট করিত এবং ইচ্ছা হইলে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত বা নিহত করিতে পারিত। এই ক্ষমতা পরবর্তী ৫০ বৎসরের মধ্যে রোমে ৫০ জনেরও অধিক সম্রাট হয়।

৮। বাগবিনয় বাগবিনয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া পরে পৈতৃগণ কর্তৃক বিনাশিত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী গাড়িয়ান। ফিলিপ তাঁহাকে নিশাচর করিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। (ক) পরে ডিসম্বল সম্রাট হইলেন। তিনি যে ছই বৎসর ক্ষমতায় থাকিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খৃষ্টানদিগের প্রতি উপদ্রবকারী ও অত্যাচারী বলিয়া খণ্ডিত হন।

গালগ, ভগবিনিয়স ও ইংলেন্দ প্রভৃতিতে অতি সফল করিয়া রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে ভাগিয়ান সম্রাট হইয়া পারস্যের রাজ্য সেপের কর্তৃক ইডেনের যুদ্ধে পরাজিত ও কারাবদ্ধ হন এবং অল্পদিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন।

৭ অধ্যায়।

গালিয়ান, ক্রডিয়ান, কুইটিয়ান, অরিয়ান, টেসিট ইত্যাদির রাজত্ব।

১। গালিয়ান তাঁহার পিতা ভাগিয়ানের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি অত্যন্ত রিপূর্ণরায়ণ ছিলেন এবং সেনাগণ কর্তৃক হত হন। তাঁহার রাজত্বকালে খ্রিস্ট জন অত্যাচারী লোক সম্রাট হইবার জন্য এক কালে উৎসাহিত হইয়া এবং মহা গোলাযোগ উপস্থিত করে।

২। এইরূপ বিগল কলহে সাম্রাজ্য

(ক) ফিলিপ যে বৎসর সম্রাট হইলেন সেই বর্ষে রোমে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে বৈরত বটী হয়, রোম কোন কালেই লক্ষ্য দর্শন করেন নাই।

ক্রমশঃ হীন বল হইতে লাগিল এবং চতুর্দিক হইতে লক্ষ্যগণ আসিয়া রোম নগর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

৩। ক্রডিয়ান (বিটোর), গালিয়ানের উত্তরাধিকারী। তিনি তৎকালের এক জন মহৎ এবং বিভ্রালোকসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন। ২৬৯ খৃষ্টাব্দে ডানিউস নদীর তীরে তিনি গলদিগের সম্মেলন করেন। তাঁহার পুত্র কুইটিয়ানের ১৫ দিন মাত্র রাজত্বের পর অরিয়ান সম্রাট হইলেন। তিনি গালিয়ানের প্রতি রোমনিয়াকে পরাজিত করিয়া কারাবদ্ধ করেন।

৪। অতঃপর অরিয়ান ৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া নিউকোপোল কর্তৃক নিহত হইলেন। ব্রুড টেমিউস তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়া ছয় মাস রাজত্ব করিবার পর স্বীয় ভ্রাতা ক্রোভিয়েনের করে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া যান। গিদিয়ানি প্রতি প্রোবস বলপূর্বক তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া ছয় বৎসর শাসন করেন। পরে পৈতৃগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে নিশাচর করিল।

৫। প্রোবাসের পর কেবল রাজ্য হন। তিনি এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া ব্রাহ্মণ্যে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে তাঁহার ছই পুত্র নিউমিরিয়ান ও কেবল রাজ্যধিকারী হয়। কিন্তু তাহাদিগের ভাগ্যে অতি অল্প কাল রাজত্ব ভোগ হইয়াছিল।

৬। ভাগিয়ান বাগী আই ওক্রি-

দ্বিগুন তৎপরে সম্রাট হন। ইনি অতি নীচ বংশজাত। কিন্তু তাঁহার গুণ অতীব মহৎ ও উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি ২৮৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হইয়া মাস্তিঘিমান নামক এক ব্যক্তিকে আপনায় সহকারী করিয়া তাঁহার উপর রাজ্যের পশ্চিম অংশের ভার দিলেন এবং আপনি পূর্বাংশ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি আরও কনষ্টান্টিন ও গালিরিয়সকে নিজের উপাধি দিয়া, আপনাবিশেষ সহকারী নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে চারি ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্তা হইলেন।

৭। ডাইওক্লিসিয়ন দুই বৎসর ও মাস্তিঘিমান আট বৎসর রাজত্ব করিয়া কনষ্টান্টিন ও গালিরিয়সের উপর রাজ্যের ভার সমর্পণ করেন। ইহাদ্বয়ের পর কনষ্টান্টিনসের পুত্র কনষ্টান্টাইন দি গ্রেট সম্রাট হইলেন (৩০৬খৃঃ)। তিনি ব্রিটন দেশের ইরকলিয়ারে অশ্রয়গ্রহণ করেন।

৮। কনষ্টান্টাইন সর্ব প্রথম খৃষ্টধর্মাবলম্বী রোম-সম্রাট ছিলেন। তিনি রোম হইতে বিজানসিয়নে রাজধানী লইয়া যান। পরে তাঁহার নামানুসারে ৩৩০ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরের নাম কনষ্টান্টিনোপল হয়।

৯। কনষ্টান্টাইন রোম রাজ্যকে তিন অংশে বিভাগ করিয়া তাঁহার তিন পুত্র কনষ্টান্টাইন, কনষ্টানস ও কনষ্টান্সকে উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ইহারা সত্যোকেই খ্রীস্টীয় রাজ্য বৃদ্ধির অভিলাষী হইয়া ভরানক জাত্ববিষাধ

উপস্থিত করিলেন এবং তাহাতে সত্বেই উচ্চাভিলাষের পুরস্কার স্বরূপ মৃত্যু গ্রাসে ক্রমে ক্রমে আবিষ্ট হইলেন। যেম রাজা অবসরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চতুর্দিকস্থ জনতা ভাতিদগকে আক্রমণ করত অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল।

৮ অধ্যায়।

জুলিয়ান দি অপোষ্টেট হইতে রোমের শেষ সম্রাট হনোৱদধ্য।

১। জুলিয়ান, কনষ্টান্টাইন দি গ্রেটের পৌত্র ও কনষ্টান্টিনসের পুত্র খৃষ্ট ধর্ম পান-ভাগ করিয়া পৌত্রানক ধর্ম পুনর্বার স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন বাগদা তাঁহাকে আপোষ্টেট অর্থাৎ পণ্ডিত বা বিদ্বানী বলে। তিনি অতিশয় সাহাসিক রাজা ছিলেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার বাবই ও প্রকাশিতাবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

২। এই সময়ে আর্মেনিয়া রাইন নদী পার হইয়া গলদেশ আক্রমণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভয়ে তাহার পুন-স্থায় হইলেন। এতিনিগুত হইতে বাধ্য হইল। ৩৬৩ খৃঃ পারস্য দেশের লোক-বিশেষের সহিত যুদ্ধে জুলিয়ান হত হইলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী জোতিয়ান পার-সিক দেশের সহিত এক অসমানজনক সন্ধি করিলেন। ইনি খৃষ্ট ধর্ম পুনঃস্থাপন করেন এবং সাত মাস বাইন দেশের রাজত্বের পর লোক দ্বারা সধরণ করেন।

৩। জোতিয়ানের পর জোতিয়ান দি গ্রেট সম্রাট হইলেন। তিনি একজন বুদ্ধিমান ও ধর্মপ্রিয় রাজা ছিলেন।

তিনি রোমের পক্ষমাণে আপনাতঃ সজ্জা রাখিয়া বীর ভ্রাতা ভালেসকে পূর্বাংশের অধিপতি করিলেন।

৪। তিনি অতি সত্বল স্বভাব ছিলেন, তৎসজ্জ কলাকণ বিশেষরূপে বিশেষনা মা করিয়া লক্ষ লক্ষ গগকে তাহারিণের প্রার্থনামুসারে প্রেণ মনোনে বাস করিতে অনুমতি দেন। তাহারাই হন ও অসজ্জা জাতের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া রোমের বিক্ষে অগ্রগণ্য করিল এবং আড্রিয়ানোপলের মহাশুদ্ধে রোমীর সৈন্তগণকে পরাজিত ও অনেক পেনানীর সহিত ভালেসকে হত করিল।

৫। ইহার উত্তরাধিকারী প্রেসিয়ান ও ভালেস্টাইন অগ্রবোধ্য কোন কাৰ্য্যই করেন নাই। পরে থিয়োডোসিয়াস বিগ্রেট সম্রাট হইয়া বিলক্ষণপক্ষে পরাস্ত ও রোমরাজ্যে শাস্তি স্থাপন করিলেন। তাহার মৃত্যুকালে তিনি বীর পুত্র আর্কেডিয়াস ও হেনোরিয়াস এই দুই ভ্রাতার মধ্যে রোম রাজ্য বিস্তার করিয়া দেন।

৬। আর্কেডিয়াস পেল, আসিয়া-মাইনর, সিরিয়া, এবং ইলিপ্ট বা মিসর দেশের উপর রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হেনোরিয়াস ইটালী, বার্ডে রাজ্য, গল ও ব্রিটনের রাজ্য হইলেন। ইহার অনতি-

দিলখেই নূতন নূতন অসভ্য জাতি সকল (ক) একে একে পক্ষপালের জাতি আসিয়া রোমের চাবিদিক বেদন করিয়া ফেলিল, বাহা সমুদ্রে পাইল লুট ও ধ্বংস করিতে লাগিল এবং তাহারাই দেখানে আসিল সেই খানেই আপনানিগের অধিকার বিস্তার করিল। উহার দ্বারা সমুদ্রের রোম রাজ্যের অচিৎ অধঃপতন হইল।

৭। যে সকল অসভ্য জাতি রোমের উপর অত্যাচার করিয়াছিল, অযথো গণ, হন ও লম্বাডিয়ান সর্ব্ব সমান। তাহারাই বৃহৎ বৃহৎ দেশ সকল সমুদ্রোত্তীর্ণ করিলে, রোম রাজ্যের ভগ্নাবশেষপরি নূতন রাজ্য সকল স্থাপন করিল এবং যেখানে আসিতে লাগিল সেই স্থানেই আপনানিগের স্বীতি নীতি প্রাপ্তি করিল।

৮। অবশেষে গলাধিপতি আলেক্সিস ৪১০ খৃষ্টাব্দে মহানগর রোম জয় করিয়া ৫ দিনের অল্প তাহা লুট করিতে সৈন্ত গণকে আজ্ঞা দিল এবং রোম সমুদ্রে বিনাশিত হইল। বার! যে মনোবগদী বাহা ১০০০ বৎসর পর্য্যন্ত সকল পক্ষের আক্রমণ ভুঙ্ক করিয়াছিল এবং বাহা করত্ব করিতে অধীতর যোদ্ধা হানিবল

(ক) ভাভাল, অলোন, বন, ভিসিগন, ক্রাক, আনিসাবি, সাক্সন, আফল, হন, বর্গডিয়ান, লবার্ড, ভিসিডি, আভার, প্রোভাট, মর্গাব, বুল্গেডিয়ান, দেবগোন, মুখ এবং টর্ক বা তুরক ইত্যাদি অসভ্য জাতি রোম রাজ্যকে বিধ

বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই লোকের জাতি বাহা ৪৪০ খৃষ্টাব্দে রোম স্থাপনের ঠিক ২২০০ বৎসর পরে আর্কেডিয়াস-প্রাপ্ত পূর্ব রোম রাজ্য জয় হইল।

এততিরও লাভ হয় নাই, এক্ষণে কতক-
গুলি অগত্য লোক দ্বারা তাহা ছিন্ন ভিন্ন
ও নতদাক্ত হইয়া উদ্ভেদ দশা লাভ
হইল। যে রোমের নামে যেদিনী
কম্পাধিত হইত, যে রোম বীরবর্ধে

সমুদায় জাতিতে অধীন্য করিয়া আপনায়
উচ্চ পাতাকা গগনমার্গে উজ্জীৱমান
করিয়াছিল এক্ষণে সেই রোমের সকল
চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইল।

সমাপ্ত।

কন্য়ার বিষোপগে—মাতার বিলাপ ।

(১)

নরনের যদি হয়ে ছিলে বাগো এ ধরায়
মহলা চলিয়া গেলো যেহে নন্দিনী দ্বার !
বড় বাধা লাগিয়াছে, বলি আত্ম কায় কাছে
তুমি মাগো আর ধরা দিবে না ত এ ধরায়
পরোপোক্ষে দেখা হবে পুনঃ আশা করি
তার ।

(২)

তোমার কঠোর বাণী আহা কিবা সুমধুর
এখন বাসিছে কানে মোহন মধুর স্বর ।
লক্ষ্যের কিবা তান, মন মুগ্ধ করে লাগ
কি দেখালে অপকৃত্য মাধুরিমা তরুণ
বেদতার গুণ গানে হৃৎকোষে তান করি ছর ।

(৩)

কি যে মন শিখেছিলে অনন্তে পুরিয়া প্রাণ
বর্ণের অমির সুখ আকর্ষিত করিতে পান ।
অনন্তের উপাসনা, সে জীবনে জুগুত না
নিশি দিন ছিল মা গো সেই তোমার ধ্যান
জ্ঞান,
কত ভাবে কত রূপে অতিবিলম্ব করি
প্রাণ ।

(৪)

যেহ স্রীতি ভালবাসা দিহে প্রাণ প্রিয় জনে
দেখালে বর্ণের শোভা সংসারের এ
কাননে
তোমার ব্যাকুল প্রাণ, হো'ত সদা
আশ্রয়ান,
মুছাতে গো অলংকারে মুখিত তানিত জনে,
জুনিব কি করু তাহা দেখায়েছ বা নয়নে ।

(৫)

সুন্দর মূলের মত কুটে ছিল সে জগৎ
যাহার সুবাস পেয়ে নর নারী সমুদায়
হইতে পাগল পাত্রা, প্রেমে ধেন মাতোয়ারা,
মাধু সাধনা কত জন নিশ তার পরিচয়
তোমার জীবন শুধু ছিল সেবারত ময় ।

(৬)

বেদতার হাতে গড়া মধুর জীবন অতি
বৌবনের নব রাগে হয়েছিল মূগ্ধমতী,
নরনে প্রতিভা তব, কিবা ছিল অভিনব,
মা আমার শাস্ত্রনীলা ছিলে তুমি গুণবতী
কুমারী রতন হয়ে কি দেখালে শিউ
মোহিত ।

(৭)

বেলে বেলে চলে গেলে চির-শান্তি-
নিকেতনে
তোমা হেন ভাগ্যবতী বেধি নাই এ
জীবনে ।

তোমার আত্মীয় দারা, বেধে সমাসীন তারা,
পরলোকে আছে তোম কত শত গির
জনে,
ভক্ত শৈবিক সাধু উদ্দেশ্য-চক্রেয় সনে ।

(৮)

হৃৎ তপন হৃৎ থাকে মুছে কেলি অশ্রুধার
মাগো তুমি সুখে থাক শান্তি ধামে অনি-
বার ।
ধারে ভাল বেশে ছিলে তাঁরে আশ্রয় ডেলে
দিলে

মা মা বলে বাহু তুলে ছুটে গেলে কোলে
বার,
সত্য সে আনন্দ ধামে পেলে তুমি পূর-
তার ।

৯

স্বর নর সমন্বয়ে করে লবে অর গান,
অর হে অগত পতি । অর সত্য ভগবান ।

তুমি এক পিতা মাতা সফলতর পরিভ্রাতা
অর শিব সিদ্ধি দাতা পুরাতন সংস্কার-প্রাণ,
অনন্ত করুণা সিদ্ধ চির-স্থখ শান্তি ধাম ।

বে জন কাতর প্রাণে-ভাকে সত্য সনাতন !
তুমি-তার প্রাণে এসে দাও ভক্ত মনন !
ইহ পরলোক তুমি, আত্মার আশ্রয় তুমি
পানের হে শ্রিয়তম ! তুমি সার নিত্যধন,
অনন্ত জীবন পথে তুমি সত্য নারায়ণ !

১১

তোমার ঐশ্বর্য-চরিত্র-দীপি এই দেহ-প্রাণ,
সুখে হৃৎবে চিত্তবিন থাক তুমি-বর্তমান ।
বিশ্বাস নরনে হরি, ভব-রূপা স্পর্শ করি
বিপদ-হৃদ্বিনে নাথ ! কর তুমি শান্তি-ধান,
হৃৎ-তাপী পাপী জনে এত দয়া ভগবান ।

১২

প্রাণের পরম নিধি কেড়ে নিলে দয়াময়,
এত দিনে পূর্ণ হ'ল তোমার ইচ্ছার জয় ।
তুমি তারে বিদ্যা ছিলে, তুমি তারে তুলে
নিলে,

সংসারে ছুটিয়া থাকে স্বর্গের সুহৃদমণ্ডল,
পুনঃ তারে নিয়ে বিদ্যা কর স্বর্গ-শোভাময় ।

১ এই কথা তাহার আত্মোক্তের মত দীর্ঘকাল পিতা মাতার নিকট হইতে বহু দুঃখে
বিদায়িল। ভগবানের অপেক্ষা কৃপায় সম্পূর্ণ হইয়া পরমানন্দে পিতামাতার নিকট আসিতে
ছিল; পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ ব্যাধি বিহৃতিকা রোগাক্রান্ত হইয়া পিতামাতাকে শোক লাগয়ে ভাসাইয়া পশ্চি-
মবোই অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে ।

বিশ্ব-বিজ্ঞানায়ের পরীক্ষার ফল ।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ।

প্রথম বিভাগ ।

বানাজি গ্রেগ শাস্ত্রাবলা ডাওসেশন স্কুল	বহু অমিয়া	লরেটো হাউস ।
ডক্টিমতী	ডিক্টোরিয়া স্কুল ।	
প্রতিভা	ডাওসেশন স্কুল ।	
সত্যপ্রিয়	ব্রাহ্মণালিকা বিজ্ঞানয় ।	
ডট্টাচার্য্য চারুপ্রভা	ডাওসেশন স্কুল ।	
চন্দ্র সুনীতি বাল্য	ঢাকা এডেন স্কুল ।	
চট্টোপাধ্যায় এলা রমলা	ডাওসেশন স্কুল ।	
চৌধুরী পুষ্পলতা	প্রাইভেট ।	
কাম প্রজ্ঞা	বেথুন স্কুল ।	
দাস গুপ্তা তরুণতা		
চন্দ্রা হৃদয়লতা		
হৃদয়লতা		
গুপ্তা সুনীতি বাল্য	ঢাকা এডেন স্কুল ।	
খান্দারী আশালতা	বরমনসিঃ হাই স্কুল ।	
ইন্দুলেখা	বেথুন স্কুল ।	
মুখার্জি রেণুকা		
মোঃজলন্ সাঈল	লরেটো হাউস	
নাগ শান্তিময়ী	প্রাইভেট চার্জ ।	
নিখোণী সুরবালা	বরমনসিঃ বিজ্ঞানময়ী স্কুল	
রায় লীলা	ঢাকা এডেন স্কুল ।	
প্রতিভা	বেথুন স্কুল ।	
রায়চৌধুরী মণিকা	ডাওসেশন স্কুল ।	
রায় লীলা		
মণিকা		
মণিকা		

সাক্ষাৎ চপলা	প্রাইভেট ।
সরকার বীণোদিনি, মহামাণী স্কুল বার্কিলিং	সেন গুপ্তা সুনীতি ডাওসেশন স্কুল ।
দ্বিতীয় বিভাগ ।	
বন্দোপাধ্যায় বিভা ব্রাহ্মণালিকা বিজ্ঞানয় ।	
সেতালিকা	
বহু স্কোলেস সরসী বাল্য এল, এম, এল,	গার্ল'স স্কুল ।
আইতি ইন্দুবালা	
সুধিমা	প্রাইভেট ।
ভারতী সুনীতি	
বিজ্ঞান মুখার্জিনী ইউ, এক. সি. হাই স্কুল ।	
মেহনতা	গার্ডেন মেমোরিয়াল ।
চন্দ্রবর্তী গঙ্গা কুমারী	
সুখাম্বী	প্রাইভেট ।
নর শান্তিলতা	ঢাকা এডেন ।
দেবী কনককামিনী	প্রাইভেট ।
সুহ লাবণ্যপ্রভা	গার্ডেন মেমোরিয়াল ।
গুপ্তা অরুণা	লরেটো হাউস ।
বৈজ্ঞের কুমলতা	প্রাইভেট ।
মহাতি ইন্দুবর্তী	গার্ডেন মেমোরিয়াল ।
মণল মণিপ্রভা	ডাওসেশন স্কুল ।
লবঙ্গলতা	গার্ডেন মেমোরিয়াল ।
নাগ শ্রীতিময়ী	প্রাইভেট চার্জ ।
রায় প্রতিভা	ছোটনাগপুর হাই গার্ল'স
	স্কুল ।
সরকার সত্যোদিনি ইউ, এক. সি. হাই স্কুল	

মহাশয় পণ্ডিত ও কলকিত্তা হস্তভাগিনী
 দিগের গর্ভস্থ সন্তান রক্ষার জন্য নববীণে
 "নিতানন্দ মাতৃমন্দির" নামে একটি মন্দির
 প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । এই মন্দিরের
 কার্য্য বাহ্যতে জ্যেষ্ঠ রূপে সম্পন্ন হইবে
 তাহার জন্য ব্যাক্সট্রেট মিঃ এস,
 সি মুখার্জির সভাপতিত্বে একটি

কর্তব্যাবধারণ-সভার অধিবেশন হইয়া
 গিয়াছে ।

সূতার কাপড়ে চিতা পড়িলে পরিষ্কার
 করিবার উপায়—দেড় আউন্স ক্লোরাইড
 অফ্‌ লাইম প্রায় তিন পোয়া গমে জলে
 মিশ্রিত করিয়া ঐ চিতা ধরা স্থান শুণি
 তাহাতে ডুবাইয়া রাখিয়া একটু পরে নীতল
 জলে কাচিয়া লইলেই উহা ঠিকিরা যায় ।

বায়ারচনা ।

বয়বরণ ।

উবার আলোক বসে,
 পূর্ব তরার খুলি,
 মুছে দিল বসন্তে বাধা পুরাতন,
 নবীন কিত্তি রাশি,
 আকাশের পাথে মাঝি,
 উজ্জল করিল যোর জ্বর কানন ।
 চন্দ্রক-কেতকী-বলে,
 নীতল সুরতি যায়,
 মধুগন্ধে করি পূর্ণ আবার গগন ।
 আবার শ্রবীণ আলি,
 কুমুমে সাজায়ে ডালি,
 এস নববর্ষ বরে করিগো বরণ ॥
 তোমার পরশে পুনঃ,
 পাইয়া চেতন। কিরি,
 ঘরে ঘরে জেগে উঠে নবীন পরাগ ।
 কত উৎস আগে স্বরে,
 আশায় তরঙ্গ ভরে,
 সদা অনুকূল পথে করিতে গ্রহণ ।
 তোমার অস্তর বাণী

প্রতি গোণে লাগ আনি,
 বহাগ লকল করে উৎসাহ তুফান ।
 শিকা দাগ, বীকা দাগ,
 কর্ণেতে মতি জাগাগ
 হাতে ধরি তুলি দাগ উন্নতি গোপান ॥
 বিশ্বাস স্তবতি বল,
 প্রীতি প্রেম নিরমল,
 গৌণে দাগ স্বপ্নের প্রতি স্তরে স্তরে ।
 মুখে দাগ আদিলতা,
 মুখে বাক্‌ অমিলতা,
 কুলে বাই পুরাতন তর তাবনায়ে ॥
 শুভ পাশ নব বর্ষ,
 শুভি তরে ঢালি অর্ঘ্য,
 যতনে বরিষে সব প্রতি বরে বরে ।
 কর কর আশীর্বাদ,
 মুছে বাক্‌ অবসাদ,
 বাজুক নবীন বীণা সবার অন্তরে ॥
 সুনীতি ভাঙ্গড়ী, কেশব ধাম
 বেনারস ।

কাণ্ডাগারাক্ষা।

(ইংরাজি হইতে অনুবাদিত)

১

অলপ্ত অৰ্ণবদানে বাণক বণ্ডায়মান
করিয়াছে দেখা হ'তে অস্ত্র সবে অস্ত্রদান
রূপপোত-ভয়-অংশ ধ্বংস করি হত্যামন
শব রাশি বহি করে শিত পাশে আসমন
তথাপি নিতীক শিত দাড়ারে প্রদত্ত ভাবে,
যটিকা সমিতে যেন জনম তাহার ভবে,
বীরের শোণিত তার সঙ্গদেহে প্রেযাঙ্কিত
মুষ্টিমান গর্জ বেন শিতরূপে বিরাজিত

২

ক্রত বেগে অগ্নি-রাশি নিকটে আসিছে

তবু

পিতার আদেশ বিনা পে নাহি সরিবে

কত,

কিন্তু জনকের শর প্রবণে মা গলে আর,
তুণ্ডিত অবসর সুত কলেবর তাঁর।
কহে শিত জনকের উচ্চ করি সোধোদন,
“বল পিতঃ! কার্য যোর হইল কি

সম্পাদন ?

না জানিল পিতা তার মুক্তামুখে নিশ্চিত,
জনকের তরে তিনি আর নন উচাটিত।

৩

সোধোদি জনকে শিত পুনঃ কহে উচ্চৈঃস্বরে
“পারি কি ঘাইতে আমি, বল পিতঃ! বল
যোরে।”

আগ্নের অস্ত্রের ধ্বনি তাহারে উত্তর দিল,
ক্রতবেগে অগ্নি রাশি পড়ারে কাছে আসিল
অলপ্ত অগ্নির শাস স্পর্শিল ললাট দেশ;
স্পর্শিল তরঙ্গায়িত কৃত্রিম হৃৎকণ্ঠ দেশ;
তথাপি সাহসী শিত বিচলিত হইল নৈন।
হইল হত্যামন তাহে সেই হলো দাড়াইয়ে।

৪

একবার মাত্র আর সোধোদি শিতায় বলে,
“বল পিতঃ! এখনও কি রব আমি এই
বলে ?

বাবাম * ও রঙ্গারসি অভিক্রমি তার পাশে
দুর্গামান অগ্নিরাশি ক্রত বেগে খেয়ে আসে
বেষ্টিল তরলী দীপ্ত উজ্জ্বল বৈশ্বানর
আক্রমে পতাকা উঠি উর্দ্ধ হৈতে উর্দ্ধতর
উজল অনল-স্রোত শিতদেহ আবরিণ
পতাকা সদৃশ শিখা নভবল আচ্ছাদিল।

৫

দীর্ঘ হইল তরী বহুনিমিত্তের প্রায়
সেই বীর বাণকের কি দশা হইল হার!
কি দশা হইল তার জ্ঞান তুমি প্রেতজন
করিলে সেকালে তুমি শিঙ্গুল অলোড়ন
মাতুল পতাকা আদি বা'ছিল অৰ্ণবদানে
নিক্ষেপিয়া সে সকল ব্যতিনিধি পরিধানে,
বহু বস্তু হইল নষ্ট, সকলের শ্রেষ্ঠতম
শিতর সে ক্ষুদ্র হিয়া ছিল অতি নিকশম।

সুখীতির আশীর্বাদ।

আধারে আলোক ময় অশান্ত জ্বরে প্রীতি
আর অত কাছে আর,
ভুত বেলা বহে যায়,
বুকে বরে ছুনি তোরে লহে পূর্ণ বৃতি।
সাক হ'ল বালা খেলা উষার আলোক।
জীবনের সব পাতে,
আরক্তিম সুপ্রভাতে,
দেখা দিল প্রেম রশ্মি ছুটিয়া পূর্ণকে।
ক মক-দুয়ার খুলি আনন্দে জননী।
নন্দন কানন হ'তে,
পারিতোষ মালা গৌণে,
দেবী তব আসিছেন উজলি অবনী।
সেহেয় বসন্তী মোর ওগো কৃশাঙ্গিনী।
পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা,
তক্তি নহ বিকৃষিতা,
অনবচ্ছাদিত মৃত্যুশক্তি ওগো জুলাঙ্গিনী।
পাতিয়া অকল খানি আজি সে চরণে।
মাথা পাতি লহ দান,
জীবনের সুস্বাদন,
সুখ শান্তি অনাবিল প্রেমের দিলনে।
দুর্গা ধান সুলক্ষণ চিহ্ন কল্যাণের।
তাই দিবে হুট মনে,
দিবে তোরে বরাননে,
মহাপুত্র আশীর্বাদ সারা জীবনের।
বাৎস সংসারে হবে হবে সুখময়ী।
সুখ দেখাবে তোরে,
ইহ পর কাল তরে,
এই আশীর্বাদ বাছা প্রতি পদে জয়ী।

সর্ব মঙ্গল পূর্ণ। এই দুর্গা ধান।
কায় বাক্য নিবে,
রেখো রানী আরাধিত,
ইচ্ছাতেই ত্রি ঐবর্ষা ইচ্ছাতেই মান।
সংসারের দুর্লভ বাহা বাঞ্ছিত নারীত।
এ আশীষ বর নিতা,
মল্লারাম হবে চিত্র,
জান হর্ষে বিদ্যা ধনে আলয় লক্ষীত।
সারা জীবনের বল এই আশীর্বাদ।
এব তাতা সম হ'য়ে,
লহে দাবে লক্ষা ধরে,
পূরবে আকাঙ্ক্ষা তব দিটাইবে সাধ।
মাতা শিতা যে প্রবাসে, এ অনেক মাত
বড় বেড় ছোট নামা,
ভক্তি দেয় অমূল্যমা,
দাদা দিদি ভাই বোন কুলের সমাজ।
এই সুখ সম্মিলনে তাতা কেন দূরে।
আর কত পড়ে মনে,
ভালে অক্ষ নেত্র কোণে,
তোর এই পুত্রভারে রবে কেন লবে।
আছে আছে সব আছে ব, ব, আগনে।
আমাদের কুত্র দৃষ্টি,
পাঠনা দেখিতে স্কটি,
বিধাতা রচিত কুত্র কল কাননে।
বে দেখার আছে বলে কর বর দান।
সুখীতি কল্যাণী মেয়ে,
স্বাক্ষর আশীষ দিচ্ছে
বৃক্কের তিতরে বার আছে যত টান।

তেলে দাও তেলে দাও আলকে দবাই । আর মা স্নানিতি রানী আর বৃন্দে লই ।
 কাকন হীরক রাশ, জুড়াব মরম আলো,
 অতুলা ইহার গাশ, হেয়ে অনন্দেহ বেলা,
 গোপন-গাঁকত ধন আছে বসত ভাই । ওত আশীর্ষকে তোর সবে বসত চাই ।
 প্রীমতী নিস্তারণী দেবী ।

ছুটি ফুল ।

কোন নন্দনের, পূণ্য ভূমি মাঝে,
 ছুটেছিল ছুটি ফুল ।
 দোরতে গোরনে, অতুলন যদি,
 কি দিন তা'বের তুল ॥

২

কি জানি কি পাপে, আলিল মর'ত
 পূণ্য স্বর্গ ছাড় হ'য়ে ।
 মম কবি বুঝে, ছুটিয়া হাসিল,
 সেই পূণ্য ছবি লয়ে ॥

৩

সংসার উত্তানে, এক বুকে যদি,
 ছুটেছিল ছুটি ফুল,
 মোহাগ বাতাসে, যুগল কুহুম
 করিত গোঁড়ন গুল ॥

৪

বতাবত রূপে, বতাবত গুণে,
 উজলি গংগার বাস ।
 সময়ে ছুটিল, গলে পরাইল,
 নব যারা নাগ পাশ ॥

৫

নাহি ছিল কোন, পাপ মলিনতা,
 হুঃব বাখা আলা হীন,

ভেবেছি মনে, শান্তির আলোকে,
 পড়ি রব চির দিন ॥

কিস্ত কে বুঝিবে, বিদ্যাতার বিদা,
 এ মর অগতে হার !
 ইচ্ছা বাহা তাঁর, অগত পুত্রিবে,
 কে পারে শত্রিতে তার !

শলর কটিকা, এল আচেনিতে,
 বারম্বা ভীষণ লাগ ।

সাধের উত্তান, ছিন্ন ভিন্ন করি,
 অগ্নয়ে হাসিল বাণ ॥

ওত নিয়মল, দোরভে অতুল,
 ছুটি ফুল অমরায় ।

কঠোর পীড়নে, নিপোড়িত করি,
 একটা ছিড়িল তার ॥

২

না ছুটিতে বাগ, না ছুটিতে হাস,
 কুহুম কোরক যদি,
 কালের শলর, নিখাস পবনে,
 ছুতলে পড়িল যদি,

১০ ছিল হুতা কুল, এক বুতে যত্রি, আমার জ্বর পরে । একটা ভাষায়, পড়িল খনিয়া কানের নিখাস করে ।	১২ কাল স্রোতে বাগা, ভেসে গেছে মম, আর না আসিবে কিরে । সেই স্রোতে ঘেন, এ পুত্র জীবন, ভেসে যায় পিছে বীরে ॥
১১ অন্ত কুল এবে, বিতক মলিন, নাহি সে লাগণা দায় । বড় বাধা তার, বাঝিয়াছে আগে, কেমনে বুঝিব তার ?	১৩ বড় কবি দায় ! আর কি ছুড়াবে ? তাই বাহা দায়ময় । ভাষারি ভাবনা, ভাবিতে ভাবিতে, হোক এ জীবন-লয় ॥

হেমাবিনী ।

চিত্র পরিচয় ।

সুবিখ্যাত কবি শ্রীমতী মানকুমারী বসু ।

কবি মানকুমারী বসুর নাম বঙ্গ সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত । ইনি ৬ কবি
মাস্টার্স মধুসূদন বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রী । গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার
ইহার গণিত "শুভ সাধনা" নামক পুস্তক ছাত্রীবিদের পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হইয়া-
ছিল, বর্তমান বর্ষে হাজি এবং ছাত্রী উভয়েরই পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
বিষয়ভাগের নির্ধারিত পুস্তক প্রণেত্রীবিদের মধ্যে আর কোন রমণীরই এরূপ
সম্মান লাভ ঘটনা উঠে নাই ।

বর্তমান সময়ে স্ত্রী শিক্ষার বেতন সুবিধা হইয়াছে ইনি যে সময় শিক্ষাসম্পন্ন করেন,
সে সময় এরূপ সুবিধা ছিল না । তিনি নিজের চেষ্টায় অন্তঃপুর উন্নতি লাভ করিয়াছেন ।
একজন হিন্দু বিধবা রমণীর পক্ষে এরূপ উন্নতি ও সম্মান লাভ অতি দীর্ঘকালের
বিষয় ও সকলের অশ্রুকার্য্য ।



ଅମୃତା ଲେଡିଜାଡିଜ ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

July, 1914

“ কন্যাশ্রেষ্ঠ দাননীয়া যিস্মখীয়াতিয়রনঃ । ”

কতকোণে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্ণীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, সি, এ, কর্তৃক প্রেরণিত।

৫২ বর্ষ। { আষাঢ়, ১৩২১। জুলাই, ১৯১৪। } ১০ম কল্প।
৬১১ সংখ্যা। { ৩৭ ভাগ।

হারকিউলিস।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পেটিকাৎক বস্ত্রখানি লাইকাসের হস্তে
বিধা দেয়ানীয়া বলিলেন, “আমার অহস্ত-
প্রতিষ্ঠা এই বসন খানি সব্বের লইয়া গিয়া
হারকিউলিসের হস্তে অর্পণ করিও।
বুদ্ধ-যবের ভক্ত-যখন তিনি দেবপুত্র
করিষেন তখন ইহা বেন অঙ্গে ধারণ
করেন। সাবধান, যত্র খানি কখনও
আবরণযুক্ত করিও না। পথিধানের
পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত বেন ভোক্তেভ্য ও অগ্নি-
তাপ হইতে ইহা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।
আর এই অঙ্গুরীয়া লইয়া যাও—তাহা
হটলে ইহা কাহার উপহার তাহা বুঝিতে
উহার বিলম্ব হইবে না।” আবেল-
পালনের অধীকার করিয়া লাইকাস
চলিয়া গেলেন।

স্বপ্নকাল পরে দেয়ানীয়া সন্নিধীগণের
নিকটে কিরিয়া আগিলেন। উহার

বিবর্ণ মুখমণ্ডল, রক্তহীন গঠাধর ও
ভরাঙ্গুল চক্ষু দেখিয়া সকলেই বিস্মিত
হইল। শুষ্ক, অলিত কণ্ঠে রানী বলিতে
লাগিলেন—“আমি কি করিয়াছি!
Nessusএর শোণিতপ্রতিষ্ঠা বসনখানি
হইতে অলিত করেকটি হস্ত যোন্তে পড়িয়া-
ছিল। এখনই দেখিলাম হস্ত করটি
অগ্নিগা উত্তীর্ণা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর
সেই বানের ত্রুটি হইতে কেনা উঠিতেছে।
কি ভয়ানক! আমার স্বামীর বেহে
ইহার ফল না জানি কি হইবে! এখন
আমার মনে হইতেছে যে, ঐদণ্ডটিকে
আলোক ও উত্তাপের মুখ হইতে দূরে
রাখিতে Nessus আমাকে বারংবার
বলিয়া দিরাছিল। হায়, কি
হইবে—আমি কি করি? কিন্তু
তোমরা নিশ্চয় জানিও যে ইহাতে হার-

কিউলিসের যদি কোন অনিষ্ট হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া দীর্ঘকাল আমিও এখানে থাকিব না।”

দেওয়ানীয়ার অস্তরের আশঙ্কা কার্যে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। প্রাসাদ-নিখরে দাঁড়াইয়া ব্যাকুলচিত্তে তিনি প্রীতি মুহূর্ত্তে সঙ্গনাশেও প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। সদুস্ত্রে দিক হইতে ঘণ্ডিত অশ-পদের স্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল। স্পন্দিত বক্ষে নীচে নামিয়া আসিয়াই তিনি পুষের সাক্ষাৎ পাইলেন। আলাপূর্ণ চুটি মাতার মুখে রাখিয়া সুবক তিত্তকণ্ঠে কহিলেন—‘মা! তুমি যদি আমার মা না হইতে’—‘বাসবৎ’ বরে জননী বলিলেন—‘হায়, বৎস! আমি কি করিয়াছি?’

“কিছুই না—তুমি আমার পিতাকে হত্যা করিয়াছ!” স্পন্দহীন দেওয়ানীয়া পূর্ববর্ণিত ঘটনা শুনিয়া বাইতে গাঙ্গিলেন।—পূজাবোধীর সন্মুখে বসন্তমান হার-কিউলিসের নিকটে কেমন করিয়া লাইকাস দেওয়ানীয়া প্রথম যাত্রায়ক উপহার লইয়া উপস্থিত হইল। হারকিউলিস কেমন আনন্দে পত্নীর নিপুণ হৃদি-রচিত বস্ত্রখানি অঙ্গে পরিয়া পূজার রত হইলেন। তাহার পর ক্রমে হোমনিবার তাণে হাইদ্রার বিব অগ্নি উষ্ণ। কি ভীষণ অগ্নি—অপরিসীম বস্ত্রণ! ক্রমে কীপ্তপ্রায় বীর লাইকাসকে নিকটে আন্বন করিলেন এবং ক্রোধে অন্ধ হইয়া পর্ত্তনিকর হইতে অত্যাগাকে তুমিতলে নিক্ষেপ করিলেন।

পুত্র Hyllus বলিলেন—‘জীবিত বা মৃত অশ্বার হটক, নীরই তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি তুমি পতি-যাত্রিনী নও তুমি পৃথিবীর মহত্তম বীরের হত্যাকারিণী!’

বাকাহারা দেওয়ানীয়ার এক সহচাৰিণী বলিলেন—‘হায়, মহাযাগি, আপনি কেন চূপ করিয়া রহিয়াছেন? এইরূপ নীরব থাক। যে, জগৎসমক্ষে আপনার কলিত অপরাধকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছে!’

কিন্তু জগৎ কি বলিবে না বলিবে তাহাতে এখন তাঁহার কি ক্ষতিবৃদ্ধি? তাঁহার অন্তরে যে অগ্নি অগ্নি উষ্ণিছে তাহার নিকটে স্ততি-নিদা তুচ্ছ! বিদ্রাব-থেপে রাণী সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

ক্ষণকাল পরে কি তাবিয়া তিনি নির্জনে কাণ্ডবাস্ত পুষের সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্র সুখ তুলিল না—সে মুখে কোমলতার লেপন্য ছিল না! রাণী ভগ্ন-জবরে কিরিয়া বীরে বীরে হারকিউলিসের শরন-বন্ধিতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে শয্যার উপরে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন—‘বিদার—বিদার—আমার বিবাহিত জীবনের আনন্দ-নিকেন্তন—আমার বর্গ-জ্বের পুণ্যভূমি—অভাগিনী চিরবিদার লইতেছে!’ শাপিত ছুরিকা দেওয়ানীয়ার বক্ষে আবুল বিদ্ধ হইল।...

এতকণে পরিচায়িকার নিকটে সকল কথা শুনিয়া Hyllus ছুটিয়া মাতার

নিকটে আসিলেন। কিন্তু হার, তিনি বড় বিলম্বে আসিয়াছেন। বৃকে পড়িয়া মাতার রক্তহীন বিষণ্ণ মুখ খানি চুপনে আচ্ছন্ন করিয়া পুত্র বলিতে লাগিলেন—‘মা গো, মা আমার! আমিই তোমাকে হত্যা করিয়াছি! আমারই নির্ধূর বাক্য শাপিত ছুরিকা হইয়া তোমার বক্ষের রক্তপান করিয়াছে! এখন আমি শিক্তহীন ও মাতৃহীন—কিন্তু আমার নিমেষরই দোষে আমি তোমাকে হারাইলাম।’...

আট জন বীর পুরুষ বীরশ্রেষ্ঠ হারকিউলিসের দেহ সসম্মুখে বহিয়া আনিয়া স্তম্ভর্ণণে লম্বাঘ্র স্থাপন করিলেন। উত্তির, জন্মেরে প্রাণপণ বহু সঙ্কেত সামান্য আন্দোলনের অগত বরণ্য বিত্তন হইয়া উঠিল। যে বীরের বাহুবলের সমক্ষে সহস্র শত্রুর দর্প নিমেষে চূর্ণ হইয়া বাইত, তিনিই আজ শিক্তর স্তার লম্বাঘ্র লুটাইয়া অসহায়েত মত অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন! আত্মবরে হারকিউলিস বলিলেন—‘গ্রীকগণ, তোমাদের অস্ত্র কঠোর সবে আমি জীবনান্তিপাত করিয়াছি। এখন আমার অস্ত্র তোমরা একটি কার্য্য কর। বেধনার তুঙ্গ অপদার্থ এই মাংসপিণ্ডকে অগ্নি বা তরবারির সাহায্যে শেথ করিয়া দাও—সকল ব তনার অবসান হইবে!’

লম্বাঘ্রলে নতবাহু হইয়া বসিয়া Hyllus শিক্তর লগাটের বাতনার বেধ-বিশু মুছিয়া দিতেছিল। একটু শান্ত হইয়া হারকিউলিস তাঁহাকে বলিলেন—
—‘বেধ, বৎস, কর্ণাক্রান্ত বিধেব বা

Eurysthes এর রোষ বাহ্যকে নত করিতে পারে নাই, আজ এক দুর্কল্য রমণীর দুঃখভিত্তিক কলে সে কেমন ধূলি-লুপ্তিত। তুমি আমার উপলুক্ত সন্তান কিনা এবার তাহার পরীক্ষা হইবে। সেই অতিশয় রমণীকে আনিয়া একবার আমার হস্তে গদান কর। আমার বেধ-মনকে সে এমনি করিয়া অপরার্থ করিয়া দিয়াছে যে, আমি বালিকার স্তার ক্রন্দন করিয়াছি!’ প্রাচীর আশ্রয় উত্তোলন করিয়া বীরবর বলিতে লাগিলেন—‘বেধ তাহার হস্তের কীর্তি! আমার দর্পসংহ দড়, সকল দর্প, সকল পক্তি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে এই কাজ করিয়াছে সে বুঝিবে যে, এই মুহূর্ত্ত বাহুবলও কত পক্তি ধরে!’

বীরে Hyllus বলিলেন—‘হার, আপনার প্রীতি অত্যধিক জালবাসা = ইহাই তাহার একমাত্র অপরাধ!’ হারকিউলিসের জ্বর কুঞ্চিত দেখিয়া Hyllus বলিতে লাগিলেন—‘না—আমার কথা আগে শুনুন—তিনি এখন আপনার কোথের অতীত স্থানে পৌছিয়াছেন।’

‘তুমি কি বলিতেছ?’

Hyl.—‘এক ঘণ্টা পূর্বে আমার মুখে দর্পনাশের বার্তা শুনিয়া তিনি যথেষ্ট আপনার প্রাণ বিনাশ করিয়াছেন। আপনার সে উপহার তিনি নির্মূল্যভিত্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, হংস দ্বারা আপনাকে

চিত্র প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন। ইহা Nessus এর হৃদয়ঙ্গমকৃত—“ এই নীচ তনুটাই হারকিউলিস আত্মকর্মে বিলাপ করিয়া উঠিলেন—

“বহুদিন পূর্বে দেববানী হইয়াছিল যে, মৃতের হস্ত আমার মৃত্যু ধরিবে—তাহা পূর্ণ হইল। আমি মূগের বশে ধেবিত্ত-হিলাম! তাবিত্তেহিলাম যে, অতি দীর্ঘ-কালবাপী সংগ্রামের অবসানে শাস্তির দিন আসিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, সমাধিস্থ তিন্ন আমার সংগ্রামের অবসান নাই।”

দীর্ঘকাল গভীর দৃষ্টি পূজের মূলে স্থাপন করিয়া হারকিউলিস বলিলেন— ‘বৎস, আমার হস্তে তোমার হাত রাখ।’ Hyllus পিতার হস্ত গ্রহণ করিলেন।— “এখন শপথ কর আমার আদেশ প্রতি-পালন করিবে।”

কণেক বিদ্যা করিয়া Hyllus বলিলেন— “শপথ করিলাম।”

“Oeta পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরদেশে তোমার পরিচিত ?”

Hy —“বহুবাব সে স্থানে। পূজার নৈবেদ্য অর্পণ করিতে গিয়াছি।”

হার—“সেই স্থানে এই বেহেবধন করিয়া নইয়া বাইতে হইবে। তৎপরে সজ্জিত-চিতাবণে আমার দেহ স্থাপন করিয়া তোমাকে বহুস্তে তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হইবে। এ ভীষণ দৃশ্যিত ক্ষত হইতে উদ্ধারপাতের আর উপায় নাই।”

এই শুকতর আদেশে Hyllus স্তম্ভিত

হইয়া পড়িলেন। তিনি কিরূপে ইহা পালন করিবেন? ইহা যে শিক্ত বস্তার স্তরে। অবশেষে পিতার একান্ত অনুরোধে তিনি সন্মত হইলেন। কিন্তু আপন হস্তে চিতাব অগ্নি-প্রদান-রূপ কঠোর কার্য হইতে মুক্তি চাহিয়া লইলেন।

হারকিউলিস বলিলেন—“আর একটি কর্তব্যভার তোমার উপরে অর্পণ করিতেছি। রাজকুমারী Iolo কে তুমি জান ?”

Hyllus চমকিত হইলেন।

—“তবে পোন,—আমার পুত্রবধু করিবার স্ত্রী তাহাকে আমি জানিতে-হিলাম। তাহাতেই সকল অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু সেই স্ত্রী তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সচুচিত হইত না। মনে রাখিও যে, তোমার মমুর্ পিতার অন্তরের একান্ত কামনা যে, তোমরা দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হও। আমার কথা কি তুমিতেছ ?”

Hyllus বলিলেন—“পিতা, যে আমার পিতা ও হাতীর মৃত্যুর কারণ তাহাকে আমি পত্নীকে বরণ করিব কিরূপে ?”

“আমার আদেশকে তুমি সন্মান করিবে না ?”

মমুর্কে আর উত্তেজিত করিতে ভীত হইয়া Hyllus অনিচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন।

বীরবর ফাইলকুটিঙ্গ হারকিউলিসের চিতাব অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন ।

কিণ্ডারগার্টেন কি ?

কিণ্ডারগার্টেন একটা লক্ষণভাবার কথা । উহার বিস্তারিত অর্থ—ক্রীড়া ও সামান্য বস্ত্র দ্বারা শিশুকে কাজ ও জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া । লক্ষণীয়ভাবে এই শিক্ষার প্রথা পণ্ডিত ফ্রোবেল প্রথম প্রচার করেন, সেজন্য পৃথিবীর সর্বত্রই এই প্রকার শিক্ষার স্মৃতিস্তম্ভ এই নামে প্রচলিত । প্রুৎকের বিবরণ, আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত একটীও কিণ্ডারগার্টেন ছিল না, তাহার কারণ এই যে ভারতীয় শিশু-মাতাগণ এখনও এই মহৎ শিক্ষার উপকার সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নহেন । সেজন্য তাহা-দিগকে এই শিক্ষার দ্বারা ও উহার কতক স্কুলে প্রচালায় বৃদ্ধাইতে চেষ্টা করিব ।

মাঘের সপ্তম ও অষ্টম গান ও গার্হস্থ্য খেলার মধ্যে শিশুর তিন বৎসর কাটিয়া যায় । পরে চারি বৎসরে পা দিবার সময় হইতে তাহাকে কিণ্ডারগার্টেনে পাঠান কর্তব্য ।

নিম্নলিখিত ভাবে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা দেওয়া হয় ।

১

শিক্ষয়িত্রী হাতে দুইটী কিনিব ধরিয়া আছেন, এই দুইটী দেখিতে এক প্রকার হইলেও পরস্পর হইতে বিভিন্ন ।

একটী গোলা রবায়ের ও নরম, আর একটী কাঠের ও শক্ত । শিশুগণ পূর্বে উহার সংকেত কিছু নিবিষ্টাছিল, কিন্তু

এখন তাহারা আর এক নূতন ভাবে উহা দেখে, উহা দ্বারা গোলকাকার বস্তু ও লম্বাকার গড়ান গতি তাহাদের মনে বসিয়া যায় । উহারের বিভিন্নতাও তাহারী নিখে,—একটী নরম ও হালকা বিনামূল্যে মেজের উপর গড়াবে, অপরটী কঠিন ও ভারী, লাকাইয়া লাকাইয়া চলে । শিক্ষয়িত্রী একে একে সকল শিশুকে কাছে ডাকিয়া গোলা দেখান, পরে তাহা-দিগকে চোকে বুঝাইতে বলেন ও প্রত্যেকের হাতে ক্রমে ক্রমে দুইটী গোলা দিয়া উহার কোনটী কিরূপে সজ্জাসা করেন । তাহা-দিগকে না দেখিয়া স্পর্শের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গোলা নির্ণয় করে । পরে কেউও পর অপরটী তিনি ঘাটিতে ফেলিয়া দেন, শব্দ দ্বারা শিশুও উহার কোনটী কিরূপে বিনয় করে । এইরূপে অস্ত্রজ ইঞ্জিনের চালনার মত আরও অনেক প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয় । আর শিশুগণ সকলে অতি আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উহাতে যোগ দেয় ।

ঐরূপে আকার শিক্ষার পর তাহাদের নিজে কাজ করিবার সময় আসে । সূত্র সূত্র শিশুগুলি তাহাদের বাড়ী বা শোল ইত্যাদি নির্মাণের কয় দ্বারা ও অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা কাঠের দ্বারা ঘর-বাড়ী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করে । প্রথমে তাহা-দিগকে অতি সরল প্রথা মতে শিক্ষা দেওয়া হয় । বেশলাইয়ের মত কাঠের ছোট ছোট

ছুরা দ্বারা তাহার নানা রকমের বর-
ষাড়া প্রস্তুত করে। উহা দ্বারা শিশুগণ
দেখা ও বাক্য রেখা প্রকৃতি জ্ঞানমিত্ত
রেখা সকল টানিতে শিখে। তাহার
নিজেরা বাহা প্রস্তুত করে, নিজ নিজ
করনামুদারে তাহার নাম দেয়, সেই
কারণে উহাতে তাহাদের কোন ভুল
খটবার সম্ভাবনা নাই। তাহার আশ্র-
সাহায্যে বহা করনা ও নির্মাণ করে,
তাহা কখন ভুলিষ্ট বার না। এই সকল
কাটাধিয়ারা বাড়ী ঘর নির্মাণের শিক্ষা-
এথাকে “অকশাস্রধারা” বলে। তাহা
বাতিত জীবন্তধারা ও সৌন্দর্যধারা নামে
আর দুইটা দ্বারা আছে, তাহা শিশু অঙ্ক-
ধারার পূর্বে শিক্ষা পায়। প্রথমটীর
দ্বারা শিশু বস শির ও স্বাভাবিক দ্রব্য
হটতে নির্মাণ করিতে শিখে, আর
শেষেরটীর দ্বারা শিশু সকল দ্রব্য অতি
সুন্দর ও সুস্থলরূপে সাজাইতে ও
গড়িতে শিখে।

২

সর্গাপেক্ষা ছোট ছেলেরা অতি সরল
নির্মাণ-দ্রব্য লইয়া আরম্ভ করে। একটা
বাক্সে একটা বড় কিউব আটখানা
ছোট ছোট কিউবে বিভক্ত। শিশু তাহা
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শিকরজীর আদেশ মত
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুঙ্খ করিয়া রাখে ও
সাজায়। উহা দ্বারা তাহাদের সংখ্যা-
জ্ঞান হয় ও ছোট বড় দ্রব্যের তুলনা
দ্বারা পরিমাণ নক্তি জন্মে।

অত্যন্তবয়স্ক শিশুগণ বালির বস প্রস্তুত,

মাটি খোঁড়া প্রকৃতি তাহাদের আনন্দ-
দায়ক সরল কাজে ও ক্রীড়ার শিকিত
হয়।

কাচের মালা-গাঁথা, কাগজের বাস
প্রস্তুত করা, তুলা বাচা, পুতুল গঠন করা,
পুতুণের বিছানা প্রস্তুত করা প্রকৃতি
লানাপ্রকার ছোট ছোট কাজে তাহার
খেলার সঙ্গে শিক্ষাগাত্ত করে। সংক্ষেপে,
ইহা দ্বারা তাহাদের স্বাভাবিক ও স্বাধীন
করনা এবং বৃত্তি সমুদায়ের পুষ্টির জন্য
প্রচুর সুবিধা দেওয়া হয়। উহা দ্বারা
শিক্ষারী বালক বালিকাদিগের মনের
ভাব বিশেষরূপে বুঝিয়া তাহাদিগকে
তাহাদের উপযুক্ত কাজে নিযুক্ত করেন।

তার পর একটা ছোট নাটকের
অভিনয় দ্বারা খেলা করা হয়। কয়েক
জন শিশু উহা অভিনয় (act) করে,
আর অবশিষ্টেরা গান গায়। দুইজন
চতুর বালক রাজা ও বোড়া নামে, দুই
জন বালিকা সরাই কর্মী ও তাহার পরি-
চারিকা হইয়া একটা কোণে বেন সরাইয়ে
বসিয়া থাকে। দুইজন কামার ও তাহার
সঙ্গী হয়ে আর এক কোণে বসে।
দ্বারবান গোলাকার বেড়ার মধ্যে
থাকে, দুইজন লম্বা ছেলে দরজা হয়ে
দাঁড়ায়, আর দুইজন আত্মা বলে কাজ
করে। রাজা বোড়ার চড়িয়া আস্তে আস্তে
বেড়াইতে যায়। আর সকল ছেলে
ঐ বিষয়ে একটি সরল পান সাহিবা উঠে।
কিন্তু অল্পক্ষণ পরে রাজা ও বোড়া উভয়েই
স্বার্থ হওয়াতে, রাজা সরাইয়ের দিকে

ঘোড়া ফিরাই, এবং দরাইকজী ও তাহার
পরিচারিকা দুইজনে রাক্ষসকে অভ্যর্থনা
করিয়া তাহাদিগকে অল ও খাবার দেয়।
ছেলেগা আবার গান গাহিয়া উঠে।

"হো হো রাক্ষা-মশার তোমার ঘোড়া বড়
ঘীর,

অতি আস্তে চলিলে পর হয়ে যাবে ক্রান্ত।
প্রথম তুমি সরাইবে নেমে খাত ঘুম ক্ষীর,
দ্বিত তোমার ঘোড়াকেও ঘাস খড়, পাহ।
তার পর রাক্ষা মশার, আবার তুমি বেগ।

ঘাইতে ঘাইতে ঘোড়া ধামিলে পর
ছেলেগা আবার গাহিয়া উঠে।

"হো হো রাক্ষা তোমার ঘোড়া যেতে চাওয়া,
এর ক্ষুরের লাগ ভেঙেছে, কামারের

দোকান কাছে,
তিনটে পেরেক ঠিক হবে—আসে আর
পাছে।

কামার এসে তাড়াতাড়ি লাগ বাধিরে
দেয়;

হো হো রাক্ষা তুমি আবার বেতে পার।

রাক্ষা আবার ঘোড়ার উত্তীর্ণা কিছুকণ
পরে বাড়ীতে পৌছাইলে ছেলেগা আবার
পার—

"হো হো রাক্ষা মশার ঘোড়া থেকে নাম,
সইস তোমার ঘোড়া নিয়ে আত্মাঘল
যাক্।

এখন তোমার বিকাল বেলার বেড়ান হল
শেষ,

ছেলেগের অস্তে তুমি কি কিছু এনেছ।

হাঁ ইঁদ্য ভাল ভাল কত জিনিষ আছে।

ছেলেগা তোমার পাশে আনন্দেতে নাচে।

এরূপ গানের মধ্যে রাক্ষা ঘোড়া থেকে
নামেন ও সইসকে ঘোড়া নিয়ে শিতদগকে
কাড়ে ডাকিয়া তাহাবিগকে সকল জিনিষ
তাপ করিয়া দেন। এই ও খেলার শেষ,
কিন্তু অস্তান্ত সকল শিতরা বাহাতে ঐ
খেলার বোগ দিতে পারে, সেজন্য ঐ
ক্রীড়া তিন চারিবার খেলা হয়।

তার পর কতকগুলি শিত গোলাকার
হইয়া একটা বন প্রকৃত করে। আর
কতকগুলি শিত পাখী হইয়া এদিক ওদিক
উড়িয়া বেড়ায়। ছেলেগা ছুটিতে ছুটিতে
হাত নাড়িয়া পাখীর ডানার অঙ্গুলর
করে। তাহারা যখন উড়িয়া ক্রান্ত হইয়া
পড়ে, তখন সকলে হাত দরখারি করিয়া
হাঁটু পাতিয়া বসিয়া পাখীর বাদ্য নকল
করে। আর পরস্পরের কাঁধের উপর
মাথা রাখিয়া নিশ্চয় ঘাইবার নকল করে।
ঐ সময়ে অস্তান্ত ছেলেগা আস্তে আস্তে
ঘুমানয় গান গায়। ক্রমে যেন হাত
পোছাইল পাখীরা ঘুম থেকে উত্তীর্ণা
আনন্দে আবার চারি দিকে উড়িতে
থাকে। সকল খেলাই শিতদের বাহ্যমের
অন্ত বার বার খেলা হয়।

তাহা ব্যতীত, ঐ সকল আনন্দনারক
ক্রীড়াতে শিতরা অপরিণীম উল্লাস আনন্দ
এবং স্বাবীনতা ভোগ করিলেও তারা
দুঃখের নিরমের মতে চলিতে বাধ্য হয়।
খেলা-ভঙ্গ বা বিশ্রাম যখন তখন করিবার
সাধ্য নাই। গোল হইয়া দাঁড়ান প্রকৃতি
কাছে বালক-বালিকারা পরীয়েক অতি
সোজা ও স্থির রাখিতে বাধ্য হয়।

সামাজ্য বাণ্য বা গানও জ্বলন্ত নিঃ-
 নেব মতে সন্নিহিত হইয়া থাকে। কেহ
 নিত্য ইচ্ছামিত খেলার যোগ বা ভক্ত
 দিতে পারে না। তির তির ক্রীড়ার
 অংশ নিশ্চিই শিশুদিগের হারায়ে সম্পন্ন
 হইয়া থাকে, আর অভ্যস্ততা, দৃঢ়ত্ব না
 তাহার শালা আসে, ততক্ষণ বীর ভাবে
 অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে
 তাহার কার্যক্ষমতার সঙ্গে নিম্ন, নিম্ন,
 নব্রতা, বশতা ও বিনয় প্রভৃতি গুণে
 অস্তিত্ব হয়। আর উহা হারায়ে অত্যন্ত
 গুণের পুষ্টি সাধন ও যোবের নিরাকরণও
 হইয়া থাকে। সকলের অপেক্ষা বড়
 ছেলেরা অতি ছোট শিশুদিগকে ক্রোধের
 সাহায্য করে এবং শিকারীকেও সকল
 প্রকারে শুদ্ধাইয়া রাখিতে সক্ষমতা
 করে। ক্ষমতার দ্বারা স্বার্থ লাভ করিবার
 ইচ্ছা কখনও প্রকাশ পায় না, কেননা,
 কিতারগাটেনে ছোট বড় সব সমান।
 কোন ছেলে দুর্বল বা ভীত হইলে তার
 অপেক্ষাকৃত বশিষ্ট সঙ্গীরা তাহাকে রক্ষা
 করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপে ঘন ও আহার অনেক মহৎ
 ফলনার উপর হয়। এই আনন্দময়
 জ্বলে ছেলেরা কখনও শান্তি বিহার
 চীত নাই। কিন্তু কেহ কোন বিষয়ে দুই
 বা এক ভয়ে হইলে তাহাকে ক্রীড়া
 হইতে বঞ্চিত রাখাই তাহার একমাত্র
 শাস্তি।

কিতারগাটেনের তির তির খেলা ও
 উহার উদ্দেশ্য আমি পাঠিকাদিগকে
 বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু নিজ
 চক্ষে না দেখিলে উহার মূল্য শিক্ষার ফল
 যোগ্যতা হওয়া দুর্ভব। খেলার স্তর
 গর সকলও তির তির। উদাহারা
 সাধারণতঃ স্বাভাবিক বিষয়ের, তির তির
 কালের, কিতারগাটেন পিকা ও নীতি
 জ্ঞান সম্বন্ধীয় ছোট ছোট কাজ ও জ্ঞানের
 কথা শিশুকে বলা ও শিখান হয়। তাহা
 ব্যতীত গুণ পাবীর গর, ঈশ্বরের কথা,
 বর্ষ শাস্ত্রের গর সকলও তাহাদের উপ-
 যোগী করিয়া অতি সরল ভাষায় বলা
 হয়। প্রকৃতি ও জীবন হইতে ঐ সকল
 গর লওয়া হয় বলিয়া উহার কখন শেখ
 নাই।

ক্যান্ডা প্রবাসীর পত্র।

O. A. C.

Gulph Out,

Canada.

1st March, 1909.

প্রিয়পেশু মা!

পত্র পনিবার Union Literary
 Societyতে আহারের যে debate হয়ে
 ছিল, তাহার স্থাপন প্রায়শ্চন্দ্র এই চিঠির

সহিত পাঠাইলাম। তাহা পাঠ করিয়া
বুঝিতে পারিবেন যে আমাকে দে রাজ্যে
বাংলা গান করিতে হইয়াছিল। আমার
কণ্ঠকণ্ঠি বহু আমাকে গান গাহিবার
অন্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে আমার নাম
এগ্রাথে ছাপান হয়। আমি কিন্তু ইতি
মধ্যে যে দুটি গান দে রাজ্যে গাহিব
তাহার স্মরণ মিল্ কুপারকে দিয়া শিরা-
নোর সাহায্যে এক রকম ঠিক করিয়া
লইয়াছিলাম। ঐতীহ্যকে বলিয়া রাখিবা
ছিলাম যে সভাতে আমি প্রথমে বাংলা
গান দুটি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া
বুঝাইব। তারপর তিনি আমার গানের
সহিত শিরানো বাজাইবেন। এই রকম
করিয়া পূর্ণ হইতে প্রস্তুত হইয়া শনিবার
রাত্রে ৮টার কিছু পূর্বে Massey Hall
এ যাওয়া হইল। আমার গৌড়িয়ার
পূর্বে সে হল্ ডান্স, ছাত্রী ও অধ্যাপকে
পূর্ণ হইয়াছিল। আমি একদল জনতা
দেখিয়া প্রথমে একটু সঙ্কচিত হইয়া
ছিলাম। আমি যখন আমার পরিচিত
বহুদিগের পাল কাটিয়া গিটু লইবার অস্ত
অগ্রসর হইতেছিলাম, আমার কোন
কোন বহু বলিতেছিলেন—“Cheer
up Sinha!” তাহার পর আমি ও মিল
কুপার দুজনে এক স্থানে বলিলাম।
ইহার পূর্বেও অনেক বার debate হইয়া
ছিল, এগ্রাডুজ ছাপান হইয়াছিল, কিন্তু
সে রাজ্যের মত জনতা আর কখন হয়
নাই।

অন্ত জনতা হওয়ার কারণ এই যে ঐ

এগ্রাদু সন্মত করণের বিতরণ করা হইয়া
ছিল। আর ইহার কখনও বাংলা সম্বন্ধে
তর্ক নাই, এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানমতঃ বেশী
লোক আগিয়াছিলেন। প্রথমে মিল্
কুপারের vocal solo হইল, সে অতি
মনোহর, চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি
হইতে লাগিল। তাহারি গান শেষ হইলে
তিনি যখন platform হইতে নামিয়া
আসিতেছিলেন, একটা গ্রাফুয়েট মেডী
তাঁহার হস্তে ফুলের তোড়া দিলেন।
এই প্রকারে প্রত্যেক গায়িকাকে ফুলের
তোড়া দেওয়া হইল। তাহার পাশিক
পরে আমার পালো এল। সভাপতি
মহাশয় ঈংড়াইয়া বলিলেনঃ—“Hindu
National Anthem by Mr. Sinha”
অমনি চারিদিক হইতে আনন্দধ্বনি
হইতে লাগিল। আমি ও মিল্ কুপার
দুজনে বরাবর সোলা platform
উপরে গিয়া দাঁড়াইলাম, মিল্ কুপার
শিরানোর নিকটস্থ চেয়ারে বসিলেন।

আমি প্রথমে দাঁড়াইয়া গানটিকে
ইংরাজিতে অনুবাদ করিলাম, তাহার পর
মিল্ কুপারকে শিরানোতে স্মরণ দিতে
ইলার করিলাম। আমি “বন্দে মাতরন্”
গানটা করি কিন্তু এটা আমি “বন্দে মাতরন্
মন্ত্রধারের” দ্বারা গাই নাই। এ গানটা
গাহিবা আনন্দ দুজনে বসিবার অস্ত
করিয়া আসিতেছি, আমার সেই গ্রাফুয়েট
মেডীটা মিল্ কুপারের হাতে ফুলের তোড়া
দিলেন। আমার গান শেষ হইবার পর
হইতে জনগণ আনন্দধ্বনি ও “একোরা”

লক্ষ চারিদিক হইতে হইতেছিল। তখন আমি বুঝিলাম যে আমাকে আবার আর একটি গান গাহিতে হইবে। আমি কিন্তু পুনরায় উঠিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিলাম। তখন পার্শ্বস্থ বহুগণ আমাকে বলিলেন “মিঃ সিংহ, নীচ নীচ যাও।” আবার আমারা প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়াইলাম এবং আমি বলিলাম :—

“The next one has quicker movement,” তার পর মিন্ কুশারকে পিঠ-নোতে জুর নিতে ইঙ্গিত করিলাম। আমি এগার “তোমারি রাগিনী জীবন কুঞ্জে” এই গানটা গাহিলাম। সভাপতি ও তাঁহার পত্নী, সকলে আমার দিকে তাকাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রুতিভেদ ছিলেন। গান শেষ হইলে আবার ঘন ঘন ফরতালি হইতে লাগিল। আবার সেই গ্র্যাঞ্জেট লেডীটি মিন্ কুশারকে ফুলের তোড়া দিলেন। আমরা নিজেদের আগনে গিয়া বসিলাম। Debate-এর পর শেষে সকলে ধাক্কাইয়া “God save the king গাইয়া সভার কার্য শেষ করা হইল।

উপরের ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিলেন যে এদেশের কিরূপ অধাঃ আপনাতা ত জানেন আমি ভাগ গাহিতে পারি না, তার উপর আঁক দুই বৎসর বেশ ছাড়িয়া বাংলা গানের একেবারেই চর্কা নাই, এদেশে আসিয়া ইংল্যান্ডের সঙ্গে ইংরাজি গান করিয়া থাকি। তবে ইংল্যান্ডের কথা রাখিবার জন্ত সেদিন বাংলা গান করিয়া

ছিলাম। ইহাও একটা শিক্ষা। আমাদের দেশে বিষ-বিভাগের হইতে সঙ্গীত-বিভাগে যখন বা তাহাতে উপাধি দেওয়া হয় না। এদেশের মেয়েরা উহা খুব যত্নের সহিত শিখিয়া থাকে। Toronto নগর Conservatory of music-এর জন্ত বিখ্যাত। এদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক Literary society আছে। ইহাতে সঙ্গীতক বালিকা প্রত্যেক সপ্তাহে কোন না কোন বিষয়ে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ বা Debate করিয়া থাকেন। আমি, যের দেশের স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েদের ঐরূপ শিক্ষা অল্প বয়স হইতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহারা বক্তা, শিক্ক ও শিক্ষারতীর কাজ সুন্দরতর করিতে পারে। অধিক বয়সে অর্থাৎ কলেজ-ক্রমে উত্তীর্ণ ঐ শিক্ষা লাভ করিতে হইলে nervousness ও bashfulnessকে পরাজয় করা তাহাদের পক্ষে একটু কঠিন হয়। এদেশের কলেজ ও বিশ্ব-বিভাগ—Co-educational অর্থাৎ ছেলে মেয়েরা একত্র পড়ে ও সমস্ত কাজে ও পাঠে তাহাদের সমান অধিকার।

আমাদের দেশেও অনেক সভা-সমিতি হয় কিন্তু অনেক সভা সমিতিতে মেয়েদের বাদ দেওয়া হয়। কলিকাতা University Institute-এ অনেক debate হয় : সেখানে debate-এর প্রক্রিয়া কি ঐরূপ ছাপান হয়? সেখানে কি মেয়েদের গান গাহিতে দেওয়া হয়?

এদেশের মেয়েরা দেখুন Congress এ

বনিয়া কত বিষয়ের আলোচনা করিতেছে। পার্লামেন্টের সভা হইবার অল্প কত একবার চেষ্টা করিতেছে। In this country they have the right to express their sentiments in public. Widows and unmarried girls, rated on the assessment roll, can vote in Ontario, in Manitoba and British Columbia. In this country the woman of Political aspiration does not limit her ambition to a vote. She sits in Parliament and takes part in a Parliamentary debate. আরও কত একেবারে মেয়েদের প্রশংসার কথা লিখিব।

তাই সভা সভাই বামী বিবেকানন্দর

প্রাণ আমেরিকাতে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিয়া ভারতের রমণীকেও অল্প কাঁদিরাছিল। আমায় বোধ হয়, যদি তিনি আরও কিছু দিন জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে আমাদের দেশে—"Give freedom to those invisible ladies"—ইহা সম্ভব করিতে পারিতেন। আমরা কিনা আমাদের মেয়েদের অবকল করিরা রাখিরা উদ্ধৃক বায় সেবনে বকিত করিয়াছি, তাই কোন কোন হিন্দু রমণী হুঃখ করিরা বনিয়া থাকেন :- "আর আমরা কেবলমাত্র বিবাহান্ত্রি সংসার লইরা বাস্ত, কেবল অহোর করি ও নিদ্রা পাই, বাহ্যিক জগতের কোন ঘটনাতে লিপ্ত থাকি না। আমাদের মুতুই ভাল।"

এবার এই পর্যন্ত। ইতি—

রাণী ভবানী ।

আমাদিগের এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অনেক পুণ্যবতী রমণীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহাদিগের জাতঃস্মরণীয় নাম ইতিহাসের পত্রে পড়ে, ছায়ে ছায়ে, স্মরণ অক্ষরে অঙ্গিতোছে। সেই সকল পুণ্যপোক-রমণীর পবিত্র নাম আজও ভারতের গৃহে গৃহে উচ্চারিত ও জতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহারা স্ব স্ব সমুত্তম ভূষিত হইয়া দেশের হিত-সাধন-পূর্ণক

স্বর্ণধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের ধর্মপ্রকৃতি, বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহস, সজ্জুতা, ধর্ম, দাক্ষিণ্য, উপারতা, দান-শীলতা এবং তাগবীকার তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। তাঁহাদিগের সেই কার্যকলাপ স্মরণ করিলে চুপ অতুতপূর্ণ আনন্দরসে আগ্রস্ত হয়। তাঁহারা ধর্ম ও বীর্যবান।

মীরা বাই, অন্নমা বাই, ধর্মদেবী,

ভাষা বাই, দুর্গাবতী ও কৃষ্ণকুমারী
প্রভৃতি, লক্ষ্যমণ্ডিত রমণীগণ ভারতের
মূল উজ্জ্বল করিয়াছেন। রানী ভবানীও
অজ্ঞান ভারতকল্পা ইনি যৌর গুণাবলিতে
দ্রুত হইয়া মাতৃহৃদয় সুখ্যাতি ও গৌরব
বর্ধিত করিয়াছেন। বারানসীর অনেক
রমণী ছিলেন ও অতঃপর বটে, কিন্তু
ঐশ্বর্য্যের দ্বারা উচ্চাঙ্গের রমণী কখনও
ঐশ্বর্য্য সাহস, শ্রুতি, তেজস্বিতা, দয়া
প্রভৃতিময় গুণ সকল নানীকূলের ভূষণ
ও গৌরব। সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র ভারত
ঐশ্বর্য্য গুণে গৌরবাবিষ্ট।

আমাদিগের এই প্রসঙ্গের মারিকা
রানী ভবানী এক অসামান্য গুণাবলি
রমণী ছিলেন। রাজমহা কেশর
অধর্ষ্য্যী হাটিন নারক গ্রামে এক ভ্রাতৃ
গৃহে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার
পিতার নাম আত্মাচাম চৌধুরী, মাতার
নাম কচদুর্গা। তিনি পিতামহের কেশর
সন্তান ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত আদর
ও যত্নে পালিত পালিত হইয়াছিলেন।

যে পুত্র প্রস্তুত হইয়া অসাধারণ
মৌলিক বিকাশ ও সুখের পরিমাণ
বিস্তরণপূর্ণক মানবের মন প্রাণ ভরণ করে,
তাঁহার সুস্থল সুন্দর ও লক্ষ্যমণ্ডিত হইয়া
পাকে, বালাকীবনে মনুষ্যের ভবিষ্যৎ
জীবনের দ্বারা পতিত হয়। বহুজন সম্বিতা
রানী ভবানীর গুণাবলির অনেক লক্ষণ
ঐশ্বর্য্য বালাকীবনের বহু সুক্রে
প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃ-
ভবনে কীর্তিবাস নামে একজন পুতান

কর্ণচারী ছিলেন। কোন উপহিতন
কর্ণচারীর দ্বারা তিনি কর্ণচ্যুত হইয়া-
ছিলেন। কীর্তিবাসের অনেক ভাগি
পোষা ছিল। কণ্ঠী বাওয়ে তিনি
অকুণ পাখারে ভাসিলেন, চিত্তান্ত কুল
কিনারা পাইলেন না। কি করিয়া
পোষাবর্ণে সুখে অর দিয়া তাহাদিগের
জীবন রক্ষা করিবেম এই ভাবনার উৎস
আহার নিত্যর প্রস্তুতি দূর হইল। কীর্তিবাস
লক্ষ্যমণ্ডিত বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি সাংসার
প্রতিপালনের উপায়ত্তর না দেখিয়া
জনদীঘরের ধানপূর্ণক অল্প অল্প বর্ষণ
করিতেছিলেন। কোমল লব্ধা বালিকা
ভবানী তাহার ঐদৃশ অবস্থা বর্ণন করিয়া
দাহার পর মাই বাঁধিতা হইলেন। রানী
ভবানী ওখন অমৈ বীরা বালিকা নাত।
কীর্তিবাসের অল্প ঐশ্বর্য্য কন্যার মর্দ-
নগে আঘাত করিল, তিনি আর থাকিতে
না পারিয়া কাঁথিতে কাঁথিতে পিতার
মিকট বোড়িয়া গেলেন এবং অক্ষপূর্ণ
লোচনে গর্দ গর্দ বচনে করিলেন, 'পিতঃ !
একি অবিচার ! যে বালিক আপনায়
সংসারে জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনায়
কলাগ সাধন করিয়াছে, এক্ষণে বৃদ্ধ-
বয়সে; তাহাকে কি অল্প তাড়াইলেন ?
তাঁহার উপায় কি হইবে ? তাঁহার সন্তান
মস্তি কোথায় বাইবে ? তাহারা কি
বাইরা জীবন ধারণ করিবে ?' পিতা
শালিকা কস্তার এতপ্রকার জ্ঞানগর্ভ ও
স্নেহপূর্ণ অস্ত্রাঘে মৃত্যু হইলেন এবং বৃদ্ধ
কীর্তিবাসের লক্ষ একটা বৃত্তি স্বাধনের

ব্যবস্থা করিয়া স্থখী হইলেন। কর্তৃ-
বাস ও আমরণ সেই রুতি ভোগ কার্যা-
হিলেন।

নাট্যশিল্পী রাম জীবন রায়ের পুত্র রাম
কান্ত রায়ের সহিত ভবানী পরিণত হইলে
আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বস্তুর ভবনে
আগমন করিলে, আত্মীয়, কুটুম্ব এবং
পাড়া প্রতিবেশী সকলে তাঁহার ভূণে
বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন।
তাঁহার শুক্লবস্ত্রের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা,
সমবস্ত্রবস্ত্রের প্রতি লক্ষ্যবস্ত্রতা এবং
অবনী দামদামীদিগের প্রতি ঘেহ-মমতা
সকলের মন আকৃষ্ট করিয়াছিল। দিন দিন
তাঁহার গুণের সুখ্যাতি চারিদিকে পরি-
ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সকলে তাঁহাকে
রাজকুলের কুললক্ষ্মী বলিয়া আদর, ভক্তি,
শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে লাগিল। বহোবুদ্ধি-
সহকারে তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা, গাভীরা
ও কার্যদক্ষতা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত
হইতে লাগিল।

মহারাজ রামজীবন রায়ের মৃত্যুর পর,
রামকান্ত রায় কতিপয় উচ্চাঙ্গ সন্তান
স্ববস্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ
উৎসবের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।
তিনি যেরূপতর বিদ্যাবী হইয়া বাহ্য ইচ্ছা
করিতে লাগিলেন। রাজ্যের একজন
পুরাতন কর্ণচাটী মহারাম বাতিরেকে
তিনি আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন
না। তদীয় পরলোকগত পিতা ৮৪তম
জীবন রায়ের প্রধান কর্ণচাটী দেওয়ান
মহারাম রায় ও তাঁহার বিশ্বাস্য পতিত

হইলেন। যদিদিগের কুপায়সর্গে তিনি
রাজ্যের প্রধান কর্ণচাটী মহারামকে
শনচূত করিয়া বিতাড়িত করিলেন।
তাঁহার পদের কণ্টক অংশটিও হইল।
রাণী ভবানী এই সংবাদে অতিশয় দুঃখিত
তস্তিত ও ভাবিত হইলেন। তিনি
স্বামীকে কুপিত হইতে প্রত্যাখ্যান এবং
মহারামকে তদীয় পুণ্য পদে পুনঃ পতিষ্ঠিত
করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করি-
লেন। কিন্তু তাঁহার কোন ফল হইল না।

নিধাতার লিপি কেবলমাত্র করিতে পারেন
অনুষ্ঠে বাহ যটবার তাহা যটবেই।
কিছুদিন পরে নবাব আলিগড়ী খাঁ
অন্যায় রাজ্যের এক রামকান্তকে সিংহা-
সনচূত করিয়া তদীয় পিতৃব্য-পুত্র
দেবীপ্রসাদ রায়কে তাহাতে অধিষ্ঠিত
করিলে রামকান্ত বিশেষ বিগত হইলেন।
রামকান্ত সিংহাসনচূত হইয়া রাণী
ভবানীর সহিত কংস শেঠের বাড়ীতে
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি নিঃশঙ্ক
হইয়া চারিদিক অকর্কশমর দেখিতে
লাগিলেন। এই সময়ে কংসশেঠ লগ্ন
শেঠ রামকান্তের পক্ষাবলম্বন করিয়া
নবাব সরকার হইতে রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির
জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু
বৃত্তিখোর বিঘ্ন তাহাতে কোনও
ফলোদয় হইল না। ইহাতে রামকান্ত
আরও নৈরস্তের যেরূপতর অন্ধকারে
জুঁবিয়া গেলেন। তাঁহার মন আরও
সংশয়, ভয়, ও হতাশের বোলায় বোহুনা-
য়ান হইতে লাগিল। তিনি কর্ণচাটী

বিহীন তবানীর জার সংসার-লম্বুস্ত্র ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার খাইয়া সুখ ছিল না, বসিয়া সুখ ছিল না, কিশে বস্ত্রাভা পুনঃপাপ হইবে, এই চিন্তার অধঃপতন ঘটিতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাঁহার সহায় হন, তাঁহার কিশে ভাবনা। তাঁহার জন্ত লম্বুস্ত্রের তহজ খামিয়া যায়, মকর মধ্যে বহু সলিল প্রবাহিত হয় এবং অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। এই হৃদয়ে অন্ধকারের মধ্যে বিজলী চমকিল, তাঁহার গৃহদেবতা রাণী ভবানীর বুদ্ধি খেলিল, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় হইল। তিনি পুরাতন কর্মচারী নরসিংকে ডুকিয়া বান নাই। দয়ারামের ক্ষমতা ও গুণ তাঁহার নিকট কিছুই অবিস্মৃত ছিল না, তিনি স্বামীকে লম্বুস্ত্র করাইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিগেলেন এবং রাণী-পুনঃপাপের জন্ত নবাব-সদনে গমন করিবার প্রস্তাব করিলেন। নবাব সরকারে উৎকোচ প্রদান করিবার জন্ত দয়ারাম রামকান্তের নিকট লক্ষ মুদ্রা চাহিলেন। রামকান্ত উক্ত টাকার জন্য ভাবিত হইলেন। রাণী ভবানী সেই সময়ে অব্যাহত, অকাতরে, এবং রাণীর উপযুক্ত সাহসে, নিঃসংশয়-চিত্তে বীর পাত্র হইতে লম্বুস্ত্র অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ণক উদারতা, মহত্ব এবং পতিভক্তি প্রকাশ্য দেখাইয়াছিলেন। দয়ারামও নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে রামকান্তের জন্ত নাটোর রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন।

রাণী ভবানীর বুদ্ধি কোমল এবং দয়ারামের ক্ষমতার রামকান্ত পুনরায় পৈত্রিক গদিতে উপবিষ্ট হইলেন। এই রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তি-সময়ে অতিথিক উপলক্ষে রাণী ভবানী মনের সাদে, অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূমিদান, ঘনদান প্রভৃতি পুণ্য-কার্য্য দ্বারা আপনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের পূজনীয় হইয়াছিলেন।

রাণী ভবানীর দুইটি পুত্র ও একটি কন্যাপুত্র হইয়াছিল। পুত্র দুইটির শৈশব্য-বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল। কিছুদিন পরে রামকান্ত পরলোক গমন করেন। অবশিষ্ট কন্যাতিকে লইয়া তিনি এই সংসার-মকর মধ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। পতিবিয়োগ-কালে রাণী ভবানীর বয়ঃক্রম ষাট্টিবৎসর ছিল। ঐ কন্যাতীর নাম ভাগ্যমুন্দরী। তারা, তপ উচ্ছল তারকার জায় পদ্মামুন্দরী ছিলেন কিন্তু তিনি বলবিধবা। কথিত আছে নবাব সিরাঙ্গদৌল তাঁহার তপের কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আনিবার জন্ত নাটোরে লোক প্রেরণ করিয়াছেন। এবং তাঁহার অসমসাহসিক কার্য্যে প্রভুত্ব প্রদানের জন্ত বিলক্ষণ শিকারপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র কেবল নাম পলায়ন দ্বারা বীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। পুত্র লাহিত, অপমানিত ও দুরীকৃত হইলে নবাবের পৈত্র নাটোররাজ্য আক্রমণ করিল। রাণী ভবানী তখন বীরত্বসাধনে প্রবৃত্ত পৈত্রপালনা করিয়া মুগ্ধকোষে অবতীর্ণ হইলেন এবং

নবাবের গেরিও সৈন্ত-সমূহ হস্তচল
করিয়া রাখা হইতে বিভাঙ্কিত করিলেন।

রাণী তথানী অর্ধ-বন্দেবশী ছিলেন।
তাঁহার সমগ্র রাজ্যের আর বার্ষিক সার
বেড় কোটী মুদ্রা ছিল। বাঙ্গালার নবাবকে
আর ৫২ লক্ষ মুদ্রা বার্ষিক রাজকর দিতে
হইত। এতবাসীত সৈন্তবল। প্রতীতি অস্ত্রাঙ্ক
যায়ও ছিল। রাণী তথানীর অনীনে
আর ৪০ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক
সৈন্ত থাকিত। ককনগরের রাজা কক্ষ
চন্দ্র, ঢাকার রাজা রায়চন্দ্র, পাটনায়
রাজা রায় চন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক
ছিলেন। তাঁহারা সকলে তাঁহাকে
বখেই সমান ও সম্মান করিতেন।
তাঁহার ধনবনের কিছুই অলঙ্কার বা
অভাব ছিল না। তিনি মনে করিলে
লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া
গর্জ প্রকাশ করিতে পারিতেন, লোক-
জনের প্রতি ভূক্তভাজিয়া করিতে
পারিতেন এবং যুগ্ম আত্মবরে অগত্যকে
চমকিত, তস্তিত ও মুগ্ধ করিয়ায় চেষ্টা
করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা
কখনও করেন নাই বা তাঁহার করিবার
প্রবৃত্তিও হয় নাই। তিনি জানিতেন,
সত্য সত্যই তাঁহার ধনপার অর্থে পরিপূর্ণ
তাঁহার গৃহস্বামী অকোণা, তাঁহার কিছুই
অভাব ছিল না। তিনি লোকসেবান
মিথ্যা তান অবলম্বন করিয়া লোকের
নিকট মিথ্যা জ্ঞাপতি ও মিথ্যা প্রশংসার
আশা করিতেন না। আরোপিত দোষার্ঘ্য
এবং জাকজমকে তিনি যুগ্ম করিতেন, বা

কখন তাহা ইচ্ছা করিতেন না। তিনি তাঁহার
সেই বিপুল ধন সাধারণের হিতসাধনের
কল্প ভাবিতেন এবং আশনাকে তাঁহার
চক্ষুরদীয়ার মনে করিতেন। তিনি
বহিঃ প্রাপ্তদর্শনকে কত ভুলস্পৃহিত মান
করিয়াছিলেন। তিনি কানীতে কত
বাসোপযোগী গৃহমান করিয়া ও অরহয়
দিয়া লোকসাধারণের হিতসাধন করিয়া-
ছেন। তিনি পথে পথে ছোয়াতক প্রোণ ও
তৎপার্শ্বে স্থান ধনন করাইয়া পথিকদিগের
ক্লেশ নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি
শরীরের জননী ছিলেন বলিয়া অনেক
তাঁহাকে বা তথানী বলিয়া ডাকিত।
তিনি একজন আদর্শবদনী ছিলেন।
তাঁহার শুণ্ড বর্ণনা করিয়া শেব করা
হইতে পারে না। সূর্য্যোদয়ের অরদান,
পিপাসার্তের বা পিপাসার অলম্বান এবং
আতুরের ঔষধদান তাঁহার কীর্তনের
এধান ধর্ম ছিল।

১১৭৬ সালে (১১৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে)
বাঙ্গালার বেলে যে ভ্রমোৎসব উৎস-
বিত হইয়াছিল, তাঁহাকে ছিবারুয়ে
মহত্তর কহে। সেই ছিবারুয়ে মহত্তর
ভীষণ আলেখ্য লোকের সম্মুখে উপস্থিত
করিলে, তাঁহাদিগের শরীর রোমকিত,
চক্ষু বিদ্রব-বিদ্রাবিত এবং হৃদয় কম্পিত
হইয়া উঠে। সেই ভূর্তিক লোক আহারা-
ভাবে গাছের পাতা, মরা জন্তর মাংস এবং
এবং মৃত্তিকা পর্যন্ত বাহ্য সম্মুখে কিছু পাই-
য়াছে তাঁহাই ভক্ষণ করিয়াছে। মাতা মেহ-
মততা বিলম্বন দিয়া শিশু সন্তানের মাংস

ভক্ষণ করিয়াছে। উহা অপেক্ষা অধিক-
তবান্ধব স্বাক্ষরীমুদ্রিত আবির্ভাব আর
কোথায় দেখা যাইতে পারে? স্বামী স্রীয
হস্ত হইতে, হাতা পুস্তকভার হস্ত
হইতে কাড়িয়া খাইয়াছে। উহা অপেক্ষা
চঠমানল, প্রজ্জ্বলিত হস্তাশ্রয়ের ভ্রম আর
কোথায় জলিয়া থাকে? হায়! ভগ
বানের লীলা কি নিচিহ্ন। এই দ্রুতিক্ষের
সময় মহামারি স্বকীর্ণ পদ সফরে বঙ্গ-
দেশের ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়া
বঙ্গদেশকে অশানত্বে পরিণত করিয়া-
ছিল। কত সহস্র সহস্র লোক ঔষধ ও
পথ্যভাবে অনন্ত পথায় শয়ন করিয়া-
ছিল। চাতিদিকে হাহাকার! কে কহি
বেখে তাহার ঠিক নাই। সহস্র সহস্র
লোক মরিয়া যাইতে লাগিল। কেবল
শৃগাল, কুকুর ও গৃহিনীর পার্শ্ব তাহাদের
আনন্দের সীমা ছিল না। এই দ্রুতিক্ষে,
বঙ্গের এই শোকতাপপূর্ণ অন্ধকারময়

রজনীতে সেই প্রাচ্যঃস্রগীরা মহারাগী
তবানী বীর মনোগোবর উৎপটন করিয়া
কত অনাচারের, কত নীড়িতের
দ্রঃখ বিমোচন করিয়াছেন। তাহার
সেই সংকর্ষণ সকল আছও সেই ভাষণ
অভীতেও লক্ষ্য পদান করিতেছে এবং
বতদিন এই বঙ্গদেশে থাকিবে, বাঙ্গালী
জাতি থাকিবে, ততদিন সেই পূণ্যবতী
স্বর্গীয়া দেবীর পবিত্র নামোচ্চারণ করিয়া
লোকের স্বাধী ও ধন্ত হইবে।

১২১০ সালের (১৮০৩ খৃঃ) মাঘী পূর্ণি-
মার দিন উন-আশি বৎসর বয়ঃক্রম কালে
পুণ্ডরীক মহারাগী তবানী এই কণ্ঠক্ষেত্র
সংসার-ভূমি পরিত্যাগপূর্বক স্বর্গধামে
গিয়া যান। তাহার বিয়ল যশোরাসি
ভারত ব্যাপিয়া আছও তাহার স্বকীর্ণি
সকল ঘোষণা করিতেছে। তিনি মরিয়া
ও আবাদিগের মধ্যে বাঁচিয়া আছেন।

ত্রিভুবন মোহন বোবা।

৩ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী ।

তাঁহার লিখিত ডায়েরী ।

১
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
নিবাসই গমন—১৮৬৩ কি ৬৪ সালে
একদিন অপরালে বৃষ্টিতে অর্ধ ভিজিতে
ভিজিতে মংঘি পাকড়ানী মহাশয়ের গহিত
নিবাসই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তথাকার
সমাজের প্রধান অধ্যক্ষ বাবু কালীচন্দ্র

দত্ত মহাশয় তাঁহার আদেশে তখনি রাজি-
কালীন উপাগনার ব্যবস্থা করিলেন।
উপাগনার পূর্বে কালীচন্দ্র বাবু আমাকে
ধোখাইয়া বলিলেন, 'ইনি আমাদের সমা-
জের আচার্য্য, ইনি কি বৈদ্যেতে বসি-
বেন?' পাকড়ানী মহাশয় ও তিনি
বসিতে যাইতে ছিলেন, এই কথা শুনিয়া

মহিমা আমার হাত পরিচা দেবীর এক পার্শ্ব বসাইলেন ও তিনি মগ্না বসিলেন । পাচড়ানী মহাপর উপাশনা করিলেন, মহিমা উপবেশ বিলেন ও তৎপরে আমি একটী নিষিদ্ধ বক্তৃতা পাঠ করিলাম । উপাশনান্তে মহিমা মহা আনন্দে আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া আমাকে শত শত আশীর্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন 'তোমাদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচাৰিত ও অরম্ভ হউক ।'

এই সময় কলিকাতার মহিষ বিকছে ব্রাহ্মানন্দ ও তাঁহার বনয় ব্রাহ্মদিগের ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয় । মহিমা বেলীতে উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহাকেও আচাৰ্য্যের কার্য্য করিতে-দিতেন না । এই তাঁহার বিকছে অভিযোগ । ইহা যে মিথ্যা তাহা বেশ বুঝিলাম ।

২

৩।২।৭১

প্রকৃত্তি আলো আপনাকে জড়াইতে না দিলেই আপনাকে জব্ব করা যায় । ঈশ্বরের আলো তাহাকে জড়াইতে দিলে আপনা হইতেই স্বর্গে গিয়া পড়া যায় ।

এখন যেমন আমরা সংসারে বাস করি এবং সংসারের সম্পর্কে সকলের সহিত আমাদের সম্পর্ক, পরলোকে আমরা ঈশ্বরে বাস করিব ও তাঁহার সম্পর্কে সকলের সহিত আমাদের সম্পর্ক দেখিব ।

ইহলোকে ও জন্মের গোলামে পাণ ভুগিয়া থাক । যাহা, অজ্ঞানতার অন্ধ

বাহিরে গড়াইরা যায়, পরলোকে একাকী অন্তরের মধ্যে অক্ষপাত করিতে হইবে ।

২

যে কার্য্য পর বটীর লজ্জা রাখিয়া দিলে তাহা পর বংশেরও শেখ হয় কিনা সন্দেহ, অতএব যখনকার কার্য্য তখনই সম্পন্ন করিবে ।

তোমার জননধর্ম যদি তোমার জনন-বিবারণক শত্রু হয় তাহা হইলে কি করিবে ? ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর ।

যেখানে যে কার্য্য ভাল কথিত পার সে কার্য্যের লজ্জা সেই খানে যাও । ব্রাহ্মেরা সাম্প্রদায়িক নহেন ।

৩

২৭।১।৭২

অহং তাব তাগ না করিলে প্রকৃত ধর্মসাধন আরম্ভ হয় না । অগতের রাজা জনয়ের বেগতা, ভূমি সকলই । অগতের স্বর্গ চক্রে অহংতাব নাই, তাহার কেমন তোমার চরণের অহংতাব দাস । আমি কি অগতের সঙ্গে যোগ দিতে পারি না, কেবল তোমার সেবার শরীর মন সকলই সুমর্গ করিতে পারি না । স্বার্থই অনর্থ,—সকল অপবিমতা ও প্রঃপের মূল । তোমার সেবক কেমন নিশ্চিত । অথ কোথায় ? তোমার কাছেই নিশ্চিত অথ, ভূমি যে সকল ভার বহিতে অসীকার করিলে কেন অথের গোতে অহংকারী হইয়া আপনার ধর্ম মস্তকে সংসারের বোকা ধরিয়া রাখি ? তোমার এই শরীর এই মন, এই ধন, এই পরিজন, লগ নাগ,

সকলই তোমারে দিলাম। তোমার
রূপ হানুতী, নরন তরিতা হেরিব।

৪

২৭। ১২। ৭২

মহর্ষি দেবেন্দ্র বাবু সহিত সাক্ষাৎ ও
তাঁহার উপদেশ :—মর্ধ্য রাজ্যের ০ ভাগ,
আম দত্তবাস্ত, খাস দত্তবাস্ত ও অরোহ দত্ত,
অথবা শরীর মন ও আত্মা বারা উপাসনা।
সাধারণ বা আম দত্তবাস্তে নানা সন্তান,
নানা উপাসনা প্রণালী ও নানা প্রকার
ক্রিয়াচেষ্টানেই ধর্ম, তাহা ধর্মের অঙ্গ চেষ্টা
মাত্র। তাহা হইতে ঈশ্বরের রূপের খাস
দত্তবাস্তে দাতব্য দত্ত, সেখানে মন তাঁহার
জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি বিদ্যের
অনুসরণ করিয়া তাঁহার অঙ্গ ব্যাকুল হয়
ও প্রার্থনা করে। কিন্তু আর্য্য দত্তরূপ
শান্তি নিক্ষেপনে আচার সঙ্গে তাঁহার সোগ
—তরু হইয়া সৌন্দর্য্য দেখা, শান্তি ভোগ
করা—তাহা লোকের নিকট কিছুতেই
বর্ণনা করা যায় না। তাহা বলিবার অঙ্গ
হাস্য নাই এবং তাহা শুনিবারও ক্ষমতা
অতি অল্প লোকের আছে। যে নিজে
দেখে সেই বুঝে। নীচের লোকে যখন
স্বর্গের অস্ত্র গমন দেখে তখন উচ্চ ভূমির
কোন ব্যক্তি স্বর্গকে প্রকাশিত দেখিয়া

যাই তাহা বর্ণনা করে অস্ত্রে তাহাকে
পাগল বলিয়া উপহাস করে।

একটী প্রাচীরের উপর উঠিয়া যে ব্যক্তি
পরপার দেখে সে হাদিরা পতিতা ঘর,
কেন যাহ তাহার বৃত্তান্ত বলিতে বামিতে
পারে না। জীবনের পরীক্ষা বারা সত্য
ও মিথ্যে কেবল ইহিত ভিন্ন বুঝা যায় না।
ঈশ্বর সারথান, আত্মাকে উহা বারা
সারথান করিতে হইবে।

ঈশ্বরের রূপা ভিন্ন কিছুই হয় না, কিন্তু
যেমন ব্যাকরণ পড়িতে পড়িতে বুদ্ধি
খুলিয়া যায়, সেইরূপ চেষ্টা ও শ্রম
করিতে করিতে বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া যায়।
প্রেম ও অনুগ্রহ হইলে আর দ্বার মাই।
যিনি যেমন উপবৃত্ত, তিনি সেইরূপ তাঁহার
প্রকাশ দেখিতেছেন। যদি এক দ্বারা
অনিক দ্বার অগ্ৰহ হইয়া পড়ে, শিত্তর বস্ত
বহোরুজি বহু, মাতার স্তনদুগ্ধ ততই বন
হয়। অগ্রে বন দুড়ে পীড়া হয়। পর্ত্ত
শিত্তকে বস্তে রক্ষা করিতে হয়।

মাতার নাকীর সঙ্গে শিত্তর নাকীর
বন্ধন থাকিতে তাহার গোবন হয়। শিত্ত
সকল হইলেই নাকীছেদন হইবে। সৎ-
সারের বন্ধন সকল ও আচার শকে
সেইরূপ।

বৃন্দা ।

বৃন্দা—ইনি মহা পূণাবতী, মহা জ্ঞানবীণা ও মহা নামনীলা ছিলেন এবং স্বীয় তপস্তা বলে বহু ভগবানকে পতি-রূপে লাভ করিয়াছিলেন ।

কেনার গোবর যজ্ঞভূত হইতে কমলাংশ-লাভ। এক কস্তা উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কালে উঠিয়া পড়িবার বহি বিস্তৃত বসন ও সর্জাক রত হুৎপে ভূষিত ছিল। এই কামিনীশ্রেষ্ঠা কমলশোভনা কস্তা উঠুতা হইয়া কেনার আক্ষেপ করিলেন “মহারাজ আমি আপনাতঃ কস্তা, তপস্তা করিবার ক্ষমতা আমাকে একটা অতি পবিত্র স্থান দিতে হইবে ।” রাজা কস্তার বাক্য শ্রবণে কস্তাকে পূজা করিয়া পত্নীর বস্ত্রে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন, এবং স্বীয় নগর সমীপ-বতী এক আশ্রম তাহার তপস্তার্থ প্রস্তুত করিগাদিলেন । তিনি কস্তাকে বৃন্দা নামে আভিষিক্ত করিলেন । বৃন্দা ঐ বনে তপস্তার্থ গমন করিতেন । তাঁহার নামাঙ্ক-সারেই উক্ত বন বৃন্দাবন নামে বিখ্যাত হয় । বৃন্দা বিম্বকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপোনিরত হইয়া বহুদূর প্রস্থার নিকট বিম্বকে পতিরূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন । পরে ব্রহ্মা বলিলেন বৃন্দে ! তুমি কিছুকাল পরে ক্রককে লাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর একদা সেই পবন সতী বৃন্দা বনও সমরে রক্তাক্তরূপে ভূষিত হইয়া

বহুনাগবীর ভীরে হাতবন্দন পুষ্প শস্যাদি লবন করিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেই স্বাক্ষরকে পত্নীক। করিবার জন্য ধর্ম্মকে মনোহর বেশে তপস্বী রূপে করিলেন । তখন সেই কস্তা বিভ্রম স্বপ্নে এক ক্রান্দমোহন সুখা পুরুষকে লবন করিলেন । তাঁহার সর্পাক চকন্যাস্থিপ্র ও রক্তাক্তরূপে ভূষিত ছিল । সেই কপক-প্রভা সমন্বিত যুবকের কমনীয় মুষ্টি কামিনীগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাঁহাকে দেখিলে যোতুশ স্বীয় ক্রুর বলিয়া বিবেচনা হয় । কোটি কন্দর্পের স্তায় তাঁহার দাপত্য, পরিধান পাঁচ পট বসন এবং সুখময় শরচ্ছত্রের স্তায় এবং গোচনবর সুউচ্চ শরৎ পক্ষের স্তায় মনোহর । বৃন্দা তাহাকে বোধিয়া গায়ে-খান পূর্ষক নিকটে উপবেশন করাইয়া পূজা ও আনন্দে ফল মূল মধুপত্র (১) ও সুবাসিত জল দান করতঃ ভক্তিপূর্ষক প্রণাম করিলেন । তখন সেই ব্রহ্মভেজ প্রজ্ঞান্বিত বিগড়ণী ভগবান্ ধর্ম্ম পূজা গ্রহণ করতঃ ছুটি হইয়া সামরে তাঁহাকে কামুকী-নিগের মনোহর কিন্তু সতীগণের অসহ-নীয় বাক্য বলিতে লাগিলেন । তিনি কহি-

(১) মধুপত্র—বঁধ, মধু, দুগ্ধ, দুহু এবং তিন (অর্দ্ধমের সমস্ত) মিশ্রিত পান্য। এখন ইহার পরিভাষে ‘তা’ কেবল বহু। হাত। হাত। কত পরিভাষন হইতে পারে।

লেন “অগ্নি মনোহরে। তুমি কাহার কভা? তোমার নাম কি? তুমি এই নির্জন স্থানেই বা কি করিতেছ? আমার নিকট এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বল। সুন্দরি। তুমি কোন্ বস্ত্রই বা বাহা করিতেছ? তোমার মঙ্গল হউক, যে বস্ত্র তোমার বাহিত তাহাই আমার নিকট প্রার্থনা কর।” বৃন্দা কহিলেন “আমি কোন্‌র রাজের কভা, আমি এই বিজন বনে অবস্থান করিয়া তপস্বী করিতেছি, আমার প্রার্থনা “হরি আমার পতি হন। আপনি যদি সমর্থ হন তবে এই বাহিত বস্ত্র আমাকে প্রদান করুন। আর যদি অসমর্থ হন তবে প্রার্থের সরোজন কি? বৃন্দানে চলিলা যান।”

ধর্ম কহিলেন “সুন্দরি। যিনি নিশ্চেষ্ট, অচর্কণী, নিষ্ঠুর, নিরাকার, ভক্তের প্রতি অশুভার্থই যিনি শরীর ধারণ করেন, লক্ষী ও সরস্বতী ভিন্ন কোন্‌ রমণী সেই পরমায়া পরমেশ্বকে পতি-রূপে গ্রহণ হইতে পারে। চতুর্ভুজ মূর্তি বৈকুণ্ঠশারী হরির ঐ দুই ভাষ্যাই তাঁহার নিকট অবস্থিত করেন। পরমেশ্বরী সরস্বতীও তাঁহার স্তবে অঙ্গী। এবং কমলাও ভক্তি স্তরে দিবানিদি তাঁহার পাদপদ্ম দেবা করেন। কল্যাণি। তুমি সেই সাক্ষী হইতে অতীত পরমেশ্বর স্মিতকক পতিরূপ লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তিনি গোলকধামে রাখিব। ভিন্ন অন্য কাহারও প্রেমের বল নহেন। মহাত্মাগে! আমি অনুপপন্নের মধ্যে সর্ব

শ্রেষ্ঠ, বরাননে! দেবতা ও বৈভা সমাজে আমি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, আমি সর্বাপেক্ষা বলবান, অতএব আমাকেই পতিরূপে ভজননা কর। অগ্নি কল্যাণি। ত্রিলোক মধ্যে বাহা কিছু অস্ত্র আছে, আমার প্রদানে তৎসমস্তই তুমি ভোগ করিবে, সন্দেহ নাই। অগ্নি মধুর হাসিনি! সপ্ত দাগর পাতে দেবগণের ক্রীড়ার পূর্বে বিধাতা এক কাকনম্বর বান নির্মাণ করিয়াছেন, তুমি আমার সহিত তথায় গমন করিয়া বিহার অস্ত্র লাভ কর, তোমার মঙ্গল হইবে। অথবা পুশ্পোচ্চান সমন্বিত মধোজের অমরাবতীতে গমন পূর্বক চল উভয়ে অস্ত্রে কাল দাপন করি, না হয় নানারহে বিভূষিত স্বর্ণময়ী লঙ্কার কিংবা অমেক গজবরে অথবা মনোহর কীরোর সমুদ্রে, না হয় নির্জন রমণীর সত্যলোকে গমন পূর্বক, চল উভয়ে অস্ত্রে বিহারে প্রস্তুত হই। রমণীগণে উৎকট রত্নগার নিখিত রমণীর বন বিস্তারিত আছে, পবিত্র চন্দন গন্ধ বায়ুতে উহা সতত স্নগদম্বর, মালতী, মৃত্তিকা, কেতকী ও চাকচম্পক, পুশ্পের স্নগদে উহার চতুর্দিক আবোধিত, তথায় চির বসন্ত বিরাজিত, শিকাগণ ও ব্রহ্মগণ নিরন্তর মধুর ধ্বনি করিতেছে, চল তথায় গিয়া উভয়ে অস্ত্রে বিহার করি। দেবি! ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, বশ, ধর্মেশ্বর, বহির্ধর্ম ও চন্দ্র ইহাদের মধ্যে বাহা অস্ত্র লোকে তোমার ইচ্ছা হয় চল তথায় গিয়া বিহার করি। অথবা রত্নবীণ, মদিবীণ কিংবা রমণীর চন্দ্রসরোবর বেবানে তোমার

অভিরুচি হয় সেই স্থানে গিয়া আমার সহিত বিহার কর, তোমার মঙ্গল হইবে ।" ধর্ম্মদেব এই কথা বলিয়া সন্তোগার্ঘ্য তাঁহার নিকটবর্তী হইলেন (উহা বাস্তবিক নত্যা নহে, সত্যীত পরীক্ষার ছলনা মাত্র) তদন্বয়ে সেই কেনার রাজ কস্তা কুমার মুখকমল ও গোচনবর ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তখন তিনি বেদামুগত ধর্ম্মার্থপূক্ত যশস্বর সত্য ও বিতর্কনক থাকে। তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। "হে মহাভাগ! গৈরীধারণ করুন, আপনি সর্ব্ব জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগণের তপোচ্ছটান, বেদাধ্যয়ন, সত্যনিষ্ঠা ব্রতচরণ ও গৈরীধারণ এবং সংপথে থাকাই প্রকৃত ধর্ম্ম। বিগবর! নীচবৃত্ত্যাব অধর্ম্মচারিরাই পরম্পরী সন্তোগ করিয়া থাকে, জৈত্রপ অধর্ম্মচরণ আপনার কর্তব্য নহে। ব্রাহ্মণের দর্শ বলে সর্ব্ব প্রকার শত্রুই পরাসিত হয়, চুটে ব্যক্তি অস্ত্রের আকর, অধিক কি পে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ! বলপূর্ব্বক পতিব্রতা গমন করিলে নিশ্চয়ই নাকৃগামী হইতে হয় এবং সন্ত ব্রহ্মহত্যার পাতক সাত হইয়া থাকে। পরে সেই মহাপাতকিকে চন্দ্রহর্ষের অবস্থিতিকাল পণ্ডিত কুটীপাক নরকে তপ্ত তৈলে নির-তিশ্বর দণ্ড হইতে হয়। কিন্তু হৃদ বেহের বিনাশ নাই বলিয়া ধরন হয় না এবং যদ-দূতগণ গোহবৎ বাত্যা নিরন্তর তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া থাকে। অতএব যে পরম্পরী সঙ্গম লগ্নমাত্র অধিকর, কিন্তু চির হৃৎকের হেতু অধিক কি সর্ব্বনাশের কারণ,

ধার্মিক ব্যক্তি কখনও সেই অগম্য গমন লনিত মহাপাতকের অতিগাম করেন না। ওহে জ্ঞান ব্রহ্মণ বিজ্ঞ! তুমি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করিয়া স্বস্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। যেমন দীপ শিখা দর্শনে কীট তাহাতে আশ্রয় লম্পণ করে, যেমন বহির্ল বিজ্ঞ মিষ্টে ভ্রম্য দর্শনে সুক্ট মীন মৃত হয়, যেমন চুটে ব্যক্তি পরোমুখ বিদকূট দর্শনে তাহা গ্রহণ পাবিত হয় সেইরূপ লম্পট পুংস আশ্রয় বিনাশের বীজ ব্রহ্মণ আপাতঃ মনোহর পরম্পরী মুখগত দর্শনে যোগ্যতীত হয়। রমণীগণের সর্গ্যাবহর কামের আগার, বিনাশের কারণ এবং অর্ঘ্যের আবাসভূমি, অজ্ঞান পুংস পর যোহিদ্গণের সঙ্গম করিয়া যুগ যুগান্তরের নিমিত্ত আশ্রকে বোবন নামক নরকে পাতিত করে। তুমি নির্জন স্থান ও আমার অনাহারাদি বেধিগা আমাকে আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু আমাকে তত চূর্ণন মনে করিও না। সকল স্থানেই দেবভাগ্য বর্তমান থাকেন, এ স্থানেও সমুদ্র দেবগণ ও লোকপালগণ বিস্তমান আছেন ও সকল কর্ণের সাক্ষী, সকলের নিরস্ত্রা, অধিক কি বিনি ধর্মের বণ্ডনাতা সেই আশ্রয়মান ধর্ম্মকে স্বয়ং ভগবান্ হরি সর্ব্বত্র স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। হে বিজ্ঞ! বহু কক্ষ সকল প্রাণীর অস্ত্ররাস্তা রূপে এবং অস্ত্রাত্ত দেবগণ ইন্দ্রিাদিক্রমে সর্ব্ব কর্ণের সাক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, স্বতরাং গুপ্ত, নির্জন বা রক্ষক বিহীন স্থান কোথাও নাই। অতএব হে জ্ঞানব্রহ্মণ ব্রাহ্মণ! আমাকে

ক্ষমা কর। তোমার মঙ্গল হটক, তুমি তোমার স্বস্থানে গমন কর। প্রাক্ষণগণ সকলেরই অধা, নতুবা আমি তোমাকে ডাকলাম করিতাম, সে বাহা হটক, বৎস। এক্ষণে তুমি সজ্জন্মে গমন কর। তপোহু-ঠানে আমার অষ্টোত্তর শত যুগ অতীত হইয়াছে, আমার পিতা মাতা বা পিতৃ-গোত্র কেহই নাই। হে বিজ্ঞ কেবলমাত্র সর্বোত্তরাত্ম। ভগবান্ কৃপাই আমাকে রক্ষা করিতেছেন, ধর্ম, আদিত্য, চন্দ্র, শবন, হস্তাশন, ব্রহ্মা, শঙ্কু ও ভগবতী চর্গা আমাকে রক্ষা করিতেছেন, অতএব তুমি অবলা জানে, আমার অবমাননা করিও না, নিষ্ঠুর আনিও সর্বত্রই সমস্ত দেবগণ বিরাজমান আছেন। বৎস! আমি তোমার মাতৃস্বরূপা, অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সজ্জন্মে স্বস্থানে প্রস্থান কর।”

ব্রহ্মা দেবী এইরূপ বলিয়া ধর্মার স্তাঃ অচল ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বিপ্ররূপী ধর্ম তাঁহার প্রবেশ ব্যাক্যে গমন না করিয়া বরং সন্তোষার্থ তৎসমি-থানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা দেবী ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলি-লেন “অব্রাহ্মণ! তুমি কহ প্রাপ্ত হও।” তিনি এই কথা বলিয়া পুনরায় জুড় হইয়া শাপদানে উত্তম হইলে বরং সূর্যদেব তাঁহাকে সমস্তে নিবারণ করিলেন। এমন সময় অগ্ন্যশু-বরং ভগবান মহা-বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদি দেবগণ তপার আগমন করিলেন। তখন সেই ত্রিগণেশ্বর-

গণ ধর্মকে অমাতীত চন্দ্রের স্তাঃ কণা-মাত্র অধিত, দত্তী কোপানলবধি মলিন ও নিষ্ঠুর দর্শনে ক্রোড়ে লইয়া নিরন্তর হৌদন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন “অধি বরং বৃদ্ধা বরা বজ্রিতে বহুভুক্ত বৃন্দে! ধর্মের অপরাধ ক্ষমা কর, অধি পতিব্রতে! মন্তক ধর্মকে জীবন দান কর।” ব্রহ্মা কহিলেন “মতি বৃন্দে দেব ধর্ম যিন। সমস্ত অগ্ন্যশু অককারে সমাজের হইল এবং চন্দ্র, সূর্য, অনন্ত ও বহুকরা কাম্পিত হইতেছে।” মহাদেব বলিলেন “ব্রহ্মারি! ধর্মোত্তাবে সমুদ্র অগ্ন্যশু প্রাপ্ত হই, অতএব বরাননে! ধর্মকে জীবন দান কর তোমার মঙ্গল হটক।” সূর্য বলিলেন “পতিব্রতে! তোমার মঙ্গল হটক, তুমি ইচ্ছানুসরণ বর প্রার্থনা কর, ধর্মের জীবন রক্ষা করিয়া সৃষ্টি রক্ষা কর।” অনন্ত বলিলেন “ভগবতী বরা ধর্মোপার্জন করিতেছ তবে কিরূপে ধর্ম হিংসার প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব ধর্মকে জীবিত কর, তাহা হইলে তোমার সর্ব ধর্ম রক্ষা হইবে। তোমার মঙ্গল হটক।” চন্দ্র বলিলেন “বৃন্দে! তোমার পরীক্ষার্থ ধর্ম ব্রহ্মা কর্তৃক গৌরিত হইয়া বিঘ্নরূপে আগমন করিয়াছিলেন, তুমি নির্দোষীর হিংসার প্রযুক্ত হইয়াছে।” মহেশ্বর বলি-লেন “বৃন্দে! শাস্ত্র তোমার অবিসিত নাই, মানবগণ তপোহুঠানে ধর্মকেই উপার্জন করে, ধর্ম বলেই ভগবতার কল লাভ হয়, তাহা তুমি জান, এক্ষণে যদি ধর্মই

কর গ্রাপ্ত হই তবে কিরূপে তুমি
তপঃফল লাভ করিবে ?” বরুণ বলিলেন
“ধর্ম্মিষ্ঠে! জীবন দান করিবার সনাতন
ধর্ম্মকে রক্ষা কর, ধর্ম্মিষ্ঠে! ধর্ম্ম বিনা
কর্দিগণের সমুদয় কর্ম্মই বিফল হয়।”
পুনঃ বলিলেন “ভ্রাতা! এক্ষণে ধর্ম্মের জীবন
দান করিবার অঙ্গপরিচয় কর, দেব, ধর্ম্ম-
লোপ হইলে তোমার তপঃফলও বিলুপ্ত
হইবে, সন্দেহ নাই।”

বহি বলিলেন “জ্ঞানি! তুমি স্বধর্ম্ম
উপার্জনার্থ ভারতে সমাগত হইয়াছ, এবং
না জানিয়াই ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়াছ, অতএব
এক্ষণে তাহাকে পুনর্জীবিত কর।” যম
বলিলেন “বরান! আমি কর্দিগণের
সমুদয় কর্ম্ম বিধিত আছি এবং ধর্ম্মাহু-
সারেই তাহা করণ দান করি, অতএব
ধর্ম্মকে জীবিত কর, আর বিলম্ব করিও
না।”

পতিব্রতা তপস্বিনী বৃন্দা দেবগণের
বাক্য শ্রবণে গাত্ৰোৎপূর্ণক সেই সুরেশ্বর-
গণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন “দেবগণ,
ধর্ম্ম যে ব্রাহ্মণরূপে আমার পরীক্ষার্থ
আসিয়াছিলেন তাহা আমি জানি না,
আমার আশ্রয় করিতে উত্তম হইলে,
আমি কোণ ভয়ে উঠাকে কহ করিয়াছি।
সে বাহা হউক আপনাদিগের প্রণামে
আমি ধর্ম্মকে নিষ্ঠুর পুনর্জীবিত করিব।”
বৃন্দা এই কথা বলিয়া পুনরাব বলিলেন
“যদি আমার তপস্রা ও বিষ্ণুপূজা সত্য হয়
তাহা হইলে সেই পূণ্যবলে বিজয় এই
মুহূর্ত্তে বিজয় হউম্। যদি আমি ধর্ম্মকে

অকলপে উপহাস ক্রেশ সহ করিয়া থাকি
এবং আমার ব্রতাসুষ্ঠান, তপসচরণ ও
পবিত্রতা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই
বলে এই দিল এখনই বিজয় হউন।
যদি ব্রহ্মা, দেবগণ, পরমা গুণতি, যজ্ঞ,
তপস্রা সত্য হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণ বিজয়
হউন। যদি সর্গায়া, নিত্য, বিশ্রামনাশদেব
ও জ্ঞানায়ক শিব সত্য হন তাহা হইলে
ব্রাহ্মণ বিজয় হউন।” লতী বৃন্দা এইরূপ
বলিয়া ধর্ম্মকে কোণে ধারণ করিয়া
তাহার সেই কলানিষ্ঠে মূর্ত্তি দর্শনে
সকলকর হেঁদন করিতে লাগিলেন। ইত্য-
ধম্বরে ধর্ম্মের পত্নী “মূর্ত্তিদেবী” শোকা-
জ্বল চিত্তে তবাব আগমন পূর্ব্বক বিনত
মস্তকে বিষ্ণু চরণে নিশ্চিত হইয়া বসিতে
লাগিলেন “হে নাথ করুণামিকে! হে
দীনবন্ধো! আমার প্রতি রহা করুন,
হে কৃপাময়! জগদ্রাধ! শীঘ্র আমার
কাণ্ডের জীবন দান করুন। এই সংসার
যে ভয়নী পতিহীন হয় সে যথার্থ পানিবদী
মেহহীন মুখমণ্ডল ও প্রাণমুক্ত বেহেব জাহ
তাহার কিছুমাত্র সৌন্দর্যের বা সুন্দর
বদন রূপের প্রয়োজন হয় না। কি পিতা
কি ভ্রাতা, কি পুত্র, কি বন্ধুপণ্ড, কি মাতা
সকলেই পরিমিত দান করেন, কিন্তু এক-
মাত্র আমি অভিল্যাহরূপ সমুদয় দান
করিয়া থাকেন।” “মূর্ত্তিদেবী” এই কথা
বলিয়া রেবদন করিতে লাগিলেন। তখন
সর্গায়া ভগবান বৃন্দাকে কহিলেন “তুমি
যে তপস্রা দ্বারা ব্রহ্মার জ্ঞান আদ্য লাভ
করিয়াছ, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মকে অর্পণ

করিয়া গোলাকধামে গমন কর। পল্লভ
 তুমি এই তপস্কার এবং অসুঃ দানব
 ধনে আমাকে লাভ করিবে। বরাহ
 ধমে গোলাক হইতে গোহুলে
 আগমন পূৰ্ব্বক হাল মণ্ডলে আমাকে
 প্রাপ্ত হইবে।" সতী বৃন্দা বিজু বাক্য
 শ্রবণে ধর্মকে আত্মদান করিলেন। তখন
 ধর্মদেব তপস্কারনসমিষ্ট মুক্তি ধারণ
 করিয়া পুনরায় পূর্ব কণেবরে গায়ত্রোখান
 কারিলেন। পূর্ণাংগা উহার অবিকৃত
 রূপলাবণ্য প্রকাশ পাইল, তৎকালে
 তিনি অগ্ন্যস্ত্র হস্তিহর ত্রাণ ও পরাৎ-
 পরা দেবী প্রভৃতিকে প্রণাম করিলেন।
 পরে বৃন্দা দেবগণকে বলিলেন "দেবগণ
 আমি যে ধর্মের প্রতি জলজনার বাক্য
 প্রয়োগ করিমাছি, তাহা বলিতেছি অব-
 দিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমার সেই
 বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে আনি-
 বেন, আমি ভীতা ও ভুত্বা হইয়া 'স্বপ্নপ্রাপ্ত
 হও' এই বাক্য বারংবার বলিয়া পুনর্বার
 বলিতে উপক্রম করিলে ভাস্করদেব
 আমাকে নিবারণ করিমাছেন, এক্ষণ এই
 ধর্মদেব পূর্বে যেরূপ ছিলেন এবং এক্ষণে
 ও যেরূপ কণের প্রাপ্ত হইরাছেন,
 সত্য হুগে এইরূপ পূর্ণভাবে থাকিরা

যেতার বিপাক, বাশেরে বিপাক ও কলির
 প্রথমে একলাদ এবং শেষে যোড়লাং
 মাত্র অবশিষ্ট থাকিবেন। পরে পুনরায়
 সত্যহুগে পরিপূর্ণ হইবেন। আমার মূখ
 হইতে যখন ক্রমে তিন বার 'কম্বহও' শব্দ
 নির্গত হইরাছে, তখন গেই ক্রমে উহার
 পান পান রূপে তিন বার করিয়া কথ
 হইবে এবং চতুর্থ বার বনিবার উপক্রম
 করিলে যখন ভাস্করদেব নিবারণ করিমাছেন,
 গেই হেতু কলি শেষে কলা মাত্র অবশিষ্ট
 থাকিবেন।" বৃন্দা এইরূপ বলিতেছেন,
 এমন সময় দেবগণ দেখিতে পাইলেন
 গোলাক হইতে এক অতি সূক্ষ্ম দিবারত
 ধেনে আগত হইতেছে, উহা অমূল্য রত্নে
 নির্মিত ও হীরাহার পরিচ্ছন্ন নানাধি মণি,
 মুক্তা, মাদিকা, বস্ত্র, খেত চামর, হস্ত,
 মণ্ডপ এবং মনোহর ভূষণ সকল উহার
 সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। অনন্তর
 বৃন্দা হরি, হস্ত, ত্রাণ ও অস্ত্রাত্ম দেবগণের
 চরণে প্রণিপাত্য পূর্বক সেই দিগ্বিমান
 আরোহণ করিয়া গোলাক ধামে গমন
 করিলেন এবং দেবগণও স্ব স্ব স্থানে
 প্রস্থান করিলেন। তৎপরে বৃন্দা দেবী
 গোহুলে হঠিকে প্রাপ্ত হইরাছিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডি হার্ভিঞ্জ মহোদয়্যার তিরো-
ধান—ভারতের বড়গাট লর্ড হার্ভিঞ্জ
মহোদয়ের সহধর্মিণী লেডি হার্ভিঞ্জ আর
ইহ জগতে নাই। সহসা এই সংবাদ
গুলিরা আমরা ব্যতনরনাই ছুঁখিত
হইরাছি। তাঁহার জ্ঞান সঙ্গদমা দৃঢ়চেতা
চরমী অতি বিরল।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর লর্ড
হার্ভিঞ্জ মহোদয়ের প্রাণ সংশয় হয়। এই
বিপদকালে তিনি যে দৃঢ়চিত্ততার পরিচয়
দিরাছিলেন তাহা সঙ্গ জ্ঞাতবানীর
প্রাণে চির অঙ্কিত থাকিবে।

লেডি হার্ভিঞ্জ লর্ড এলিংটনের প্রথম
কন্যা। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লর্ড হার্ভিঞ্জের
সহিত পরিণয়স্থলে আনত হন এবং ১৯১০
সালে স্বামীর সহিত ভারতে আগমন
করেন।

কে জানিত যে এই সাক্ষী সত্যি এত
আর দিনের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ
করিবেন? চই পুত্র ও একটা কন্যা রাখিয়া
সাক্ষী অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করি-
লেন! তদবধান পরলোকগত আয়ার
কণাণ বিধান করুন ও তাঁহার শোক-
সন্তপ্ত স্বামী ও সন্তানদিগের প্রাণে দায়না
দান করুন।

অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বসুর
গৌরব—বাকালীর গৌরব ডাক্তার
জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ২৭শে

জুন অক্টোবর মাসবাসী তিব্বান নগরে
একটা সভার উদ্ভবের দায়নিক উদ্ভবন।
সম্মুখে বক্তৃতা ও বিবিধ পরীক্ষার দ্বারা
উদ্ভব সম্মুখে তাঁহার আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক
তথ্যের স্বার্থতা প্রতিপাদন করেন। এই
সভাস্থলে তিব্বান নগরের বৈজ্ঞানিক
পণ্ডিত ও মনীষিগণ উপস্থিত ছিলেন,
তাঁহারা বসু মহাশয়ের অসাধারণ প্রতি-
ভার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। তিব্বান
যে সকল মনস্বী এক্ষণে উদ্ভবের পরী-
ক্ষাভ্যাসের অধুনীগণে ব্যাপৃত আছেন,
তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কলি-
কাতায় আসিয়া অধ্যাপক বসুর দেবদে-
টারিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার
বিষয়ে এই নূতন পদ্ধতি সম্মুখে শিক্ষাগত
করিতে চাহিয়াছেন।

সেন্ট্রাল পুলিশ কোর্ট—হির
হইরা গিরাহে যে মাসে মাসে কলিকাতার
সেন্ট্রাল পুলিশ আদালত কার্যবাহার
হইতে ব্যাকশাল দ্রুত উঠিয়া যাবে।

তুরকে নারীজাতির উন্নতি—
ওৎসব হইল তুরকে যথেষ্টচার শাসন-
প্রণালীর পরিবর্তে নিরমতর প্রণালী
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা যখন যথেষ্ট-
জ্ঞাতা হইলেন, তখন জীলোকদিগকে
পূর্বে অবরুদ্ধ ও উচ্চদিক্ষা হইতে বঞ্চিত
রাখাই কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়া-
ছিল। নিরমতর প্রণালী প্রতিষ্ঠিত

হওয়ায় পর গবর্ণমেন্ট বৃত্তিগ্ৰহণে, নবনগরী উত্তর গরীয়া জাতি, এই উত্তরের উন্নতি বাড়ীত জাতীয় উন্নতি কখনও হইতে পারে না। পূর্বে ধনীরা আপনাদের ঘরের স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপীয় নারীদিগকে শিক্ষারিনী নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা হুঁচ-কর্ম, লম্বীত ও চিত্রবিজ্ঞা শিক্ষা দিতেন। কৃষির অতিজাতব্যর্থ নারীর পক্ষে ইহাই চূড়ান্ত শিক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। যে সকল নারীর অবস্থা স্বচ্ছল নহে, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্টের কতকগুলি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালায় লিখন, পঠন, বাচস্পাত, হুঁচিকার্ম ও কোরণ পড়ান হইত। স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন কেহই অনুভব করিত না। ধনী রমণীদিগকে খোদ-গোষাঠী ও গরীব স্ত্রীলোকদিগকে খোবার খাতা ও বাকার খণ্ডের চিসাব রাখার উপন্যাস করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীলোকদের যে আবার পুণ্য-কর্তার পারীক্ষিক ও মানসিক উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, জাতিতে সহ্য করিবার তার গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা কাতারও মনে উপর হইত না। বর্তমান সময়ে জাতীয় দুর্গতি দেখিয়া চিন্তাশীল লোকেরা নারীর উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি অচ্ছেদ্য হুঁজে আবদ্ধ, ইহা বুঝিতে

পারিয়া ত্বরকের নানা দ্বানে উন্নত প্রাণী-নীত বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। রাজধানী কনট্রাষ্টমেন্টে নারীদের জন্য ৩টি উচ্চ স্ত্রীণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারীগণ বাহাতে ব্যবলম্বন শিক্ষা করিতে পারেন, অসহায় অসহায় পতিত হইলেও বাহাতে পরের গণগ্রহ না হইয়া জীবিকা অর্জন করিতে সমর্থ হন, এই সকল বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সহিত তজ্জ্ঞ নানাপ্রকার শিল্পপ্রবানির্মাণ প্রাণাণীও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্তমান গবর্ণমেন্টের সর্বাপেক্ষা অসা-ধারণ কার্য এই যে, নারীদের জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। তাহার ২০০ নারী অধ্যয়ন করিতেছেন। এখানে ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য ও শিক্ষাপ্রাণী প্রভৃতি নানাবিধ অধীত হইয়া থাকে।

রেডিয়ামের আশ্চর্য্য শক্তি—যেডি-রাম খাতুর কিরণ সম্পাতে কুট, ও ক্যান্সার প্রভৃতি রোগচিকিৎসায় আশ্চর্য্য প্রাণাণী আনিষ্টত হইয়াছে। যেডিগাম খাতু অত্যন্ত দুঃপ্রাণা; সম্প্রতি দাকিণের এক প্রসিদ্ধ ধনী কান্টোরের রাজধানী প্রিন্স-রের মিশন হাসপাতালে রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য ইহার এক কণা দান করিয়াছেন। উহার দ্বারা বহু সংখ্য টাকা।

সংসারধর্ম।

(নীতিজ্ঞান।)

কর্মজীবনকেই সংসার বলে। তাহার বহু সংখ্যক পথ থাকিলেও দু'গতঃ পাপ ও পুণ্য নামে দুইটি প্রধান পথ আছে। মানুষ কখন সংসারধর্ম অবলম্বন করিয়া পুণ্য পথে বিচরণ করে, তখন সে তাহারই সম্পূর্ণ উপভুক্ত হয়, আর কখন পাপের আশ্রয় লয় তখন তাহার বিতাড়িত জ্ঞান লুপ্তি হয়। সে তখন মোহের বশে যে দিকে আত্ম হৃৎ দেখিতে পারে সেই দিকেই ধাবিত হইতে থাকে এবং সংসার ধর্ম প্রতিপালনের আর তাহার ক্ষমতা থাকে না। কবীটা আরও সরল ভাবে বলা আবশ্যক। অপমতঃ পুণ্য কি? পবিত্রতাই পুণ্য, বাহ্যতে নির্মল সুখের অভিকারী হওয়া যায় তাহাই পুণ্য, যাচার কলে মানবচিত্ত বিন্যাস উন্নত হয় তাহাই পুণ্য, যে তাৎকালিক অপরকে নির্মল সুখ প্রদান করিতে পারে যায় তাহাই পুণ্য, যাং জ্ঞানের ফল তাহাই পুণ্য। আর একটা কথা—মানব বসন লব্ধ গ্রহণ করে তখন একমাত্র সংসারের উপর নির্ভর করিয়াই সে জীবিত ও দক্ষিত হইতে থাকে, সংসার-ধর্মের নৈবিণ্যে জাতকের জীবন সফটমর হয়, তাহার অন্তরে জাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সংসারে যাহা উৎকৃষ্ট পদ্য, বাহ্যতে জীবন রক্ষা, বাহ্যতে সুখ শান্তি, বাহ্যতে দেহ, মন ও আত্মার

উন্নতি, তাহাই সংসারধর্ম। কাজেই সংসারধর্ম ও পুণ্যকর্ম একই পদার্থ। যেমন মনী হইতে মনুষ্য ও পল, বিল প্রতীতির অল ও নদীর কলে কোনও পার্থক্য নাই, সেই প্রকার সমস্ত সংসার-ধর্মের অংশভূক্ত পুণ্যক্রিয়া ও সংসারধর্মের কোন পার্থক্য নাই।

সংসারধর্ম কোনও একটী কামোই পর্যাণিত হয় না, সুদীর্ঘ মানব জীবনের প্রত্যেক বিস্তৃত ক্রিয়াতেই তা'র স্রুতি-কলিত হইয়া থাকে, তাহা অনন্ত অর্থাৎ জেয় সংসারের অন্তঃ, তাহা স্থূল হইতে ও স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও হয়।

সংসারধর্মের কতকগুলি অঙ্গস্বরূপ আছে,—১ম জ্ঞানাত্মক, ২য় দেহ, ৩য় লোভ, ৪র্থ ঈর্ষ্যা, ৫ম আগত, ৬ষ্ঠ ক্রোধ, ৭ম অভিমান, ৮ম উদযোগিতা,—২য় ভোগ, ১০ পরিত্রতা। ইহাদের একএকটী সংসারধর্মকে বিশ্লিষ্ট অঙ্গনা আকৃত করে। দ্বিতীয় যদি অস্ত্রাত অঙ্গস্বরের বশবর্তী না হয় তবে সে সংসারধর্ম রক্ষা করিতে পারে। মহাত্মারূপে আছে, দার্শনিক এবং বিত্তর ত্রিমাত্রিক যাহা জীবিকানির্ভার করেতেন, এতদা ত্রিকক কাণ্যমসক তাহার আত্মপি হইলে, বিত্তর ত্রিকানক তত্বকনা বাগা অভিধপসংকার করিত। ত্রিকক তত্ব কবিদ্যাজ্ঞান।

পাণ্ডবরা যখন নিত্যক পরিভ্রমণে বনে বনে ভ্রমণ করিতেন তখন তাঁহারা জ্ঞান-বলে সমস্ত সংসারধর্মই রক্ষা করিতেন— শত শত ব্রাহ্মণের পরিভ্রমণ করিতেন। জ্ঞানই মানবকে সুকর্ম-পথে পরিচালিত করে, আবার সেই সুকর্ম জ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া দেয়। অতঃপর জ্ঞানও কর্মের উপর নির্ভর করিয়াই সংসারধর্ম জীবিত থাকে। মানব মাঝেই উচিত কর্মপথে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান উপার্জন করে। জ্ঞান কাহাকে বলে তাহা গ্রন্থে অন্য আবেশক। শাস্ত্রে বলে “জ্ঞানতে অমেন ইতি জ্ঞানম্” অর্থাৎ বদ্ধতা ত্যাগমন জ্ঞানিতে পারা যায় তাহাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানই বঙ্গকবি বলিয়াছেন—

“দেখিবে কর্তব্য তাহা জ্ঞানের আলোকে
সেই ধর্ম, সেই পুণ্য, চল সেই পথে।”

সংসারধর্মের পক্ষে নীতিজ্ঞানই সর্বো-
পেক্ষা উপযোগী, একমাত্র নীতিজ্ঞানই
কর্মপথের দৌলদা দেখাইয়া দেয়, নীতি-
জ্ঞানের বলেই সাংসারিক কার্য সুস্বর-
ূপে নির্বাহিত হয়। এক্ষণে দেখিতে
হইবে সেই নীতিজ্ঞানটা কি?

পণ্ডিতেরা বলেন “যে জ্ঞানের দ্বারা
কার্য-সকল নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাই নীতি-
জ্ঞান।” কথাটা সূত্র হইলেও সরল নহে।
এই বলে দৃষ্টান্ত প্রয়োগই উপদেশপক্ষে
প্রকট উপায়।

আশ্রিত প্রতিপালনের ভূমি বশস্বর
ও সুখস্বরক ধর্ম আর বিত্তীয় নাই। গীতার
যে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে কর্মযোগ এবং

মুক্তপক্ষে জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা আছে,
কর্তব্য-সম্পাদন-জনিত আত্মসমাদাই
তাহার মূল উদ্দেশ্য। আত্ম-প্রসাদই
নির্ব্বণ সুখ আনয়ন করে। নির্ব্বণ সুখের
উপর আর কিছু জীবের আকাঙ্ক্ষার
বস্তু আছে কি? আশ্রিত-প্রতিপালন
শ্রেষ্ঠ কর্মযোগ। ইহাতে যশঃ দিগ্
দিগন্তর ব্যাপ্ত হয় এবং আত্মপ্রসাদ
জনিত নির্ব্বণ সুখের অধিকারী হওয়া
যায়। এই সবকে মহাত্মারতে বহু দৃষ্টান্ত
আছে।

তাহার পর বিজয়জয়ের পরামর্শ গ্রহণ
প্রত্যেক মানবের পক্ষেই দঙ্গলজনক।
যিনি তাহা গ্রহণ না করেন তাহাকে
অতিরিক্ত মুখামুখ পতিত হইতে হয়। এই
সবকে পক্ষান্তরে একটা শ্লোক আছে,—
দীপনির্জ্বলগন্ধক মুক্তদ্ব্যাকামককর্তৃত্বম্।
ন বিজয়ন্তি ন শৃণুন্তি ন পতন্তি গতাশ্রয়ঃ॥
অর্থাৎ মুক্ত্যাপ্যামী ব্যক্তি দীপনির্জ্বলগন্ধক
গন্ধ-আশ্রয়ে, মুক্তদ্ব্যাকামককর্তৃত্বম্।
এবং অকর্তৃত্ব নকর্ত্ত্বা দর্শনে সক্ষম হয় না,
তাহার দীপই মুক্ত্যাপ্য অবলম্বন করে।
তদার উল্লিখিত হইয়াছে যে তাহা প্রত্যেক
মানবেরই গ্রহণীয় বিষয়। এতৎসম্বন্ধীয়
নীতি জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সংসারী
ব্যক্তি মাঝেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে
পারেন, সন্দেহ নাই। রাজা দ্রুপদোদন অগাধ
সম্পত্তির অধীশ্বর ছিলেন, গোক, ঘন,
ধন, মান কিছুই তাঁহার অত্যাব ছিল
না। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ শোকসমূহ
তাঁহার ব্যবহারের ফলে সন্তুষ্ট ছিল না।

ভাণ্ডার আদেশ প্রতিপালন করিত বটে, কিন্তু সঙ্কোচের সহিত নহে। আর দেখ যুধিষ্টির ধনবাসী হইয়াও সকলের চিত্তের উপর রাজত্ব করিতেন, তাঁহার চরিত্র-বলে, তাঁহার ব্যবহারের উৎকৃষ্টতার সকলেই তাঁহাকে জীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত,—ওক্তির সহিত তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিত, এমন কি শত্রুও তাঁহার ধর্ম ও চরিত্রের নিকট মস্তক অবনত করিত। যুধিষ্টির চরিত্র-বলে ধর্মরাজ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন এবং সার্বভৌম রাজত্বের অবিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্গোপদান পদে পদে অপ-মানিত চইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন এবং পরেই মৃত্যুকে অলিঙ্গন করেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে—সংসারধর্ম একটী বিষয়েই পর্যাবসিত হয় না। বিভিন্ন মানবের কার্যভেদের সঙ্গে সঙ্গে সংসার-ধর্মেরও বিভিন্নতা আছে। রাজার রাজ-ধর্ম হইতে কুটীরবাসী পরিষ্রম সাধারণ ধর্ম পর্যন্ত প্রত্যেক কার্যেই সংসারধর্ম বিস্তারিত আছে। নীতিজ্ঞানই তাঁহার পরিচালক। যে কার্য নীতিজ্ঞানবস্ত্রিত তাহা সুখ শান্তিও মুক্তিমান বিয়। রাজার পক্ষে রাজনীতিই নীতিজ্ঞান, আর পরিষ্রম পক্ষে সংসারজীতিই নীতিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

নীতিজ্ঞান দ্বারা সংসার দ্বারা নির্মিত করিলেই স্বার্থ সংসার পালন করা হয়।

নূতন সংবাদ ।

১। নিম্নলিখিত বালিকাগুলি স্বাতি-
কুলেপন পরীক্ষার বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

(পূর্ব বঙ্গ)

প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ২০ টাকা।

স্বনীতি বালা গুপ্ত—ঢাকা ইডেন স্কুল।

স্বরবালা নিয়োগী—ময়মনসিং বিভাগরী
স্কুল।

লীলা রায়—ঢাকা ইডেন স্কুল।

স্বনীতি বালা চন্দ্র

শান্তিলতা দত্ত

(পশ্চিম বঙ্গ)

প্রথম শ্রেণী ২০ টাকা বৃত্তি।

স্বধালা দ্বারা—বেথুন স্কুল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি ১৫ টাকা।

তরুলতা দাস গুপ্ত—বেথুন স্কুল।

তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি ১০ টাকা।

স্বধালা দ্বারা—বেথুন স্কুল।

২। মাইনিভালের জঙ্গলে সম্প্রতি এক অদ্ভুত বালিকা পাওয়া গিয়াছে। বালিকার বয়স আট নয় বৎসর, বেধিতে বানরীর মত কিন্তু বালিকা বানরী নহে। প্রথম প্রথম বালিকা অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, ঘাস আর কাঁচা আগু ব্যতীত আর কিছুই খাইত না। সম্প্রতি তাহার ভয় অনেকটা তাদিয়াছে, এখন সে কচী ও দুধ খায়। কথা বলিতে পারে না, চীৎকার

করে। এটরূপ লক্ষণ যে ইহা এক পত্র হইয়া গোপাল পাত্রে মোড়া থাকিবে।
 পানিত। মানব-কুণারী। এট মূর্তি উচ্চে ৮০ ফুট হইবে ও উহার
 ৩। সিংহাসি পৃষ্ঠে "বৈষ্ণোয়ী" বা স্বকায় কল্প ১০ ফুট উচ্চ এক মন্দির
 "প্রীতি" বুদ্ধের এক মূর্তি দালাই লামা নির্মিত হইবে। মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ
 প্রস্তুত করা হইতেছেন। এই মূর্তি একত্রে কর্তৃত্ব তিন বংশের নামে এইরূপ গুনা
 হই পত মণ হইবে। মূর্তি তাম্রের নির্মিত থাকিতেছে।

সমালোচনা ।

আহোম সতী—সচিত্র ঐতিহাসিক উপাখ্যান ।

শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।

ইহা আসামের অন্তর্গত "আহোম" রাজ্যের এক আদর্শ তেলবিনী সতীর
 উপাখ্যান ।

গিরি কাহিনী—শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, শিল্প চাইতে প্রকাশিত।
 এখানিও সচিত্র, আসামের কুস্র কুস্র কাহিনীতে পূর্ণ। কাহিনীগুলি বেশ ভিত্তাকর্ষক
 ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাহা অতি সরল। ইহা পাঠে আসামের লগ্ন্যব বিষয় অনেক
 জানা যায়। অল্পের মধ্যে অতি সুন্দর ও নৈশুণ্যের সহিত পুস্তক হই খানি নির্মিত
 হইয়াছে।

বায়রচন ।

কায় তরে ?

যে বায়িণি কায় তরে

বিশাল বায়ুকা তটে,

বায়ুকুল আবেগে থাকি

পড়িতেছ লুটে লুটে।

অবিভ্রাম অবিভ্রাম

কায় তরে হাহাকার ?

উভাল তরঙ্গ তুলি

কিরিছ সন্ধান কায় ?

আ ছড়ি পড়িয়া তটে

প্রাণিবা নৈকত তুমি,

খুলিয়া খুলিয়া সারা

আদিকাল হতে তুমি,



রত্নের আকর দিহু
কিসের অভাব তবে ?
দিশা হারা হয়ে কেন
গর্জিতেছ তীম তবে ?
পাখির রতনে বৃষি
ও জগৎ তৃপ্ত নয়,
'পরম রতন' তরে
তাই এত ব্যাধ হার !!
বুঝেছি তোমার ভাষা
বুঝেছি তোমার বাখা,
আমিও এসেছি তাই
জানাইতে দুটো কথা ।
আমিও তোনারি নত
বাখা তর: ছদি লয়ে

গতীকার আহি তুণু
দীর্ঘ বিরহ লহে
কুহু হৃদি কুহু পাণ
জানিতে পারিনা তাই
নীরবে চাপিমা বাখা
নীরবেই তুণু সই ।
বড়ই নিষ্ঠুর সে বে
নিষ্ঠুর জগৎ তার,
পাশেরা শ্রবণে তাই
আমাদের হারা কার ।
আমিও তোনারি নত
আমরণ ডেকে দেখি,
গরি ঘাণ ঢেলে দিয়ে—
দেখি দেখ পাই নাকি ?
চাকমতি দেখা ।

স্নেহলতা ।

কুমারীদিগের লহর ত্রুত দেখে লাগে ভয়
কভা জননী আকুল প্রাণী "কখন কি হয়
স্নেহের খনি মাধের লাগে সন্ধানের তরে,
জাসিত সদা চিন্তা কাতরা চখে জল করে ।
বিনিত্র রাত্রি যাতনা দাজী কাটে পথো-
পত্রি,
(ভেবে) কোণার পায় কোথাবা অর্থ আধা
হুখে ঘরি ।

সমাজ আলা করে উতলা নিমিছে
বিধাতা,

ভাবিছে মনে হারয়ে ! কেন হয়েছিল
মাতা ।
"আমি মা বত অনুড়া বেয়ে পাতিমা'ছ বুক,
প্রাণ সঁপিষ তোদের তরে ঘুচাইব হুঃ ।

• আমার একমাত্র কন্যা লইয়া গণ শ্রবণ
বাঙ্গল নিম্প্রবেণে যখন নিশ্চেষ্ট হইতে ছিল:ম
তখন করুণায়ের ঈশ্বর কন্যাকার পীড়িত বিক-
পায় বরিত বিধবার প্রতি বচনপ্রবণ হইয়া আমার
একমাত্র সন্তানকে হুঃখের লঃপায় হইতে লইয়া
ঐহার নিরাশ্রয় যের কোড়ে স্থান দান করিখা
আমার বিপদ মুক্ত করেন ।



সহিব যত তোদের তরে সমাজ সাহিনা,
বুকেত খন রাখব বুকে ক'রে বহু নানা ।
হবেছি মাতা ধরেছি গর্ভে কর্তব্য
যে দেব
তোমরা কেন মরবে কেন আশার বেশের
এনেছি ডেকে তোদের ঘোরা এই মং
বাণে,

সাজাতে জানে ধর্ম ভূষণে সূচরিত বাণে ।
শিখাব যত জগৎ রক্তে ত্রুণচর্গা ত্রুত
মনের হর্ষে অতিত গর্বে রাখব সংঘত ।
কালের ধর্মে হরত পেয়ে হবে সমদর,
গণের প্রথা ঘুচিয়ে যাবে বিবাহাভুষণ ।"

মুক্ত-গীতি ।

১
জীবন আমার অদীন-হলেও
জ'ব তো অদীন নয়,
জন্মের গতি সমীক্ষণ সম
গতি শীল চির রয় ।

২
যে রাগিনী জ্বর লভিরাছি প্রাণে
বিভূর মেঘের দান,
আমারি মনের মতন আদি বে
গাহিব নিরন্ত গান ।

৩
মোহিনী উষার হেরিরা মাধুরী
বিহগ কাকলী সনে,
জ্বিতে উষার সমাদর তরে
গাহিব কুন্ডল বনে ।

৪
সমুদ্রত ককু বিষ-পিতি শিরে
ককু বা সাগর কুলে,
সম্মনে বিজনে বাহা সাধ গাব
নানাতানে প্রাণ খুলে ।

৫
চান্দনী নিশায় মোহনায় শিশে
গাহিব তারকা সনে,
হরিষে বিবাদে বিরহে মিলনে
গাহিব আপন মনে ।

৬
আদীন জন্ম গাহিবে পুণকে
ভুলিরা তবের বাণা,
ধরণীর তুচ্ছ কোলাহল রাশি
দিবে না আসিতে হেথা ।
ঐহেমন্তবাণী দত্ত ।

বালাবোধিনী পত্রিকা ।

“ কন্যাশ্রয়ঃ পালनीয়া শিক্ষাযান্দিয়জনতঃ । ”

কল্যকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৪২ বর্ষ । { ভাদ্র, ১৩২১ । সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ । } ১০ম কল্প ।
৬১৩ সংখ্যা । { ভাদ্র, ১৩২১ । সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ । } ৩য় ভাগ ।

নিবেদন ।

এ জীবন কি শুধু একটা মহাপ্রাণের
জলবুদ্বুদ্ব মাত্র ? মহাপ্রাণের যেমন
কত শত সহস্র জলবুদ্ব উৎপন্ন হইয়া
আবার তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া যাই-
তেছে, তাহার যেমন কোন উদ্দেশ্য বুঝা
যায় না এ জীবন কি সেইরূপ উদ্দেশ্য-
বিহীন জলবুদ্ব মাত্র ? একবার
উৎপন্ন হইয়া অগত্যা মিগাইয়া যাইবে ?
না, জগতের সমুদ্র স্রষ্টাবস্তুর প্রতি দৃষ্টি
পাত করিলে যেখানে শাই, এ জগতে
বিধাতাপুরুষ বাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার
কণামাত্র পিন্য উদ্দেশ্যে স্রষ্ট হয় নাই ।
প্রত্যেক ও স্রষ্টারূপে তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য
বৃদ্ধিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে তাহার
প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধিতে পাবা যায় ।
মানবের শুভ সমস্ত বাবা বাহা রচিত তাহা
কলাপিকব, ঈশ্বর নির্মিত । এ জগতের
সমুদ্র বসন্তই আমাদের অজ্ঞাতসারে বাত

রাখিয়া যাইতেছে পরে তাহাই আমাদের
জীবন গঠনের সহায় হইবে । এক কথায়
বর্ণিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের
জীবনই এ জগৎবাসীর শিক্ষার বিষয় ।
আমরা লক্ষণেই এক একজন শিক্ষকরূপে
পরিগণিত । যে জীবন শিক্ষার ক্ষত্র, নির্দিষ্ট
হইয়াছে, তাহাকে কিরূপে উদ্দেশ্যবিহীন
জলবুদ্বের সঙ্গে তুলনা করিব ? তাহাক
হইতে পারে না । ইহা যখন উদ্দেশ্য
বিহীন জলবুদ্ব নহে তখন ইহার
কর্তব্য কত কতিন ! যে জীবনের উদ্দেশ্য
আছে তাহার লক্ষ্যও আছে । সেই লক্ষ্যকে
সূক্ষ্মরূপে ধরিয়া লক্ষ্য প্রকার পরীক্ষার
মধ্য দিয়া আপন আপন কর্তব্য সাধন
করাই জীবনাত্মক কর্তব্য । এত কর্তব্য
সাধন করিতে চলে ।

অমাবস্যা-১৩

সামগ্রী নঃ-প্রথম যোগেতে ইহা ইহার
লক্ষ্য সাধনের উপযোগী হয় সেই সকল
প্রণয়ন ইহার উন্নতির সহায়তা কর।
পূর্ণজীবনে যাহা করিয়া আসিয়াছি তাহার
মধ্যে যে সকল ক্রীড়া ও অপরাধ আছে
তাঁহার সংশোধন কর। “জীবন ক্রম-
উন্নতশীল” শুনেছি, এ জীবনের পক্ষে
সেই যাক্য বাহ্যেতে গফল হয় সেই
আনন্দলাভ কর। তোমার করুণা বাতীত
জীবন বাঁচতে পারে না, এতদিন তোমার
সেই অশ্রু ককণা লাভ করিয়া
আসিয়াছি। হে দেবাদিদেব মহাদেব
আজিও তোমার সেট করুণার প্রার্থী
হইয়া তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছি,
আনন্দলাভ কর।

“সবাই ছেড়েচে নাহি দার কেহ

তুমি আছ তার আছে তব মেহ,
নিরাশ্রয় জন নাহি দার মেহ
মেহ আছে তব ভবনে।”

হে প্রভু “সবাই থাকে ছেড়েছে তার
তুমি থাক, যে নিরাশ্রয় তার অঙ্গ তোমার
গুহ আছে” এই আশার আশাসিত হইয়া
চলিতেছি, তুমি আমার সহায় হও।

তুমি আমার পিতা, রক্ষক পালয়িতা,
পরাশ্রয় করহ অতঃ।

তুমি মম জননী,— মেহ মেঘের ধনি,
কোলে রাখ এ তনয়।

তুমি আমার সখা, প্রাণ থাকে দেও বেথা,
উদ্ধার বিপদ সময়।

তুমি আমার গুরু, মনোবাহু করতক,
তব করুণা সর্জনদ্বি হয়।

শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা নারী।

১ জনকালে সকল দেশের, সকল সময়ের
ও সকল প্রকারের কল্যাণ একই অবস্থায়
পাকে। কিন্তু তুমিই হইবার পর পিতা-
মাতার অবসানসাথে ও বেশকাল ভেবে
ক্রমশঃ তাহাদের জীবনের ভারতমা হইয়া
থাকে। কল্যাণে পতিত সাংসারের শিত
উঠানে শারিত ধরিত্রকতা, তেতলায়
উপরে গুরুজননিষ্পন্নায়িত ধর্মীর
বালিকা, কিংবা স্বল্পর মননের শগায়
বহুল্য পোষাকে আবৃত ইউরোপীয় ধর্মীর
সহঃ প্রস্তুত সন্তান—এ সব শুনিই মননময়

প্রগতিবহের একই নিয়মে হুই এবং একইরূপ
আত্মাত্মিক অবস্থায় হুইত, উহাদের মধ্যে
কিছুই প্রভেদ নাই। সকলেই জ্ঞান পাইলে
একভাবে কীর্ষ এবং হুৎপানে এক
প্রকারেই পরিভূত হয়। জননী যাহাই
আহার করুন তাহা একই প্রাণাতীতে
জীর্ণ হইয়া একই নিঃসারসাথে তাহাদের
শরীর পুষ্ট করে। অবশ্য, উহাদের
বাহ্যিক পরিচ্ছদ ও সজ্জায় যে প্রভেদ
তাহা যাহা উহাদের আত্মাত্মিক অবস্থার
হটাং কোন বিভিন্নতা ঘটাইতে পারে না।

শীতকালে তাহাদের করিমখমণের বা
বনাতের পোষাকে গা ঢাকা হাত, বা
ডালুকের চামড়ার আচ্ছাদন করিয়া রাখ,
তাহারা উত্তর হইতেই একইরূপ উপকার
পায়। গ্রীষ্মকালে উহাদের ঘাটের উপর
শীতল পাতীতে ফেলিয়া রাখ, বা মাঠের
উপর নরম ঘাসে পোষাইয়া দাও—তাহারা
একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া খেলা
করে। কিন্তু ঐ সকল বালিকা যত বড়
হইতে থাকিবে তত তাহাদের জীবন
ও শরীরের অভেদ লক্ষিত হইবে। ইহা
সত্য যে, ধনী বা দরিদ্র, মূর্খ বা শিষ্ট
সকল শ্রেণীর লোকের সম্মানেরই
অনিবার্য ফলে অমূল্য হইয়া থাকে,
আবার এক ঔষধ ও জননীর শুদ্ধিবার
সকল শিশুই আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু
অধিকাংশ দরিদ্রসন্তান উপযুক্ত ঔষধও
পায় না আর মারও প্রাপ্ত হয়ও পায় না।
পিতামাতা দরিদ্র, ঔষধ কিনিবার অর্থ
নাই, অথবা তাহারা এত অশুভ যে ভিন্ন
ভিন্ন রোগের যে পত্রও ঔষধ ব্যবস্থা আছে
সে জানও তাহাদের নাই। অশুচ দরিদ্র
বা অশুভা মারেরদের মনে যে মার্কুৎসহ
কম তাহা নহে, কেবল শিক্ষার অভাবে
তাহারা উপযুক্তরূপে সন্তানপালনে
অক্ষম। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পড়িয়া
ধনীর কন্যাদী এক দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
থাকিয়া মার যত ও হাস্যদানীর কোণে
কোমলভাবে পালিত হয়, অপরদিকে
অশুভা বা করিজের বেরেটী মণীতে কাঁদা-

দুগা মণিরা বাড়িতে থাকে।

এখন আবার লক্ষ করিলে দেখিতে
পাইব, দুটি কোমল স্তন একত্র একভাবে
ছুটিয়া বড় ও কর্ণ প্রভাবে একটী
বাগানের গোলাপ হয়, আর অবহেলা
ও অপ্রজ্ঞা বশতঃ অপরটী বানর তাঁটি-
বাক্সের নত গড়াগড়ি যায়। এখন
হইতেই আমরা তাহাদের বাহ্যিক প্রভেদের
সংস্কারমণিক প্রভেদের চিহ্ন দেখিতে
পাই। বড় নাহুবেক জু মৃদালোকের
বেরেটী কানের হাঁট দিতে লক্ষ্যিত হয়,
দরিদ্র বা অশুভা শিশুর কান দুগা মণিরা
সুন্দর হয়। একটী বালিকা কাশড় না
পরিয়া কথা বলের বাহিরে ঘাইবে না,
আর একটী খোলা দেহে রাত্রির ছুটিয়া
বেড়াই। জন্মণঃ একজন নানাতপ
বিভার শিষ্ট হইয়া জ্ঞানবন্তী হয়,
অপরটী নিম্নের অথবা পণ্ডিত উপযুক্তরূপে
না বুঝিয়া শত্রুর মত জীবন কাটায়।
অতএব দেখ, ঐ দুটি জীবনে কত প্রভেদ।
বাহ্যিক বিভিন্নতা হইতেই উহাদের এই
আভ্যন্তরিক অনৈক্য। অশুচ দরিদ্রদিগের
পর হইতেই যদি আমরা ঐ দুটী মেয়েকে
একভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়া
মাগন পালন করিতাম, এপ্রভাবে শিক্ষা
দিতাম, তাহা হইলে ঐ দুটীই যে এক
প্রকার পবিত্র, শিষ্টতা ও চরু হইত
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহাতেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই-
তেছি, মানব জীবনে, বিপ্রেতঃ নারীর
পক্ষে শিক্ষার কত আবশ্যিক। আমাদের
ঘেসে অন্ন বহুলেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া

যাহ সেই ভক্ত বালিকাগণ অধিক দিন চলে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ও বহু-দৈবের দ্বারা হঠাৎ বা শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিবার অবসর পায় না, সেই কারণে অত্যন্ত-শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

ক্যানাডা প্রবাসির পত্র ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অন্যদণ পরে মিলু বাহরগ, আলু বাপু চলে নামিয়া আসিয়া বলিলেন কেমন আছেন মিঃ সিংহ ! আগনি ভিতরে আছেন" এই কথা বলিয়া আমাকে বৈঠকখানা ঘরে বসালেন এবং বলিলেন "চল না বাখিয়া আসিতে আমাকে কতগ্রহ পূরক করা করিবেন ।" আমি তত্বতরে বলিলাম "সে কষ্ট কিছু মনে করিবেন না, বোধ হয় আমি একটু অগ্রে আসিবাছি ।" তাহার পর হুট মনে চা পান করিলাম । তাঁহার নিকট হইতে Rev. Hutcheon, Toronto Unitarian Church এর Pastor এর বাড়ীর ঠিকানা পাইলাম । তখনি আমি তাঁহাকে 'Phone করিলাম । তিনি তত্বতরে আমাকে সে দিন বেলা তিনটো সমর তাঁহার বাড়ীতে গিয়া ব্রাহ্মসমাজ সংঘে কথাবার্তা করিতে বলিলেন । আমি মিলু বাহরগের নিকট হইতে বিহার লইয়া Central Y.M.C.A.তে ফিরাই আসিলাম । সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করিলাম । নিদিষ্ট সময়ে Rev. Hutcheon এর নিকট গেলাম । তিনি অতিশয় মহাশয় লোক, তাঁহার স্বী ও কজাগণ সকলে

একে একে আমার নিকট পরিচিত হইলেন । তাঁহার সকলে আমাকে বিহিরা বলিলেন । ব্রাহ্মসমাজের কাজ লইয়া অনেক কথাবার্তা হইল । প্রায় দেড় ঘণ্টা তাঁহার বাড়ীতে অতিবাহিত করিলাম । শেষে Rev. Hutcheon আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন যে পুনরায় যখন Torontoতে আসিবেন তাঁহার বাড়ীতে উঠিবেন, এবং আমার শির্ষক "ভারতের ব্রাহ্ম সমাজ সংঘে" বস্তুত বিবেচন । আমি আগামী শীতকালে সেই সময়ে Torontoতে যাইব এবং বোধ হয় সেই সময়ে মিলু গহাট্টা ও কলিকাতা হইতে Guelph এ আসিরা পৌছিবেন ।

Torontoতে জীবন সুন্দর কাটরা গেল । Exhibition Ontario হুদের অতি নিকটেই হইয়াছিল । হুদের জল পরি-কার, বালক বালিকারা সব সীতার নিচেতে । রাত্রিতে হুদের উপর নানা প্রকার fire-works (বামি পোড়ান দেখান) হইত । ও সে সব অতিশয় বিস্ময়কর ।

*Guelph নিবাসী মিলু গহাট্টার সহিত দেখকের বাতায় পরিচয় হইত যথো হইয়াছিল ।

আজ ১৯ই সেপ্টেম্বর। আজ Spencerকে Michigan হইতে এখানে আনাইয়াছি। Spencerএর মা ভারতবর্ষ হইতে কবি, পাটডার, চাটুনি সজ্জিত পাঠাইয়া দিয়াছেন। Spencer একজন ইংরাজ ছাত্র, ইতারপিতা Coimbatoreএর লাবরি। আমি মিস্ ওয়াটসনকে বলিয়া Macdonald Instituteএর Kitchen classএতে পড়িবার অনুমতি পাইলাম। তিন জন শিক্ষয়িত্রীকে আমাদের বাগার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আর আমি (of Calcutta), Spencer (of Nilgherry) Slater (of Poona) এই কয়েক মনে মিলিয়া অত্যন্ত ক্ষুধিতে খিতলায় বসে কারি ও ভাত রন্ধন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। আমার অন্ততম বন্ধু মিস্ কান্তমন্, মিস্ ওয়াটসন্ ও মিস্ রডিক্ এই তিন জন মধ্যে মধ্যে আশিয়া বেধিতে লাগিলেন আমরা ঠিক রন্ধন করিতে পারিতেছি কিনা। Spencer আলু ও পেঁয়াজ ভাবিল, Singha আতপ চাণের ভাত রন্ধন করিল; Slater ফাউলের কারি বাঁধিল। মিস্ কান্তমন্ ও অজ্ঞাত মহিলারা অগ্ন্যক হইয়া দাঁড়াইয়া বেধিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া বেধিতেছিলাম যে আল, মসলা ও লবণ ঠিক দেওয়া হইয়াছে কি না।

ওঃ যে দিন আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধি; নিয়ন্তরে যত শিক্ষয়িত্রী ও বাসিকা, তাহার আমাদের লক্ষ বক্ষ তনিয়া, ওধু কি

তাই, পেঁয়াজ তাহার গন্ধ পাইয়া উপরে আমাদের প্রাঙ্গণে নৌড়িয়া এলেন। “বহুদ শিক্ষয়িত্রীগণ!” বলিয়া আমরা চেগার দিলাম। কেহ বিভ্রান্ত করিলেন “সিংহ! তুমি কি আজ কামেডা চাড়িবে নাকি?” “না আমি তুমিবারে Guelph চাড়িব।” Spencer ঝুঝিল—“সিংহ! তুমি কি ভাব যে এই সমস্ত মহিলা আমাদের Indian dishকে পছন্দ করিবেন?” আমার নিকট কতকগুলি দোকতিনি ছিল, আমি এক একটা করিয়া বালিকাবিশেষের হাতে দিলাম। কেহ বলিল—“এটাকি?” “একজন আমি ইহার পূর্ণ করবও দেখি নাই।” তাহার পর এ কথা সেতুকপার পর আমি বলিলাম :— “Spencer! আমার যেন মনে হজে আমরা ভারতবর্ষই আছি।” হা হা করিয়া সকলে হাসিল। তখন বালিকাবিশেষের দিকে তাকাইয়া বলিলাম; “ভারতবর্ষে গেলে তোমাদের এই প্রকার অতিব্রত আল দেওয়া ‘খান’বইতে হইবে,” তাহার পর কাঁটা, চেষ্ট, ছাঁচ, ডিম্, জাপ্তিন সব টেবিলের উপর লালন হইল। ফাউলের কাঁটা অতি চমৎকার হইয়াছিল সমস্ত বালিকাদের তাহার একটু একটু আবাহন করান গেল। কেবল আমরা তিন জন পুরুষ আর তিন জন মহিলাতে ৬খানা চেয়ার লইয়া টেবিলটাকে ঘিরিয়া বসিলাম। প্রথমে “A toast to Emperor of India”— তার পর ঠাঃ খস্ক করিয়া পাইতে বস।

গেল। Spencer খাটতে খাটতে বলিল—
“কানেনডাতে আগার পর আমার কথা
কহিয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে আমি
একটাই এই সমস্ত ভাত খাইতে পারি-
তাম।” বহিষ্কার তাহার কথা ভূমিমা
হাসিল। বাওয়া বাওয়া শেষ হইয়া গেল,
কিছুক্ষণ পরে পিরানো বাজান গেল।
“Three cheers for India ! হিগ্,
হিগ্, হরে গভুতি আনন্দধ্বনি করা হল।
তার পর আমরা তিন জনে ঠিক করিয়া
যে ভারতে ফিরিলে আমরা একত্র মিলিত
হইব, এবং এই Macdonald Insti-
tuteতে Indian dish রীতির কথা
মরণ করিব।

Slaterএর কথা পূর্বে একবার লিখি-
য়াছি। সে ইংরাজ ছাত্র, গত বৎসর
B. Sc. উপাধি পাইয়াছে। আর এক
বৎসর পরে ভারতে ফিরিবে। Spencer
এই কলেজে এক বৎসর পড়িয়া Michi-
ganএতে পড়িতেছে, আর “লিঙ্ক”এতা
এখানে দু’বৎসর পড়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যা-
লয়ে ঢ’লিল। আমরা তিনজনে ভারতবর্ষ
হইতে আসি, আবার এখন তিন জনে
ভিন্ন ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইতেছি।
যদি তিন জনে জীবিত থাকি তো পুনরায়
ভারতে মিলিত হইব।

১৬ই সেপ্টেম্বর। আমি আজ কাল
Queen’s Hotelএ আছি। এখন
আজি ১১টা। এই কতকক্ষণ হইল মিসেস
ওয়াটসের বাকীর সকলকে “গুড্ বাই”
বলিয়া আসিলাম। Mrs. Watt বলি-

লেন :—“তুমি তোমার মাকে লিখ যে
তুমি ভাল আছ শুধু তাহা নহে, তুমি
সমস্ত বিষয়ে এখন ভাল চরিত্র, ইংরাজী
কথা বলিতেও বেশ শিখিয়াছ, তোমার
চেষ্টা পূর্ণাঙ্গক; ভাল চরিত্র, এবং
তুমি এখন Guelphএ আসিবে, আর
কোথাও নহে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া,
আমাদের দহিত থাকিবে। লুইস তোমাকে
পেলে খুব খুশী হবে।” আচ্ছা, এখন ত
দেপের কোন লোক একজন বিশেষীকে
কি এত খাতির, এত সমাদর করিতে
চাহে? আমি হিগ্, Mrs. Watt জীঠান,
এই দু’বৎসরে আমাদের মধ্যে এতদূর
বন্ধুত্ব। (গত কানেনডার নন্দারীগণ!)
Mrs. Watt শেষকালে আমার মধ্যম
অঙ্গুলি টিপিয়া শেষ “গুড্ বাই” বলিলেন
ও আশীর্বাদ করিলেন “God bless
you. Good luck to you.” আমি
ইংরাজী ভাষায় তাহাকে ঠিক রকম
শ্রদ্ধাভর করিতে পারিলাম না। বিদায়
লইতেছি এই কথাটি মুখ দিয়া স্পষ্ট
বাহির হইল না।

পর দিন প্রাতে কলেজের তিনজন
অধ্যাপককে special dinnerএ Well-
ington Hotelএ নিমন্ত্রণ করি।
Director Zavitz বলিলেন :—“তুমি
আর কিছু দিন প্রাণ্ডিকিয়া যাও, আমিও
তোমাকে ডিনারেতে নিমন্ত্রণ করি।” এই

* ইনি Mrs. Wattএর কন্যা, সেই সময়
এখানে কলিকতা হইতে আসিবার কথা
ছিল।

প্রাক্তরে সন্ধ্যার নিকট বিদায় লওয়া
হইল ।

আজ ১৭ই সেপ্টেম্বর। আজ বেলা

৫১৫ মিনিটের ট্রেনে Guelph ছাড়িয়া
মার্কিন রাজ্যে যাটবে। আমার পর পর
সেখান হইতে পাটনেন ।

প্রথম শ্রীমত্যাংগ লিঃ ।

শিখ গ্রন্থ-সুখমণী সাহিব ।

৪৪৫ বৎসর গত হইল, নানক ঐ
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ৬০
বৎসর বয়সে তিনি ইচ্ছাপেক পরিত্যাগ
করেন । তিনি এতদূর উন্নত ধর্মজীবন
দেখাইয়াছিলেন যে চিন্মুগলমান উত্তরেই
উৎসাহকে আশ্রয় বলিয়া মনে করিত ।
উহার ধর্মমত চিন্মুগলমান একেবারে
বাদ ছিল ।

শ্রুত নানকের মূখনিঃসৃত ধর্মপত্র
উহার শিষ্যরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়া-
ছেন । পঞ্চম শ্রুত অর্জুনদাস সে সমস্ত
এবং তৎপরগতী গুরুদিগের এবং কবির
প্রভৃতি সাধুদিগের কথা সম্বন্ধ একত্র
করিয়া “গ্রন্থ সাহিব” নাম দিয়া শিখ ধর্ম-
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । অর্জুনদাস গুরু
নানকের তিরোজ্ঞাবের ৪০ বৎসর পরে
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

শ্রুত অর্জুনদাস একজন অতি শুদ্ধ
সাধক ছিলেন । উহার প্রণীত সুখমণী
নামক গ্রন্থ উহার ধর্মজীবনের পরিচয়
প্রদান করে । এই গ্রন্থ পাঠ করিলে
জগৎ বিদ্যাস ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয় ।

সুখমণী—যাহা পাঠ করিলে সুখের
নাড়ীতে অর্থাৎ সবুজগণে মন অবস্থান

করে । সম্ভাব্য সাধিত কথা বাস্তব
হইয়াছে । শিখেরা আপনাদিগের ধর্মগ্রন্থের
পূজা করেন । সেই কারণে সুখমণী সাহিব,
গ্রন্থ সাহিব প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইয়াছে ।
সুখমণী গ্রন্থসাহিত্যের অধর্মত একটী
অপার । ইচ্ছাকে একটী পুণক গ্রন্থ
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ।

সুখমণী-গ্রন্থের পঞ্চাবলী স্তবলক-মোগে
গান করা যায় । দৌরী রাগিনীতে
শিখেরা ইচ্ছা গান করেন । পঞ্চম স্তব
অর্জুনদাসের রচিত বলিয়া ‘মংলা ৫’
এই সংকেত দেওয়া হইয়াছে ।

সুখমণী গুরুমুখী ভাষায় রচিত । গুরু-
মুখী ভাষা প্রথমে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া
বোধ হয় । কিন্তু কিছু দিন পাঠ করিতে
করিতে অতি সহজ হইয়া যায় । গুরুমুখী
ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনেক
সৌসাদৃশ্য আছে । ইহা অতি ক্রটি-
মধুর । পাঠকগণ অত্যন্ত মোকের ভাষা
ইহাও সুখ করিয়া পাঠ করিতে পারেন ।
ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এবং ধর্মগ্রন্থগণী
সুখমণী উত্তরেই এই গ্রন্থ পাঠ করিতে
কৌতুহল হইবে, এই ভাবিয়া গুরুমুখী
গ্রন্থ বাঙ্গালা অক্ষরে এবং অতি ছত্রের

কালো অমৃতাদ পৃথক পৃথক সম্বদ্ধ
করণে। আশা করি ইহাতে প্রত্যাশিত
পাঠ কারবার অনেকটা সুবিধা হইবে।
ভক্ত শ্রবণের অর্থ অমৃতাদেয় মধ্যে প্রকাশ
পাইবে।

পাঠকগণের সুখমণী পাঠে কৃতি বোধ
হইলে সমস্ত প্রত্যাশিত ও তাহার অমৃতাদ
প্রত্যাশিত হইতে অর্পণ করি।

সুখমণী সাহিব।

গৌড়ী, মংলা ৫।

ও সতি শুক প্রদানি।

ও সদ্গুরু কৃপা।

শ্লোক

আদি গুরুরে নমহ।

বৃগাদি গুরুরে নমহ।

সতি গুরুরে নমহ।

ঈশ্বর সেবায় নমহ ॥ ১

আদি গুরুকে নমস্কার

বৃগাদি গুরুকে নমস্কার

সদ্গুরুকে নমস্কার

ঈশ্বর সেবায় নমস্কার ॥ ১

অষ্টপদী।

সিমরট সিমর সিমর শুধ পাবউ।

কল কলেশ ভনমাছি মিটাবউ।

সিমরট বাস বিহুস্তর একে।

নাম জগত অগনত অনেক।

বেদ পুরাণ দিব্য সুখকর।

কিনে রাম নাম ইক আখর।

কিনক। এক জিন কীর বসাবৈ।

তাকি মহিমা গনি ন আটবৈ।

না-নী একে দত্ত ভুটাবৈ।

নানক উন সংসি মোহি উদ্যো ॥ ১

ভগবানকে শ্রবণ কর, শ্রবণ করিতে
করিতে সুখ পাইবে।

কলির ক্লেশ এই নরীর পাকিতেই নষ্ট কর।

সেই এক বিশ্বস্তর পুরুষকে শ্রবণ কর।

অনেক অসংখ্য বীর ভাষার নাম জপ
কর। বেদ পুরাণ ও স্মৃতি, সুখের আকর
এক অক্ষর রাম নামেই কেনা যায়। যার
জন্মের কণিকামাত্র বাস করেন, তাহার
মহিমা গণনা করা যায় না। একবার
মাত্র হোমার দর্শন আকাশ। কহি।
নানক বর্ণিতেছেন, ঐ (ভক্ত) যবে
আমাকে উদ্ধার কর ॥ ১

সুখমণী সুখ অমৃত প্রভ নাম।

ভগত জনাটেক মন ব্রজায়

সুখ মানিতেই সুখ, প্রভুর নামেই অমৃত।

ভক্তদের মনেতেই শাস্তি বিরাজ করে।

ব্রহ্মাউ।

ছেদ।

প্রভটেক সিমরন গরতি ন বটৈ।

প্রভটেক সিমরন সুখ বন নটৈ।

প্রভটেক সিমরন কাল পর হটৈ।

প্রভটেক সিমরন হ্রদমন টটৈ।

প্রভটেক সিমরত কছু বিঘন ন লাগৈ।

প্রভুর শ্রবণ করিলে গর্ভে বাণ করিতে
হয় না।

প্রভুর শ্রবণে বন ব্রজায় নাশ হয়।

প্রভুর শ্রবণে মৃত্যু পরিহার করে।

প্রভুর শ্রবণে লক্ষ পলাইয়া যায়।

প্রভুর শ্রবণ করিলে কোন বিষয় আসে
না।

প্রভকটু গিমরহি সে ধনবন্তে ।
 প্রভকটু গিমরহি সে পতিবন্তে ।
 প্রভকটু গিমরহি সে জন পরমান ।
 প্রভকটু গিমরহি সে পুণ্য লখান ।
 প্রভকটু গিমরহি সি বেবুহ তাহে ।
 প্রভকটু গিমরহি সি সত্বকে রাখে ।
 প্রভকটু গিমরহি সে লুখ বাণী ।
 প্রভকটু গিমরহি সবা অবিনাশী ।
 গিমরন তে লাগে জিন আপ দরশা ।
 নামক জন কী যঃপ্ রনাগা ॥ ৬
 প্রভুকে যে মনে রাখে সেই ধনবান ।
 প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পতিবতী ।
 প্রভুকে যে মনে রাখে সেই জনক প্রেত ।
 প্রভুকে যে মনে রাখে সেই পুণ্য-লখান ।
 প্রভু যঃপ্ রনাগে তাহারি কিছুই অভাব থাকে না ।

প্রভু যঃপ্ রনাগে সে সকলের তাজা ।
 প্রভু যঃপ্ রনাগে সে যুখে বাস করে ।
 প্রভু যঃপ্ রনাগে সে সবা অবিনাশী ।
 যঃপ্ রনাগে তাহারাই পাঠেন বাহ-বের
 লাভি প্রভু দয়া ৩৪ ।
 নামক এই সকল (৩৩) জনের পদধ্বনি
 প্রার্থনা করে ৥ ৬

প্রভকটু গিমরহি সে পর উপকারী ।
 প্রভকটু গিমরহি তিন সদ বলিহারী ।
 প্রভকটু গিমরহি সে মুখ সুগঠেব ।
 প্রভকটু গিমরহি তিন যুগ বিদ্যেব ।
 প্রভকটু গিমরহি তিন আত্মজীৱী ।
 প্রভকটু গিমরহি তিন নিরাময় রীতা ।
 প্রভকটু গিমরহি তিন অনন্য ধনেয়ে ।
 প্রভকটু গিমরহি বদহি হরি নেরে ।

সংকট করণা তে অনদিন জাগ ।
 নামক গিমরন পূরে ভাগ ৩৬
 প্রভুকে বাহারি যঃপ্ রনাগ করেন তাঁহার
 পর উপকারী হয়েন ।
 প্রভুকে বাহারি যঃপ্ রনাগ করেন তাঁহারিগকে
 বলিহারী বাই ।
 প্রভুকে বাহারি যঃপ্ রনাগ করেন তাঁহারের
 মুখ উজ্জল ।
 প্রভুকে বাহারি যঃপ্ রনাগ করেন তাঁহার
 যুখে কাণ যাপন করেন ।
 প্রভুকে বাহারি যঃপ্ রনাগ করেন তাঁহার
 আভিজিত ।
 প্রভুকে বাহারি যঃপ্ রনাগ করেন তাঁহারের
 নিঃশব্দ রীতি ।
 প্রভুকে বাহারি যঃপ্ রনাগ করেন তাঁহার
 আনন্দ বন লাভ করেন ।
 প্রভুকে বাহারি যঃপ্ রনাগ করেন তাঁহার
 হরিব নিকট বাস করেন ।
 সাধুদের কণ্ঠাতে তাঁহারি অগুণিন ভাষ্যতা
 নামক বলিতেছেন, সম্পূর্ণ দোষাণা
 হইলেই বাহু যঃপ্ রনাগ করিতে পারে ॥ ৬
 প্রভুকে গিমরন কারে পূরে ।
 প্রভুকে গিমরন কংকন কুরে ।
 প্রভুকে গিমরন চরিত্র বাণী ।
 প্রভুকে গিমরন সহজ সমানী ।
 প্রভুকে গিমরন নিঃশব্দ আসন ।
 প্রভুকে গিমরন কলম নিঃশব্দ ।
 প্রভুকে গিমরন অনন্য ধনকার ।
 যুগ ৩৩ গিমরন কা অর্থন পার ।
 গিমরহি সে জন বিন কটু প্রভু যঃপ্ রনাগ ।
 নামক তিন জন যঃপ্ রনাগ ৩৭

প্রভু অরণে কার্য সফল হয় ।
প্রভু অরণে করিলে কখন কাটিতে হয়
না ।

প্রভু অরণে করিতে করিতে হরিগুণ-
গানে হুঙ্কার হয় ।

প্রভু অরণে সচক্ষেই মন পাশ হয় ।

প্রভু অরণে আসন স্থিত হয় ।

প্রভু অরণে ভগবৎ-পদ প্রস্তুতি হয় ।

প্রভু অরণে অনন্তধর্ম ন অরণপথে
আগে ।

প্রভু অরণে যে অর্থ ভাষ্য অস্ত্র নাই ।
সেই অন্যে তাঁহাকে অরণ করিতে পারে
বাহ্যে তিন কৃপা করিয়াছেন ।

নানক এই মহাজনের অরণ লটকাছেন এ
হরি সিমরন করি সগত ১৭ টায় ।

হরি সিমরন লগ বেধ উপায় ।

হরি সিমরন ভরে সিন ব্যতি বাতে ।

হরি সিমরন নীচ চহু কুঁটী আতে ।

হরি সিমরন ধারী সত ধরনা ।

সিমর সিমর হরি কাষণ কর না ।

হরি সিমরন কিলো মগন অকার্য ।

হরি সিমরন মহি আপ নিরংকার্য ।

কর করিয়া মিল আপ বুঝায় ।

নানক শুক্লবুধ হরি সিমরন তিন পায়া ৩৮
হরিকে অরণ করিয়া তল গগতি করেন ।

হরি অরণ করায় বেদের সৃষ্টি ।

হরি অরণ করিয়া নিধ, বতী এবং বানী
হয়েন ।

হরি অরণ করিয়া নীচ ব্যক্তিও চারি-
দিকে জানিত হয় ।

হরি অরণে সমস্ত পৃথিবী রক্ষিত হয় ।

অরণ কর অরণ কর দেই কারণের কারণ
হরিকে ।

হার অরণে সফল বস্তুর সৃষ্টি ।

হার অরণে আপনি নিরংকার বিবাকিত ।

হার কৃপা করিয়া বাহ্যে আপনি
বুঝাইয়া দেন,

নানক বাগতেছেন, হে শিশু হরিকে
অরণ করিতে দেই পারমার্থে ৥ ৮

শিশু গুরু-সুখানী সাহিব ।

২ । নৈঃক ।

দীন বদে গুণে ভাঙ্গনা ঘট ঘট নাপ
অনাথ ।

মরম হুদারী আয়ো নানক কে প্রভ
নাথ ৥ ১

হে দীনদরিস-গুণে-ভাঙ্গনা, সফল অনাথ-
দোষের নাথ !

হে নানকের প্রভু, তোমার নিকট
আসিগান, তোমার অরণ গইনাম ৥ ১

অষ্টপদী

বহু মাত শিতা পুত্র নিত ন ভই ।

মন উহা নাম তেঁদের সঙ্গ লই ।

বহু মহা ভয়ানক হৃদ মন দৈল ।

ভহ কেবল নাম মগ তেঁদের দৈল ।

বহু মূগল হোঁদের ব্যতি ভাই ।

হারি নাম যন বাহি উদ্যায় ।

অনিক পুনহ চরণ করত নীচ তৈল ।

হারি নাম কোট পাণ লগইল ।

শুক্ল বৃষ নাম লগইল মন যের ।

নানক লাবহ অর্থ বনেবে ৥ ১

যেখানে যাতা পিতা পুত্র নিত ভাই সঙ্গ
নাই,

হে মন, সেখানে হরিনাম তোমার সঙ্গ ও
সংহার।

যেখানে মহা ভগ্নানক বসন্ত দলন করে,
সেখানে তোমার সঙ্গ কেবল হরি নামই
যায়।

যে সময় অত্যন্ত বিপন্ন হয়,
হরিনাম এক মুহূর্তে উদ্ধার করে।
অনেক পুণ্য করিয়াও মানুষ ভুলিতে
পারে না,
কিন্তু চরিনামে কোটী পাপ হরণ করে।
হে মন, অতঃপর নাম জপ কর—
নামক বলিতেছে, তাহাতে জুখ ঘন
কাপ্ত হইবে ॥ ১

সগগ সৃষ্টি কো রাক্ষসী হুঃখীরা।
হরিকা নাম জপত হোয় হুঃখীরা।
লাখ কয়েকটি বধন পঠে।
হরিকা নাম জপত নিগতবৈ।
অনিক সাধা রংগ ত্রিঘন বুকাটবৈ।
হরিকা নাম জপত আঘাটবৈ।
যত মাংস ইন্দ্র ঘাত ইকেলা।
তব হরিকা নাম গংগ হোত হুঃখীলা।
ঐশা নাম বন সদা খিরাইঞৈ।
নামক শুক যুগ পরম গতি পাটঞৈ ॥ ২
যদি কেহ লক্ষ সৃষ্টি বস্তুর রাজ্য হয়,
তাঁহা হইলেও সে হুঃখী।

কেবল নাম হরিনাম জপ করিয়াই মানুষ
সুখী হইতে পারে

লক্ষ এবং কোটি বধন থাকিলেও, হরি-
নাম জপ করিয়া নিষ্কার পাটতে পারে।

অনেক সাধার রংগ ও আশ্রয় ভুজা মিটে
না।

এক হরিনাম জপাতেই ভুজা মিটে।

যে মার্গে মানুষ একা যায়।

সেখানে শুধু এক হরিনাম লক্ষ পাকে।

হে মন, এমন নাম সর্পদা ধ্যান কর।

নামক বলিতেছেন, তাহা হইলে শিখা

পরমগতি লাভ করে ॥ ২

ছুত নহী কোটী লখ নারী।

নাম জপত তব পার পরাধী

অনিক বিঘন বহু আর স-ঘাটবৈ।

৪০০ কা নাম তৎকাল উধাটবৈ।

অনিক যেন জনমৈ মরি যায়।

নাম জপত পাটব নিগতবৈ।

তা মৈলা মল কবহ ন গোটবৈ।

হরি কা নাম কোটী পাপ গোটবৈ।

ঐশা নাম জপত মন রঙ্গ,

নামক পাট ঐ সাধ কৈ সঙ্গ ॥

কোটি লক্ষ সেনা বধন উদ্ধার করিতে
পারে না,

নাম জপ করিলে তাহা হইতে উদ্ধার হয়

অনেক নিয বধন সংহার করিতে পারে।

হরি নামই তখন বিপন্ন হইতে উদ্ধার

করে।

অনেক যোনিতে যে জন্মিতেছে ও মরি-
তেছে,

নাম জপ করিয়া সে জন্ম মরণ হইতে
বিশ্রাম পায়।

অহকারের মহলা বাহার কখন ধোয়া হয়
নাই..

হরিনামে তাহার কোটী পাপ হরণ করে।

হে আমার মন, আনন্দের স'হিত এই
নাম জপ কর।

নানক বলিতেছেন, সাধু সঙ্গ যখন পাই-
রাছ ॥ ৩

যিহ সারথ কে গানে বারি ন কোশা ।

হরিকা নাম উহা সঙ্গ তোলা ।

যিহ-টপেতে মতা অন্ধ গুবারা ।

হরিকা নাম সঙ্গ উজীয়াবা ।

যহ পাথ তেরা কোন গিরাহু ।

হরিকা নাম তহ নাগ পরাহু ।

যহ মহা ভদ্রান উপত যহ বাম ।

তহ হরি কে নাম কী তুম উপর হাম ।

যহা তুয়া মন তুহ আকর বৈ,

তহ নানক হরি হবি অনুত বদনৈব ॥ ৪

যে রাহার দূর (কোশ) গবনা করা
যাহ না।

হরিনাম সেই পথে তোমার স্মরণ
সঙ্গী ।

যে পথে মতা কোর অন্ধকার,

হরিনাম সেখানে তোমার আলোক ।

যে পথে তোমার কোন পরিচিতি নাই,

হরিনাম সেখানে তোমার পদ ।

যেখানে ভদ্রানক গ্রীষ্ম ও শরৎ,

সেখানে হরিনাম তোমার উপর ছায়া ।

ও মন, যেখানে হ'রীক'র মন আকর্ষণ
করে,

নানক বলিতেছেন, হরি হরি! সেখানে
অমৃত বর্ষন হয় ॥ ৪

ভক্ত জন্যকী বরতন নাম ।

সংত জন্য কৈ মন বিশ্রাম ।

হরিকা নাম দাগ কী চট ।

হরিকৈ নাম উত্তরৈব কোট ।

হরি বণ করত সংত বিন রাত ।

হরি হরি গুণ সাধ কামাত

হরি জনকৈ হরি নাম নিধান ।

পর ভক্ত জন কীনা দান ।

মন উন রক্ত রক্ত বস চকৈ ।

নানক জন কৈ বিরত বিনেচকৈ ॥ ৫

ভক্ত জনের উপকৌবিক হরিনাম,

ভক্ত জনের মনে পাণ্ডি বিবাক করে ।

হরিনাম তাঁহার দাসের আশ্রয়,

হরিনামে কোটা কোটা ব্যক্তি উদ্ধার
পায় ।

সাধুগণ বিবাকরি হরিনাম গান করেন,

সাধুগণ হরিনাম গুণ কামনা করে,

হারকনের হরি নামই সম্পদ,

পরব্রহ্ম হরিনামকে এই নাম প্রধান
করিয়াছেন ।

মন এবং শরীর সেই একেরই অনন্য
ময়,

নানক বলিতেছেন, হরি জনের ইহাই
বিবেক এবং বৈরাগ্য ॥ ৫

হরিকা নাম জন কউ মুক্ত দুগত ।

হরি কৈ নাম জন কউ তৃপ্ত দুগত ।

হরিকা নাম জনকী অগ বস ।

হরি নাম জনত কন পটৈ ন রক্ত ।

হরিকা নাম জনকী বচিহাই ।

হরিকৈ নাম জন শোভা পাই ।

হরিকা নাম জন কউ ভোগ বোগ ।

হরি নাম জনত কছু নাহি বিবোধ ।

জন রাতা হরি নামকী সেবা ।

নানক পুটৈ হরি হরি ঘোরা ॥ ৬

হরিনামের হরিনামই মুক্তি এবং মুক্তি,

হরিনামের হরিনামই তৃপ্তি ও ভোগ ।

হরিজনের হরিনামই রূপ ও বস,
হারিনাম রূপ কারণে কখনও কষ্ট পান
না ;

হারিকনের হরিনামই প্রেরক,
হরিজনের হরিনামই শেখতা ;
হারিকনের হরিনামই যোগ এবং ভোগ,
হরিনাম রূপ করিলে কিছুই অভাব
থাকে না,

হরিজন হরিনাম সেবাতেই বস থাকেন ।
নানক বলিতেছেন, হরি দেবতার পূজা
কর ॥ ৬

হরি হরি জন কৈ মাল খলীনা,
হরি খন জন কউ আপ প্রত দীনা ;
হরি হরি জন কৈ ওঠ সতানী,
হরি প্রতাপ জন অবরন জানী ;
ওত পোত জন হরি রস রাতে,
কুন সমাধ নাম রস মাজে ;
আঠ পরর জন হরি হরি মটৈ,
হরিকা ভগত প্রগট নহি ছটৈ ;
হরিকী ভগত মুক্ত বত করে,
নানক জন সংগ কেতে ততৈ ॥ ৭

হরিজনের বন সমাধ হরিনাম,
হরিজনকে আপনি দয়া করিয়া প্রভু
ইহা দিয়াছেন,

হরিকনেও চরিত্রই শক্তি, মান ও আশ্রয়,
হরিজন হরির প্রতাপ ব্যতীত আর
জানে না,

হরিজন হরিরসে ওত প্রোত,
বাহুজানপুত্র সমাধিতে বসিয়া নাম
রসে মগ্ন,

হরিজন আট গুরু হরিনাম রূপ করেন,

হরিতরু প্রকাশ হইয়া পড়েন, ছাপা
পাকেন না,

হরিতরু বহু লোককে মুক্ত করেন ।
নানক বলিতেছেন, হরিজনের সঙ্গে
কত লোক ভগিয়া যায় ॥ ৭

পারজাতি ইহা হরিকা নাম ।
কামধেন হরি হরিতরু গান ।
সত্যে উত্তম হরিকী কথা ।

নামে স্তবত দণ্ড হরণসা ।
নানকো মহিমা লাভে জন বটৈ ।
গন্ত পতাপ দূরত সত নটৈ ।

সত্যকা সঙ্গ বড় ভাগী পাই ঐ ।

সত্যকা সেবা নাম দিহাই ঐ ।

নাম তুল কছু অপরন হোর ।

নানক গুরু মুখ নাম শাটব জন কোর ॥ ৮

হরিনামই বর্ণের পারিজাত পুষ্প,
হরিগুণা ই কামধেনু,
হরিকা সত্যের উত্তম,
নাম শুনিলে কৃষ্ণ কষ্ট দূর হয়,
নামের মহিমা সাধুগণের জন্মে অবধান
করে,

সাধুগণের প্রত্যাপে পাণ নাপ হয় ;

সাধুগণ বড় ভাগো হয়,

সাধুগণে হরিনাম অরণ্য করে,

নামের তুল্য আর কিছুই নাই,

নানক বলিতেছেন, কোন কোন দিবা
গুরু মুখ নাম লাভ করেন ॥ ৮

৩

প্রোক ।

বহু শাসন বহু নিষিদ্ধি শেখ লয় ডং

ঢোল,



পুত্রসি এহী হরি হরে মণেক নাম
অমোক্ষ ১১

অনেক শাস্ত্র এবং স্মৃতি পুঁজিরা যেখি-
লাম, সে সকল চরিত্রের বৃত্তান্তের আদেশ
না, নানক বলিতেছেন, চরিত্রাম অবলা ৪১
জপ তপ জ্ঞান সব ধ্যান,
কট শাস্ত্র সমুদ্র বখান ;
দেগে অভ্যাস কর্তৃ পক্ষি বিদ্যা,
সগল তির্যগি বন মধ্যে কিরিয়া ;
অনিক পক্ষি কীয়ে বহু বতনা,
পুনঃ পুনঃ হোম বহু বতনা
শরীর কটায় হোম কব রাতী,
বহু নেম কবৈ রাতী ;
মহী তুল নাম নাম বীণা,
নানক শুধ খুঁচ নাম এদীয়ে ইকবার ১১

সকল সত্যের মণ, তপ, জ্ঞান এবং
ধ্যান,
বহু বর্ণন এবং স্মৃতির বাখান,
যোগ অভ্যাস এবং পক্ষি কর্তৃ ও কিরিয়া,
সকল ভাগ্য করিয়া বনমধ্যে ব্রহ্মণ করা ;
অনেক পক্ষিদের অনেক গরু করা,
পুণ্য এবং হোম ও বহু বহু ধ্যান ;
শরীরকে টুকরা টুকরা কাটিয়া তাহা
খাদ্য হোম করা,
বহু পক্ষিদের ব্রত নিরম করা,
এ সকল কিছুই দ্বার নামের তুল্য বিচারে
আপেক্ষা না,
নানক বলিতেছেন, একবার সেই শুক-
বত নাম মণ কর ১১

(ক্রমপঃ)

ভুল ভাঙ্গা ।

(পূর্ণ পক্ষিপতির পর ।)

আজ নিভঃশব্দে অগ্রণ বড় বাড়িগাছে ।
বহুবার সে এখানে এখানে করিতেছে ।
সমস্ত সমস্ত নরনর্য নিমোদিত হইয়া আসি-
তেছে, এক একবার চকিতের দ্বারা চাখি-
বিলেক উৎসাহ ভাবে চাখিতেছে । পার্শ্বে
জাননী অনিঃশব্দে কণ্ঠস্বর বিনোদিত
মুখেব বিকে চাখিয়া আছেন । তাঁহার
নয়ন দ্বারা প্রকাশিত পড়িয়া বক প্রাণিত
করিতেছে ।

দীর্ঘ দীর্ঘ বিবরণি অমর নাগ কক্ষ-
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । হায় ! কত
কাণ পরে !

বিভাব মাতা অজ দ্বার দ্বিগ্না বাতির
চটয়া গেলেন । তাঁহার বক্ষ দীর্ঘ
হইবার উপকন হইতেছিল । অমর নাগ
বেশিলেন, সেই পোনার পতিমা, মনিন
হইয়া দেন শব্দার দ্বিগ্না রহিত ।
নিভঃশব্দের বিকে চাখিয়া অমরের বুক
কাটিয়া যাইতে লাগিল । অমর অবসন্ন
ভাবে বিভাব শব্দাচারে বসিয়া পড়ি-
লেন । উন্মত্ত কণ্ঠে ডাকিলেন,
“বিভা !—বিভা আমার !”—

চমকিত হইয়া বিভা নরনোদ্রোণ
করিল । এমন অবস্থার আত্মান তো

বিভা! গৃহপাল তুমি নাই? কল্প দিনই বা ভ্রমিচ্ছাওল? বিভার গর্ভরত্না যেন কি এক হুঁত বাজিয়া উঠিল। অমর-নাথের মুক্তি অস্পষ্ট ভাবে বিভার মনে লাগিবেছিল সেত তান করিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই! কিন্তু সেই অস্পষ্ট হুঁতের বামীর বেবমুর্তি অস্পষ্ট ভাবে কল্পনা করিয়া বাসিকা মনে মনে লগ্ন-কল্পন দিয়া পূজা করিতেছিল। অগ্নরে অগ্নরে বামীকে দেখিতে পাইত, তাই আভাগিনী বামীর দীর্ঘ অবর্ধন ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও ভাবিতা ছিল। আক কত কাল পরে, জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষেপে বিভা বামীকে দেখিল, তাহার মুখে লগ্নর সস্তাবন শুনি। অগ্নহ আনন্দে বিভার নরনয়নগল হইতে জলধারা পড়াইয়া নীর গগ্ন বহিতা চলিল। অমৃতপ্ত অমর নাথ সেই গুর্ভ মুখ খানি লগ্নরে স্বীয় অক্ল গ্রহণ করিয়া সবস্ত্র তাহার অঙ্গ মুছাইয়া দিলেন। এতক্ষণে বিভার কথা ফুটিল, অতাত ক্ষীণবরে বলিল, “এতদিন পরে মনে পড়েছে!”

অমরনাথ স্নেহে বলিলেন, “তোমার এমন অমুখ হইয়াছে, আমার জানাও নি কেন বিভা! তুমি যদি আমার আসতে নিষ্পত্ত, তবে আমিও অনেক আগে আসতে পারিতাম।”

বিভা সেতরূপ স্নেহে বলিল “অনেক ব্যস্ত তোমাকে চিঠি লিখতে গিয়ে আপনাপ্রাণি কান্ত হ’য়েছে, পাপ লক্ষ্য। আমার লিখতে দেয় নি। আর আমার

মনে হ’তো, আমি চিঠি লিখে তুমি কি ভাববে, কল্পত সূচ্য করে ফেলে দেবে, এই ভর আমার বচ চরেছিল। আর কে বশন সূচ্যার তাগ —”

অমর নাথ দিগ্ কাভব করে বলিলেন, “আর বলা না বিভা! আমার বুক কেটে যাবে, আমি তো তোমাকে চাপ করি নাই? আমার লগ্নর পাবন সত্য, কিন্তু লগ্নেরও একটা সাতা আছে। বিভা! আমার বিকা। তোমার অপরাধী বামীকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা না করলে আমার কিছুতেই শান্তি নাই।”

বিভা পূর্ণমুগ্ন মুহুরে বলিল, “তোমার অপরাধ কি? আমার অমৃত! বাঁহোক আর আমার কোন দ্রব্য নাই। তুমি এসেছ, আমাকে আদর করেছ, এখন আমি সুখে মরতে পারব।”

অমর বিভার ক্ষীণ শুক গঠ খানি মাঝরে চুবন করিয়া বলিলেন, অমন কথা বলা না বিভা! আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে বাঁচাব। সেবা শুভ্রবার তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে কেড়ে নেব।”

বিভা, ক্ষীণ বাহ যুগল দ্বারা বামীর কণ্ঠ খেঁদন করিয়া তাহার বুকের ভিতরে যুগ খানি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, “আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তবে তোমার দেশে নিয়ে চল। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।”

অমর আবেগের সহিত বলিলেন, তাই চল বিভা! তোমাকে পমীয়ায় আমার

সেই মাটির ঘরে নিবে ঘাই। সেখানে
এত ঐক্যের বিধা আড়ম্বর নাই। কিন্তু
সেখানে বা' স্বাভে, তোমার পিতার এই
স্বপ্নে অটলিকায় তা' নাই। চল বিতা
আমাদের পল্লীজননীর শাস্ত্রময় ক্রোড়ে
কিরে ঘাই। বিতা! অতিমানসী আবার!
আবার বলি, আবার কমা কর। আবার
ধারণা ছিল, ধনবান হটলেই অকস্মাৎ
হয়, তা'দের জঘরে দেহ, সেগর সত্যুতি
অকোমল স্ত্রীচলি কখনই থাকতে পারে
না। তোমার পিতার ব্যবহার, আমার
সেই সন্দেহ-অনলে উজ্জ্বল হ'য়েছিল।
কিন্তু তখন আমি জানতে পারি নাই যে,
মকছুঘির মধ্যেও বিমলপলিলা স্রোতস্বতী
থাকে। কালভূক্কের গিরে নরন-মুহুর
উজ্জল মণি বিস্তার করে, এবং পক্ষি
জলেই নরনাভিগ্রাস-কমলিনী পোতা
পায়। বিতা! আদরিণী আবার! এত
দিন পরে আবার তুল ভেবেছে।"

অনেকক্ষণ কথা বলিয়া বিতা বড় ক্লান্ত
হইয়া পড়িয়াছিল। সে অবগত-ভাবে
নরন মুহুর করিল। আর কিছু বলিতে
পারিল না। অমরনাথ ঘরে ঘরে ভাঙা
স্বাভায়ে শোয়াইয়া যিলেন, এবং পার্শ্বে বসিয়া
সব্বত্রে, মুহুর্তব্যে বাজন করিতে লাগিলেন।

১২

অমরনাথকে দেখিয়া বিতার অন্যত
অবস্থা হইল। বহুদিনের বাহিতকে
পাইয়াই হউক, আর অমরের ঐকান্তিক
ভক্তগাও শুনেই হোক, বিভাসরী ঘরে
ঘরে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল।

বিতা অপেক্ষাকৃত সঙ্গ হটলে অমর
নাথ তাহাকে বেশে লইয়া বাহ্যে গতা
করিলেন। এমর অমরের বস্ত্র-বাড়ী
আর কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না,
বরং সান্নিধ্যে সম্মতি দান করিলেন।
বিশেষ মেবার বৈশাখ মাসেই কলিকাতা
সহরে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছিল। তিকি-
মকরা সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "এ
সময় পল্লীগ্রামে বাসাকর। সেখানে বিতা
মরীর স্বাক্ষরে উন্নতি নীচ নীচ হইবার
সম্ভাবনা।" অমরনাথ শুভদিন দেখিয়া
সদ্রীক বেশে যাত্রা করিলেন।

চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়া অবধি অমর
বেশে আসিতে পারেন নাই, স্নেহের পিতা
মাতা বহুদিনের পরে স্মরণমুখ
বধুগহিত দেখিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ
করিলেন। শ্রীনগরনাগিনী স্ত্রী পুত্র
বলে বলে বধুকে দেখিবার জন্য কানী-
নাথের তবনে আসিতে লাগিল। অমরের
জননীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি
গরম আঁজায়ে সকলকে বধুর মুখ দেখা-
টতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে
বধুর দৌলপের প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিভাসরী জীবনে এই প্রথম বাহীত্রে
আসিয়াছে। সে বাহা কিছু দেখিতেছে,
সবই তাহার চোখে নূতন। সহরের
নিরবচ্ছিন্ন গড়গড়ের ভিতর হইতে
আসিয়া পল্লীগ্রামের অনাবিল নীরবতা,
বিতার নিকটে বড় মনোরম ও তৃপ্তিপ
বোধ হইতে লাগিল। পল্লীজননী, তাঁহার
কথ ক্রিষ্ট সন্তানজীকে সম্বন্ধে বীর শাস্ত্রম

জোকে আশ্রয় দান করিয়া, তাহার রক্ষণ
কেনে পথহারা বুলাইয়া সতর্পণে দেখা
করিতে লাগিলেন । বিজা, শিতার অতুল
ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকিয়াও যাহা পার নাই,
বায়ীর তৃণাচ্ছাদিত ভবনে আসিয়া ভাড়া
পাটল । সে বচ সুখী হইল । বড় লাভ
লাইল । বিনা ঔষধে পনের দিনের মধ্যে
তাহার পীড়ার অঙ্কে উপশম হইল ।

কাশীনাথের প্রতিবেশী এবং পক্ষস্থান
সদর ঘোষের কস্তার সহিত কুমারনাথের
স্তম্ভ বিবাহ সখ্য স্থিরতর হইল । লাতার
সখ্য বিবাহ করিয়া অমর ভগিনীর বিবাহের
জর বাস্তব হইলেন । কারণ তাহার
ছুটির আর বেলা দিন ছিল না ।

সন্ধ্যার পরে কাশীনাথ নিজ বহির্কোঠাতে
বসিয়া আছেন, অমরনাথ এবং গ্রামের
কতিপয় ভদ্রলোক সেখানে উপবিষ্ট
আছেন । উদাযাণার বিবাহ সখ্যে কথা
বার্তা হইতেছিল । কাশীনাথ কয়েকটি
লক্ষ্যের কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু
অমরনাথের কোনটী মনোনিত হইল না ।
উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে একজন
একটি ছেলের কথা বলিলেন । ছেলেটী
তাঁহার কোন আত্মীয়ের পুত্র । সবিশেষ
অমর হইয়া অমর এই কাগ্যটী মনোনিত
করিলেন । ছেলেটির বাড়ী কলিকাতার
মিউটবর্গী কোম্পার গ্রামে । অমরনাথ
তৎপর দিবসেই পুরঃ কোম্পার বাইরা
সখ্য স্থিরতর করিয়া আসিলেন, সান্নাৎ
হইল । সেই ভদ্র লোকটিও গদে
বাইলেন ।

যাত্রি অনিচ্ছ হওয়ায় সকলে উঠিবার
উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী
মলিনবেশধারী পীণবোধে দুবন্ধ বীরপনে
গেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল । হঠাৎ
তাঁহাকে দেখিয়া সকলে চমকিত হইলেন,
কারণ দুবন্ধের পরিচয় বসাননি সামান্য
এবং মলিন হরণেও তাহার আকার-
প্রকার তাহার মনঃ বংশের পরিচয়
দিত্তেছিল । দুবন্ধের দুবন্ধগুল দীর্ঘ ও
তুচ্ছ হইলেও তাহাতে একটী সুন্দার
লাবণ্যের আভা কীড়া করিতেছিল ।
সকলে দুবন্ধের পরিচয় জিজ্ঞাস্য হইয়া
নানা কথা বলিতে লাগিলেন । কিন্তু
দুবন্ধ একটীও উত্তর দিল না । সে
মুতমুতীতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল ।
অমরনাথ এক দৃষ্টে দুবন্ধের মুখের দিকে
চোঁকাছিলেন । হঠাৎ স্তম্ভপথে আসিয়া
একেবারে আগন্তুক দুবন্ধের কর্তব্যে
কল্পিতা ধরিলেন । আবেগপূর্ণ স্বরে
বলিলেন, “জিজ্ঞাস্য তাই !—” অমর
আত্ম বলিতে পারিলেন না, তাহার হৃদ
চকু দিয়া বল পড়িতে লাগিল । অজিত-
কুমারের চকুও শুক রহিল না । উত্তর
বন্ধ পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া অনেককণ
রহিলেন, কেহই কোন কথা বলিতে
পারিলেন না । কাশীনাথ অকস্মাৎ
অজিতকে দেখিয়া বিস্মিত, চকিত ও
পরম আত্মবোধিত হইলেন । উপস্থিত
ভদ্রলোকগণ নিশ্চিন্তভাবে উত্তর বন্ধ
প্রতি চাহিয়া রহিলেন ।

শেষ।

পাঠক! পাঠিকা! আহ্ন, পাঠা
 ঐশ্বর্য। অলম্বোপের বিরাট আয়োজন।
 উইটী বিবাহ এক সঙ্গে হইতেছে। সমা-
 যোহের মীমা নাই। এই বিবাহের পাঠ
 পাঠী কারারা? তালো কি বলিতে হইবে?

যথালম্বের মহোদমারোহে অীমান কুমার
 নাথের সন্তিত রামলম্বের কস্তা-
 কিস্তি বাল্যে কুস্তিবিবাহ অসম্পন্ন হইল।
 আর আমাধের অজিত কুমার তাঁহার চির-
 ব্যক্তি। উষাবাল্যকে কীবনের পত্নী
 রূপে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর অজিতের
 পিতামহাভার সমস্তিকমে এই কুস্তিকাণ্য
 সম্পন্ন হইয়াছিল। এতদিন পরে অমর-
 নাথ অজিতের হঠাৎ অস্থগানের কারণ
 বুঝিতে পারিলেন, এবং তাঁহার ভাবনা-
 রের কারণ অমরের নিকট আর জ্ঞাত
 হইল না। যনে, যানে, কুলে, মীনে, রূপে
 শুণে অজিত কুমারের স্ত্রী অসম্পন্ন আর
 কোথায় পাইবেন? অীমানবিনাসী সকলে
 উষাবাল্যের সৌভাগ্যের প্রশংসা করতে
 লাগিল।

একটা ককে সমস্ত, অজিত, বিভাসমী ও
 উষাবাল্য কণা-বার্তা, আমোদ-আহ্লাদ
 করিতেছিলেন। সে ঘরে অস্ত্র কেহ ছিল
 না।

বিভা, উষাবাল্যকে ধরিয়া অজিতের
 পার্শ্বে বসাইয়া বসিলেন। উষা, তাঁহার
 বোধিদির মুখে ভিতরে মুখ লুকাইল।
 যেমতী বোধিদি সঙ্গেহে সেই মুখখানি
 তুলিয়া ধরিলেন, হাসিতে হাসিতে বলি-

লেন, "এই মুখ খানির এমন ভণ্ড, যে
 একবার দেখে সে পাগল হ'য়ে যায়।
 কেউ বা বিবাহী হ'য়ে যায়। অজিত
 বাবু? মাঝখানে রাখ'বেন। যেন কারো
 দৃষ্টিপথে না পড়ে।"

অজিতও হাসিয়া বলিলেন, "সকলেই
 কি পাগল হয়? না, সকলেই বিবাহী
 হয়? সম্মান যার অস্ত্র ব্য'কে নিকট
 ক'রে দিবেছেন, তার অস্ত্রই সে পাগল
 হয়। উষা এতদিন কুমারী ছিল কারে অস্ত্র?
 কই? আর তো কেউ পাগল হয় নি?"

অমর বলিলেন, "কি আশ্চর্য! চই
 বৎসর এক সঙ্গে পোকে অজিতের মনের
 তাৎ জানতে পারি নাই।"

বিভা সমস্ত পাইয়া বলিল, "মাঝে যদ্বি
 মাহুবেক মনের ভাব জানতে পারিত,
 তাহলে আর ভাবনা কি ছিল? বিশেষ
 পুত্র মাহু —

অমর অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কমা:
 কর বিভা! আর সে কথার কাজ নাই।
 সত্যই আমি বড় নিরোপ।"

অজিত কুমার সেইরূপ হাসিতে হাসিতে
 বলিলেন, "অমর! যে দিন তোমার
 মুখে শুন্লাম, ধনবানের উপরে তে মার
 দাকণ বিধে, ধনীও পুত্রের সহিত কিছু-
 তেই উষার বিবাহ দিবে না, সেই দিন
 সংসার এবং কীবন আমার কাছে পুত্র
 যোগ হ'লো। আমি উষাকে নিশ্চয়
 হ'বার অস্ত্র বহুদূর গিয়াছিলাম। অনেক
 স্থানে ভ্রমণ ক'রেছি, কিন্তু দেখলাম,

মৃত্তি বাবার নয়। তাই আবার ফিরে এলাম।”

অমর কুণ্ডিত ভাবে অজিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “আর কেন তাই! আমার লজ্জা দাও? সে তুল আমায়

ভেঙ্গে গেছে, তার সাক্ষী এই দেখ,”— এই বলিয়া অমর, এক হস্তে অজিতের এবং অঙ্গ হস্তে বিভার হস্ত ধারণ করি গেল।

সমাপ্ত ।

ঈশ্বরী হেমাবিনী ঘোষ ।

বিশ্বাসীর জীবন ।

স্বর্গে ঈশ্বর জীবনচরিত বস্তুই পাতলা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে ৩০ বৎসর বয়সের সময় তিনি দীক্ষা লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হন। তখন তিনি মুসল্ট বৃত্তিতে পাবলেন যে ঈশ্বর জীবনের একটা মণ্ডান উদ্দেশ্য (mission) আছে এবং তাহা পিতার ইচ্ছা জীবনে পূর্ণ করা। তৎপরে তিনি ক্রিষ্টাব্দিক তিন বর্ষকাল জীবিত ছিলেন, এবং অন্ততঃ পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই অবিশ্রান্ত খাটিয়াছেন।

বীত বিদ্যান, ধনী বা পদস্থ লোক ছিলেন না। তিনি গরিব স্রষ্ট্রধর সন্তান। আজ কি খাইবেন এতদ্রপ সন্তানও তাঁহার ছিল না। কিন্তু কি খাইব কি পরিব, কোথায় মাথা রাখিব? তিনি সে ভিত্তি আদৌ করিলেন না। পিতা আছেন, তিনি সর্বস্ত্র সর্বশক্তিম্যান্ সকল অভাব দেখিতেছেন ও সকল অভাব পূর্ণ করিবেন, এই বিশ্বাসে তাঁহার উপর সম্পূর্ণ আশ্রয়মর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

তাঁহার কার্য কেবল লাগপণে পিতার আদেশ পালন করা। পিতার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন।

ঈশা তাঁহার পিতার ইচ্ছা কি বৃত্তি ছিলেন? “পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করা।” এই স্বর্গরাজ্য কি? তাহা তিনি অনেক রূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সার এই যাহ বুঝা যায় যে মংগারে সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের জয় ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের মহিমাতে মগ্নমান করা আর ঐশ্বরিক-যাত্রা হ্রাঃ-হ্রস্বল এবং পাতকদিগকে হুখী, সবল ও পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করা। ঈশা অনেক অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন—অনেকে চক্ষু, শ্রবণে গতি শক্তি এবং মৃত্যুশক্তিকে জীবন দিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকভাবে আমরা স্বীকার করি আর না করি, আধ্যাত্মিকভাবে অবশ্যই করিব। তাঁহার কার্যে এবং চরিত্রে এই যে অদ্বুত কাব্যসকল সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে

তিনি নিজের দৌরব কিছুই দেখেন নাই—
 পিতারই মতিমা দেখেছিলেন এবং সু-
 কণ্ঠে হঠাৎ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি
 বলিয়াছেন ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বর্ষপকণার
 জ্ঞান হইলেও তাহা ব্যাধি প্রকট পক্ষত
 টলটলাহমান হয়। তিনি প্রাণবন্ত
 পরমেশ্বরের সত্যভাবে ও অধ্যাত্মভাবে
 পূজা করিতেন এবং সূর্য অস্তরে সমুদ্র
 জগৎ-মন-পাণের সচিৎ তাঁহার সাহায্য
 প্রার্থনা করিতেন। ইহাতেই তিনি ঐশ্বরিক
 ভাবে অমূল্যমান হইতেন ও অসম্ভব বাহা,
 তাহা সম্ভব করিতে পারিতেন পিতার
 ইচ্ছা মতক লইয়া তিনি কয়েকটা মেলে
 মালাকে সফলরূপে গ্রহণ করিলেন এবং
 তাহার স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবে
 এই বিশ্বাসে তাহাদিগকে সন্তোষ করিয়া
 তাহাদের দ্বারা পিতার কার্য সম্পন্ন
 করিতে সচেষ্ট হইলেন। বৎসরের পর
 বৎসর বত চলিতে লাগিল, ততই তিনি
 বাস্তব হইলেন "I must finish my
 Father's work" (পিতার কার্য আমি
 অবশ্য সমাধা করিব) এই বলিয়া নানা
 স্থানে প্রাণপণে ঘাটতে লাগিলেন। তিন
 বৎসর অতীত হইতে না হইতেই দেখিতে
 পাইলেন, তাঁহার মৃত্যুর আয়োজন
 সকলই প্রস্তুত, তাহার কার্য করিবার
 সুযোগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। তখন
 পিতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছার
 ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইল। তিনি
 চান আরও বাঁচিয়া পিতার কার্য করিতে,
 কিন্তু পিতার এ কি ইচ্ছা—কার্য সমাধা

হইতে না হইতেই তাঁহার জীবন যাত্রার
 সমাধা হইবে। তখন ঈশা আশ্চর্যরূপে
 গৌরবেরে ভ্রমণ করিলেন,—“তোমার
 ইচ্ছা পূর্ণ হউক” বলিয়া তিনি আপনার
 ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকটে বসমান
 দিলেন। তাঁহার জীবন শেষ হইল, কিন্তু
 পিতার কার্য কি অসম্পন্ন রহিল? পিতার
 কার্য পিতাই সম্পন্ন করিয়া গেল। ঈশার
 দিন বৎসরের জীবনের সম্ভাব্য দুই সহস্র
 বৎসর চর্চা আসিতেছে এবং তাঁহার
 কার্যের কল অনন্ত কাল চলিতে থাকিবে,
 তাহার সন্দেহ নাই। পিতার অনন্ত
 ঐশ্বর্য্য দৌরবের তিনি যে অধিকারী
 হইয়াছেন, তাহারও সন্দেহ নাই। পিতার
 ইচ্ছার জীবনে ও মরণে আত্মবলিদান
 করিলে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হয় ও পিতার
 কার্য সম্পন্ন হয়, ঈশা এই মহা নিকা
 প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাসী ঈশ্ব-
 তনর ঈশার নাম আমরা প্রত্যেকেরই
 ঈশ্বরের সন্ধান এবং পিতার ইচ্ছা পূর্ণ
 করিয়া পিতার কার্য সম্পন্ন করাই
 আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য।
 কিন্তু ঈশা যে নীচা লাভ করিয়া পিতার
 ইচ্ছার আপনার জীবনের উদ্দেশ্য (mis-
 sion) বুঝাইলেন, আমরা অনেক তাহা
 বুঝিতে পারি না বলিয়া জীবনের কার্য
 প্রকৃত ভাবে সম্পন্ন করিতে পারি না।
 পিতার উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও
 নির্ভর নাই, অতএব কি খাইব কি পরিব,
 কোথায় বাস করিব এবং ক্রীপূর-
 বৎসরসম্পন্নায় যশা কি হইবে, সেই প্রভ

আমাদিগের অশেষ ভাবনা অমিত্র ঈশ্বরের
ইচ্ছা বলিয়া বোধ করা আবশ্য করি, তাহা
সম্পাদনের পক্ষে কত ভর বাধা ও প্রতি-
বন্ধক দেখিয়া ভগ্ন হিয়া থাকি। এবং
বিশ্বাসের অভাবে আমাদিগের অন্তরে
সকল বিষয় প্রতিবন্ধক হয় এবং ব্যক্তির
প্রতিকূল অবস্থায় সকল আরও প্রতি-
বন্ধ হয়। আমরা আপনাদিগের কৃত
বুদ্ধিতে কার্যের পরিমাণ নির্ণয় করি এবং
আপনাদিগের জ্ঞান বুদ্ধিতে কার্য করিতে
দিয়া অক্ষমতা উপলব্ধি করি। এই ক্ষেত্রে
আমাদিগের একমুখী দৃষ্টি এবং আমাদিগের

জীবনে মরণে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে
পায় না।

সকল বর্জ্যমানে বিশ্বাসীরাই ঈশ্বরের
কার্য দিবাক্ষে দেখিতে পান এবং যথা-
জ্ঞান, যথোপায় সেই কার্যের জীবন সমর্পণ
করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির সহায়তা
লাভ করিয়া আশ্চর্যরূপে কৃতকার্য
হইয়া থাকেন। বিশ্বাসের কার্য কখনও
নিষ্ফল হয় না তাহাতে সন্দেহ হইলেও সন্দেহ
হইতে নব জীবন উদ্ভিত হয় এবং ঈশ্বরের
কার্য নব নব ভাবে সম্পন্ন হইয়া তাঁহার
মহিমা উজ্জলরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে।

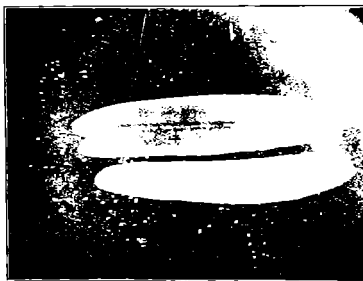
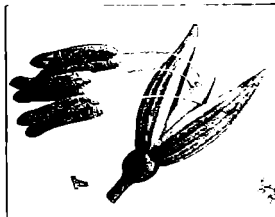
ভুট্টা।

অনেকেই ভুট্টা গাছ দেখিয়াছেন।
ইহাও বোটানিক্যাল নাম Zea-Mays।
এই ভুট্টা অনেক জাতীয় আছে। উদ্ভিদ-
তত্ত্ববিৎ ইটুভ্যান্ট বলেন যে মাকিণ্ড নামের
৫০৭ প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভুট্টা
দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের
দেশে উহার চতুর্ধ অংশও নাই। ইহা কৃষ-
জাতীয় বলিয়া ইহাকে Gramineae
(কৃষজাতি) অন্তর্গত করা হইয়াছে। ইহার
বৃন্ত (stem) কিন্তু অত্যন্ত কৃণের মতন
কাঁপা নহে।

ইহার পুষ্প-অংশ (tassel) ১ নং ছবিতে
"A" চিহ্নিত অংশ ও গ্রী-অংশ (ear) "B"
চিহ্নিত অংশ একই গাছে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে থাকার ইহার মূল monoecious
(এক লিঙ্গ)

ইহার (tassel) পুষ্প-সমূহী (spike-
let) বৃন্তের অকারে থাকেন। প্রত্যেক
পুষ্প-সমূহীর মধ্যে ছুটী করিয়া ফুল,
প্রত্যেক ফুলের তিনটী করিয়া পরাগ-
কেশর (stamens) ও কেশর-দণ্ড
(filaments) আছে। ২ নং ছবিতে
তাহা বেশ দেখা যাচ্ছে। যখন anther
সম্পূর্ণাকারে পরিণত হয়, পরাগ কেশর-
গুলি প্রদীর্ঘ কেশর-দণ্ড হইতে স্থগিত
থাকে। Anther গুলি বিকোমল-
তাহারা পরিণত হইলে উভয় দিক হইতে
ফাটিয়া যায়, ৩ নং ছবিতে দেখুন। হার্প-





এটা হ'ল মাংস বা Silk.



এনা ছবি—এক একটা Silk উপর অনেক গুনি কবিতা
পুষ্পে পড়িয়েছে।

লেখক এনা ছবির চিত্র Sargent, এনা ছবির চিত্র De Vries, এনা ছবির চিত্র Bull, ও এ এনা ছবির চিত্র
Hopkinsর নিকট কৃতজ্ঞ।



বার্গার বগেন যে এক একটা anther মনো ২৫০০ পুষ্পরেণু থাকে, এবং ১৮০০০ পুষ্পরেণু একটা ভূট্টা পাছের tassellতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পুষ্প-রেণু অতি ক্ষুদ্র, অতি সহজেই বাতাসে উড়িয়া যেখানে সেখানে পড়ে। প্রত্যেক-রেণুই একটা করিয়া nucleus মধ্য-স্থানে আছে। ঐ পুষ্পরেণু ৮ বিঘন ঘরিয়া পড়িতে থাকে, কখন কখন উহা অপেক্ষা কম দিন ঘরিয়াও পড়ে। পূর্ণা-বেষ্ণন করিয়া দেখা গিয়াছে যে tassell পুষ্পরেণু মধ্যে মধ্যস্থল, তাহার পর পার্শ্ব দিক, সর্বশেষে নিচের দিক হইতে মুক্-তিত হয়।

ইহার silk (অর্থাৎ female part) কে ফাঁকড়ি (shoot বা ear) এতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আবার খোসা (husk) এর দ্বারা আবৃত। যখন ঐ খোসা চতুর্দিকে ক্ষীত হয়, silk তখন স্বাভাৱ্যেণ হঠতে উপগত হয়। এক একটা "সিঙ্ক" লম্বায় ৬ হইতে ১৬ ইঞ্চি, ৪ নং ছবিতে দেখুন। অণুী কণ-বস্তুর সাহায্যে আবহা বাহিরে যে ঐ "সিঙ্কের" অল্প ফেণ্ডুক্ত (hairy)। প্রত্যেক "সিঙ্ক" হইতে এক প্রকার আটাল পুষ্পার্ধ বহি-নিঃসৃত হয়, এই আটাল পুষ্পার্ধ অতি সহজে পুষ্পরেণুকে পড়িয়া মাত্রা ঘরিয়া রাখে।

কখন কখন "সিঙ্ক" বাহির হইবার পূর্বে anther পূর্ণায় হয়, কখন কখন পুষ্পরেণু পড়িবার পূর্বে "সিঙ্ক" প্রথমকম অবস্থায় উপস্থিত হয়। আবার কখন

কখন anther ও "সিঙ্ক" সমকালীন পরিণত হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে একটা একটা পুষ্পরেণুতে একটা করিয়া পুং-কীবাণু (nucleus বা male germ) আছে। ঐ পুষ্পরেণু যখন বাতাসে বহতঃ অথবা আপনা আপনি যে "সিঙ্কের" মধ্যে স্ত্রী-কীবাণু (nucleus) আছে তাগাতে পড়ে, তখন ঐ পুং ও স্ত্রী-কীবাণু একত্র মিলিত হয়, এবং এইরূপ মিলনে ভূটার একটা বীজ (Kernel) এর সৃষ্টি হয়। বীজের সৃষ্টি হইবার মাত্র "সিঙ্ক" ভক হইতে থাকে।

এক একটা "সিঙ্ক" উপর অনেকগুলি পুষ্পরেণু পড়িতে পারে, ৪ নং ছবিতে দেখুন। কিন্তু বতাই পড়ুক না কেন কেবল একটা মাত্র পুষ্পরেণু বীজমূল (ovule) কে গর্ভবতী করে।

প্রকৃতি এই গাছ সবক্ষে এমন স্থানর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে যে একই সময় সমস্ত পুষ্প-রেণু পড়িতে না ও সমস্ত "সিঙ্ক" ও বাহির হইবে না। প্রথমে ভূটার প্রান্ত দিক হইতে "সিঙ্ক" বাহির হয়, এই ক্রমে গর্ভ স্ফার কারণে, তাহার পর মধ্য হইতে "সিঙ্ক" বাহির হয়, সে ক্রমেরও গর্ভাংশ হইলে, পরিশেষে অগ্রভাগের "সিঙ্ক" বাহির হয়, তখন অবশিষ্ট পুষ্প-রেণু সেও গর্ভাংশ পাবান করে। এই রূপে একটা সমস্ত ভূটার সৃষ্টি হয়।

এখন যদি বস্তুর সহিত ভূটার (খোসা husk) ছাড়ান যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক বীজের এক



একটা করিয়া "মিড" আছে। আমরা আরও দেখি যে কোন না কোন ভুট্টাতে এক একটা বীজের ঘর কাঁকা—তাঁহার

কারণ যে সেই ভাণী বীজের "দাঁড়তে" পুষ্পেরূপে আদৌ পড়ে নাই।

(ক্রমশঃ)

হারানিধি ।

১

আমি এখন সবে দুই বৎসরের তখন আমার জননীরা মৃত্যু হয়। শৈশবে মাতৃ হীন বলিয়া আমি বাবার ও বড় দাদার অত্যধিক মেহভাজন ছিলাম। তা' ছাড়া যোতামহী আমাকে এত আদর করিতেন, যে তাঁহার কোল আমার বক্ত্রি সিংহাসন অপেক্ষাও বৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য শালী ছিল। দিদিমার নিকট আকার করিয়া পাই নাই, এমন জিনিষ বোধ হয় আমার চক্ষে কখন পড়ে নাই। এই অনন্ত মেহের মধ্যে আমার বাণী জীবন অভিব্যাহিত হইয়াছিল।

এল, এ একজাধিন দেওয়ার পর করমাস বাড়ী বসিয়া পাকার আমাকে অরে ধরিল। গেছেটে পালের সংবাদ পাওয়ার পর আর বাড়ীর লক্ষ্মণ জরের আদ তাল লাগিল না। এই বড় দাদা বহরমপুরে বদলী হইলেন। আশ্রিত অন্ন-অজীর্ণ-ভরা দেহ লইয়া তাঁহার কাছে চলিয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া এক মাসের মধ্যেই আমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল, তখন আমি কলেজে ভর্তি হইলাম।

পড়া শুনা বেশ চলিতে লাগিল। এট ভাবে এক বৎসর বাঙালীর পর বড় দাদা

বহরমপুর হইতে বদলী হইলেন আর এক বৎসর পরেই আমায় বি, এ পরীক্ষা, হস্তান্তর বড় দাদা বাপা, চাকর ও বাঁধুনী বাবু-নের যোগাড় করিয়া দিয়া আমাকে বহরম পুরেই রাখিয়া গেলেন। উকিল যোগেন্দ্র বাবুর সহিত দাদার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহার উপর আমার তত্ত্বাবধানের তার বিশেষ করিয়া দিয়া গেলেন।

২

এই স্থানে যোগেন বাবুর সংসারের একটু পরিচয় দিই। জীবনে লক্ষণেই বিবাহ করিয়া থাকে বটে কিন্তু যোগ্য যোগেন যোগেন্দ্র কখনো খুব অন্নই দেখা যায়, এমন কি কাহারও ভাগ্যে তাহা একবারেই দেখা বটে না। বৎসরে অল্পাধিক হয় না। কিন্তু যোগেন বাবুর পারনাত জীবন এই কথার অন্তর্গত। মাথ-কতা সম্পাদন করিয়াছিল যোগেন বাবুর শতর বহরম পুরেই থাকতেন, তাঁহার সন্তানের মধ্যে সবে দুটা কন্যা, যেটা কস্তুরি বিবাহ দিয়া আমাকে মেন গ্রহণ রাখিয়া ছিলেন এবং পেরে চতুর্থ পত্নী। বিড়ী বাণিকাতিকে তাঁহারের হস্তান্তর করিয়া তাঁহার পতিপত্নী করিয়াছেন। যোগেন বাবু

সন্তান, বালিকা। লীলাই তাঁহারের এক
মাত্র প্রেমেহর বন। এই সম্প্রদায় সংসার
খানি লক্ষ্যনা আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত
থাকিত, তাঁহারের দোখনেই মনে হইত
ছয়টি আনন্দ প্রবাহ পূর্ণ উচ্ছ্বাসে মিলিত
হইরাছে। যোগেন বাবু বস্তুর তাঁহার
প্রথম কস্তার নাম "শিব লারা" রাখিয়া-
ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ণ আনন্দে সদাই
অহংসা পূর্ণতা দেখিয়া তাঁহার আনন্দময়
স্বামী আনন্দ করিয়া তাঁহাকে "ভরঙ্গ" নাম
দিয়াছিলেন, বস্তু মহলে তিনি "ভরঙ্গ"
নামেই পরিচিত ছিলেন।

বন্য: বাহ্যগ যোগেন বাবুও সন্তান
বৌ দিবার নিত্যকৃত কৃত্য। অগ্নিহাছিল,
তাঁহার সম্পর্কহীনারে ভরঙ্গ দিদি আমাকে
সর্বদাই ঠাট্টা বিজ্ঞপ করিতেন। যখন
হাসির উচ্ছ্বাস গইয়া তিনি আমার অজ্ঞ-
মন করিতেন আমি শুখন নিত্যকৃত বাস্তি-
বাস্ত হইয়া লগাইবার পথ পুঁজিতাম।
সেইজন্য আমি যোগেন বাবু ও ভরঙ্গ
দিদির একটা অপূর্ণ শৌকার হইয়া
গড়িয়াছিলাম এবং ভরঙ্গ দিদির পাখী-
মেট হইতে একটা নূতন টাইটেল লাভ
করিয়াছিলাম—"গো গোচারা"।

একদিন যোগেন বাবু লাইব্রেরী ঘরে
গিয়া দেখি তাঁহার আলমারীর উপর তিনি
ভরঙ্গ দিদির নাম লেখা কাগজ আঁটায়া
দিয়াছেন। আমি অবাক হইয়া অর্ধ
জিজ্ঞাসা করিলাম, যোগেন বাবু উত্তর
দিগেন অরেটু গিড, রোজ বই শুনি পড়ে
তোরা ছড়িয়ে কেলে ঘাবি তাই আম আমি

ঐগুলি স্মরণ করে রেপেডি, এইবার
আলমারীতে হাত দাও বেদি। এই কথা
তিনিই সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

৩

দাদা বন্দী হইবার পর আমার আশা-
বাদিতা প্রায়ই যোগেন বাবু বাসায়
গেলিত, আর আমি পেলেই লীলা "পরং
দাদা" "পরং দাদা" বলিয়া ছুটিয়া আসিত।
অগতে গোকের বতই অস্থ সম্প্রতি থাকুক
না তথাপি মাতৃহীন হইলেই বৃষ্টি সে
অনাথ হর। লীগার কোন কষ্ট নাহ,
শিউ বস্ত: অজ্ঞ অর্থ লীগার অস্ত মকিত
বহিরাছে, ভরঙ্গ দিদির ও যোগেন বাবু
মরণ মস্তরের অকৃত্রিম মেহ লীগার পুত্র
দ্বয়ের অবিরত বর্ষিত হইতেছে। অহ
দেহে, বিমল লাংগো, লীলা বৃগকমণ
সমূহ চারিদিক আলো করিত, তদাপি
লীগার সেই অমূল্য বননে, সেই উচ্ছ্বাস
গতে, সেই নীল চক্ষু হুটীতে, যেন মাতৃ-
হীনতার মর্শ্বেতেই দুঃখ অস্তিত থাকিত।
সেই অকুমা হুতরণ লাংগোর ভিতর দিয়া
একটা মালিন চাহা: কুটিয়া উঠিত। কিবা
বোধ হর এই মাতৃহীন অভাপাকে দেখিলে
ইহার অন্তরান্বিত গুপ্ত বেদনা অধিকতর
কুটিয়া উঠিত। বাস্তিত্ত্বের বাধার বাধী
পূঁজে, তাই লীগাকে দেখিলে আমার
বড়ই কৃষ্ণি বোধ হইত, তাহার বুকের
অগাধত্ব বাগদম গল আমার বড়ই মিষ্ট
লাগিত। লীলাও বৃষ্টি মনে মনে বৃষ্টিত
পরং দাদাও অগতে আমারি মত
অভাপা, আমি যেমন অগতে "মা"

বলিয়া ডাকিতে পাই না, শরৎ দালাও
 তেমনি সেই অধাধাণে বকিত । তাই
 নীলাও আমার নলৈ তাহার পুত্ৰের,
 তাহার ইচ্ছার, সমপাঠির, পুত্রকের,
 গাছের, ফুলের পর করিতে এত ভাল
 বাসিত । আমি যোগেন বাবুর বাড়ী

যতক্ষণ থাকিতাম নীলা দেন আমার
 ছারার মত পেড়াইত । এই স্তরলা বালিকা
 আমার এত মুখ করিরাছিল যে কোন
 কাজ না থাকিলেও অধু নীলাকে দেখি-
 বার জন্য আমি যোগেন বাবুর বাগার
 ঘাইতাম ।

জন্ম দিনে ।

ননো পিতঃ স্বর্গবাদি !
 ভক্তি-অঙ্গ নীরে ভাসি
 তব এ মাননী বাংলা করিছে প্রগতি,
 বেহু গুত আলীপাঁদ,
 পূর্ণ ছোক মনোমাদ,
 বেহু আজি অন্নদিনে অগচ্চা শকতি ।
 সদা এ মেহের মেহে,
 ও চরণে আছে চেষে.
 শত শত জন বৈজ্ঞানিক অথহেপি চিতে,
 তোমারি সে মন্ত্রপুতা,
 এট নীনা নীনা স্ততা,
 ক্ষুদ্র ভোগস্বধ কিবা চা'ব পৃথিবীতে ?
 তুচ্ছ এ জীবন বন,
 কণে জগবিধ সম,
 এখন মিলায়ে যা'ক বিবেক বাতালে—
 কিবা বৃগ বৃগ ধরি
 কর্তব্য পালন করি—
 বিধি বা' চাচেন তাই মোক্ অনারালে ।
 আমি শুধু এই চাই,
 যে ক'দিন বেচে থাকি,

তোমারি আদেশ লয়ে জগতের পথে,
 যেন সে চলিতে পারি—
 তব লক্ষ্য অচুসরি
 সমস্ত জীবন সঁপি বামা-হিত-ভ্রতে ।
 আট বর্ষ দার এই—
 তুমি চলে গেছ মেই,
 হুতলে রাখিয়া তব সাধের মনান,
 তুমিনা মধুর কথা,
 পাইনা ক' সে মনতা,
 দেখি না সে দেব কান্তি পা
 তবু আমি জানি মনে,
 স্বর্গপুরে দেবাসনে,
 অজস্র অমর তুমি রয়েছ বসিনা
 এ ভক্ত কুমারী প্রাণ
 এই টুকু বাবধান—

সহিয়া রয়েছি পিতঃ ! ও পদ স্মরি
 এগত
 বামাতে

সম্মিলেচনা ।

“ମହାତ୍ମା ଗିବନାଥ ଜାଣି ମହାନଗର
ଜୀବନ ଚାରିତ୍ର :- ଶ୍ରୀମତୀ ଦାମ୍ବିରା ଦେବୀ
ଜଣେ ଡ. ସ୍ତମ୍ଭ ୫୦ ଆନା ।

এই পুস্তক খানির লেখিকা। প্রথমে
উদ্যাহ খানির (গিরদান শাস্ত্রী মহাশয়ের)
অতি সাক্ষিপ জীবনী দিয়াছেন, পরে
শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত অলঙ্কিত পদ্য ও
প্রবন্ধাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী
মহাশয়ের ব্যাখ্যা করিবার শক্তি অতি
সুন্দর ছিল, তাঁর যথেষ্ট শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বড়

মধুর ভনাইত, তাঁহার লেখার মধ্যেও
সেই ভাব পরিষ্কৃত হইয়াছে। এই
জীবন চরিত্রে তাঁহার জীবন লব্ধির বিশেষ
কিছু জানা যেন না।

ଅବସ୍ଥା ନାମନୋପାଧାନ—୩: ଅନବସ୍ଥା
ନବ ପାଣି, ପାଣି ଦୁଇ ଘାଣ: ସାଥ ।

ইহাতে প্রথম সামনোপাখ্যান সংক্ষেপে
লিখিত হইয়াছে। ইহা বাহ্য উদ্দেশ্য
উৎসর্গিত।

নূতন সংবাদ ।

১। ইউরোপের লাভী বোদ্ধাতি বর্ধমান কৃষকের লক্ষ্যসম্বন্ধে ১ কোটি ২০ লক্ষসৈত লইয়া সমবেত হইয়াছেন। ফলে, ফলে, ফোমে বৃদ্ধ চলিতেছে,—ফলে ফিল্ড ফরম, ফোমগান, বড় বড় সীল-গান ও উইলিং,—ফলে অতি ভীষণ অতিক্রম ড্রেডনট ও নব-মহিণ, —ফলে ফোম-গিন ও এমোলেসে অবিব্রাত বৃদ্ধ চলিতেছে—প্রত্যহ এই বৃদ্ধে ১৮ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে।

২। কুচবিহারের মহারাণী—বরোদা-
রাজ পাইকোত্তাদের কন্যা,—ইন্দ্রা—
প্রতি একটা কন্যা সন্তান প্রসব করে-
ছেন। কন্যা আরম্ভী হউক।

৩। বিক্রমাদিত্যের প্রতিমূর্তি। "কালী
 দ্বাস" সমিতির সভাপতি নবদ্বীপের নিকট

আপু এক প্রকৃত সৃষ্টির পাবনেন্দে শিলা-
লিপি পাঠ্যকার করিয়া এই প্রতিমূর্তি-
টাকে সাজচক্রেণী বসাবের্দা বিরূপ-
ভের বর্ণনা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা-
রই সত্যের কবি কালিদাস প্রাচীনোক্ত
করিয়াছিলেন। প্রতিমূর্তি নীচের কবি
সাধনগীতে প্রকৃত হইবে।

৪। দানশীল হ্রদ তরক নাথ পাণ্ডিতের
লোকসাহিত্য—বঙ্গের অন্ততম সুসঙ্গত
দানশীল হ্রদ তরকনাথ পাণ্ডিত মহোদয়
অবঃ উহঃ জগৎক মাতি। ওমা অষ্টোত্তর
শনিবার প্রাতে লাড়ু নরটীর দময়। তন
উহার বাগিগঞ্জ বঙ্গতবন চইতে গর-
লোকগমন করিরাছেন। পাণ্ডিত মহোদয়
১৮৪০ অব্দের ২৪শে অষ্টোত্তর তারিখে
হুগলী বেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কাল-

কাতার শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ১৮৬৭
সালে আইন অধ্যয়নের জন্য বিলাতে গমন
করেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৭২
সালে যথেষ্ট প্রভাববর্তন করিয়া হাইকোর্টে
বাবসা আরম্ভ করেন। আইন বাবসারে
তিনি অত্যন্ত দান অধিকার করিয়াছিলেন।
তিনি ছোপার্জিত বহু অর্থ যথেষ্ট শিক্ষা
বিভাগের জন্য দান করিয়াছেন। এত-
দূরশে শিক্ষার বিস্তৃতি হটলেও উক্ত গণিত
এবং বিজ্ঞান শিক্ষাগারের সম্পূর্ণ অভাব
দেখিয়া তিনি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্য
১৯১২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
হস্তে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।
সেই অর্থে আজ কলিকাতার বিজ্ঞান
কলেজ স্থাপিত হইতেছে। দানশীল
তারকনাথের অভাবের যথেষ্ট যে কতি
হইল, নীচ তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা
যেথা বার না।

দীর্ঘ বাইরের অলৌকিক ধর্মবল স্বদে
কৃষ্ণসিংহের রাজঘাটা শ্রীনন্দি সুনীতি
দেবী গত সোমবার ২১শে তারিখ অতি

সুন্দর কনকভা করিয়াছিলেন। তাহাতে
সভার সকলে যাবতর নাই তৃপ্ত ও মুগ্ধ
হইয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে এক
সময় ভট্টা দল সংগঠিত করিয়া তাহা দ্বারা
তিনি ধর্মশিখার কৃষ্ণিত আচার্য শিখাসার
বারি দান করিয়া দেওয়াইতেছেন।
সকলেই অবগত আছেন মহারাজী সুনীতি
দেবী বর্গীয়া মহায়া আচার্য্য কেশব
চন্দ্র সেনের ঘোড়া কত্তা। ইনি গত দুই
বৎসরের মধ্যে গতিপুনরীন হইয়া এই মহা
শোকাগ্নির মধ্য দিয়া ভগবানের কি এক
মহা দান গ্রাপ্ত হইয়াছেন যে তাহাতে
অনুমানিত হইয়া, সেই অপূর্ণ বর্গস্থার
আবদান পাইয়া, আজ অগতির নিরাস্রব
চরম ভট্টাধিপকে সেই মহা দান করা-
বার জন্য নিজে ভট্টাধিপকে অতি সাধের
নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার গ্রাপ্ত দান বটন
করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছেন।
এ দৃশ্য কি অপূর্ণ দৃশ্য! উপযুক্ত শিতার
উপযুক্ত কত্তাই বটে!

চিত্রা

আমরা সীতা, সাবিত্রি, রম্যরী প্রভৃতি
ক্রীড়ারিওর আলোচনা অনেক যুগে
কোথো পাই, কিন্তু শ্রীবৎস মহিষী 'চিত্রা'
দেবীর কথা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মহা-
ভারতের চিত্রা-চরিত্র রম্যগণের একটা
প্রধান আলোচনার বিষয়। চিত্রা দেবী
প্রাতঃস্মরণীয় রমণী! সীতা, সাবিত্রি,

রম্যরী অপেক্ষা তিনি সীতা
নানন্দেন। চিত্রা দে
জন, পরোক্ষকরিতা,
অতি প্রগাঢ়। তাহা
সুসজ্জিত। যখন এ
সিদ্ধহৃদালম্বী উভয়ে
সবকে পরম্পর বিবাহ



শ্রীবৎসের নিকটে বিবাহ সীমাংসার্থ উপ-
স্থিত হইলেন, তখন মহারাজ কিংকর্তব্য
বিমূঢ় হইয়া তাঁহাদেরকে পর দিবস
আনিবার নিমিত্ত অহুরোধ করিলেন। পরে
মহিমীর নিকটে তাহাদের আগমন বার্তা
প্রকাশ করিয়া তিনি প্রবেশ করিতে লাগি-
লেন। সুস্থিসতী মহিমী চিন্তা রাজাকে
প্রবেশ দিতে লাগিলেন। কানীয়াস
দাস গিমিয়াছেন -

“চিন্তা বলে মহারাজ ‘চিন্তা করা মিছা।

দে’ দন যা হবে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা।”

কি হৃদয় ভগবানে বিশ্বাস! কি গভীর
ধর্মমিষ্টা! রাজা ভবিষ্যৎ চিন্তায় কাতর
হইয়াছিলেন, কিন্তু রাণী কিছু মাত্র বিচ-
লিত হইবেন নাই। তাহার জ্ঞান সহজুতা
কম জন রমণীয় আছে? তাহার এই
অসীম ধৈর্য্য ও সহজুতা, রমণী মাজেরই
লিকনীর!

বধন গ্রহণের বতী শনির কোণে শ্রীবৎস
রাজার রাজ্য ধ্বংস হইল, তখন রাজা বন
প্রবেশ করিবার অভিলাষ করিয়া রাণীকে
সহায় পিতৃভ্রাতৃ বাইবার কত অহুরোধ
করিতে লাগিলেন, কিন্তু সতী কি ভাড়া
হইবেন? পতির চক্ষুনি পতিক পত্রি-
কায় গ করিয়া পিতৃভ্রাতৃ গিয়া সঙ্কলতা
করা কি সতীর সাধা? স্ত্রীয়াং
পিতৃভ্রাতৃ বাইতে কিছুতেই সন্ত
না, পতিসহ বনপ্রবেশ করাই
পরম সুখের বনে করিলেন।
সাব্যাক্তা ব্রীণোকের জার পথ
পথের করিতে লাগিলেন। পথে যাত্রা

নদী স্রবন করিয়া শনি রাজা ও রাণীর
সকিত মণি, মুক্তা, জোহালাদি সহ কথ্য
খানি লইয়া সন্তান করিলেন, রাজা ও
রাণী তাহাতে সর্গশাস্ত হইলেন। রাজা
হায়! হায়! করিতে লাগিলেন। অবশেষে
তাঁহারা বনমধ্যে পূর্ণ কুটির সমস্ত করিয়া
তাঁহাতে বাস করিতে লাগিলেন। কাননে
কত বিশেষ, কত চমৎকার, চিন্তা অকাতরে
সে সব লক্ষ্য করিতেন। রাজ্যপ্রাপ্তির স্মারক
কষ্ট দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া
বাইত। কিছু দিন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া
মহারাজ শ্রীবৎস বীনবেশে এক কাঠুরিয়ার
আগারে সস্ত্রীক আশ্রয় গ্রহণ করিলেন,
এবং কাঠুরিয়ার সহিত কাননে কাঠা-
হরণ করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।
মহারাজী চিন্তা ও কাঠুরিয়া সস্ত্রীগণের
সহিত সানন্দ চিত্রে বাস করিতে লাগি-
লেন। তিনি যে রাজমহিমা এ গর্ভ
তাঁহার উন্নত হৃদয়ে আরো স্থান পাইত
না। তিনি বহুতে নানাবিধ অন্ন ব্যক্তন
প্রস্তুত করিয়া কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়াসস্ত্রী-
গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন।
চিন্তার এ পথের স্বরণ করিলে বাস্তবিক
বড় আনন্দ হয়।

এক বণিকের নৌকা বধন দেবমায়ার
আবদ্ধ হইল, ছদ্মবেশী শনি দেবজের
বেশে গমন করিয়া কহিলেন কাঠুরিয়া
সস্ত্রীগণের মধ্যে একজন সাক্ষি রমণী
আছেন, তিনি আনিয়া নৌকা স্পর্শ
করিলেই নৌকা উদ্ধার হইবে। তৎপ্রবণে
সেই বণিক কাঠুরিয়া তবনে গমন

পূর্ণক অতি বিনীত ভাবে তাহারিগণকে
অঃস্বাদ করিয়া আনিগেন। একে একে
রমণীগণ সকলে নৌকা স্পর্শ করিতে
লাগিল কিন্তু বণিকের নৌকা উদ্ধার
হইল না। বণিক হতাশা হইয়া নৈবজ্ঞের
কথা মিথ্যা বলিয়া আনিগেন। পরে
জানিতে পারিলেন একজন কাঠুরিয়া পত্নী
অঃস্বাদ নাই। তখন বণিকের দূঢ় বিখ্যাস
হইল সেই রমণীই সাক্ষী, সেই রমণী
আগিয়া নৌকা স্পর্শ করিলেই তাঁহার
নৌকা উদ্ধার হইবে। বণিক তখন
পুনর্জার কাঠুরিয়া-আলয়ে উপস্থিত হইয়া
অতি কাতরভাবে চিহ্না দেবীকে নিজের
বিপদের বার্তা বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৃপা
প্রার্থনা করিলেন। চিহ্না দেবী তখন
বিষম সমস্যার পতিত হইলেন। এক দিকে
পরগণতকে রক্ষা করিতে হইবে, অপর
দিকে পতির বিনা অসুস্থতিতে তিনি কি
প্রকারে বাইবেন। পরগণতকে পত্যা-
খান করা মহা অমর্ঘ, বণিক বিশেষ
পতিত, রাজার আসিতে এখনও অনেক
বিলম্ব, তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির
করিতে পারিলেন না। বণিকের কাত-
রতা দেখিয়া তাঁহার দর্শন গমর বিচলিত
হইল। আত্মকে রক্ষা না করিলে মহা
অমর্ঘ হইবে, হতত রাজা গুনিয়া রাগ
করিলেন, শ্রীমৎস পরদীপ, এই ভাবিয়া
তিনি সেই অপরিচিত বণিকসহ গমন
করিলেন। কি গভীর বর্ধবিধাস! কি
উদ্ধার জ্বর! তিনি নিজের বিশদ আদৌ
চিহ্না করিলেন না। তিনি পরের উপ-

কারের অল্প দলক কথা বিশ্বস্ত হইলেন।
চিহ্না পরের উপকারের অল্প অপরিচিত
পূর্বের সহিত গমন করিতেও কুণ্ঠিত
হইলেন না। তিনি তরঙ্গী স্পর্শ কারণ
নাথ তরঙ্গী উদ্ধার হইল, জলের উপর
ভাসিয়া চলিল।

হৃৎকতি, বৃষ্ট বণিক প্রথমতঃ চিহ্নার রূপ-
ভাগে বিমোহিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ সে
মনে ভাবিল পুনরায় যদি নৌকা কোন
স্থলে আবদ্ধ হইয়া যায়, এই রমণী নৌকার
থাকিলে সে আশঙ্কা থাকিবে না, অতএব
এই স্রীলোকটাকে যেমন করিয়া পারি
লইয়া যাই। এই ভাবিয়া হৃৎকতি নরায়ণ
বণিক বলপূর্বক চিহ্নাকে নৌকার
উত্তোলন পূর্বক গ্রহণ করিল। সে
চিহ্নার অমূল্য বিনয় ও কাতর প্রার্থ-
নার কর্ণপাত করিল না। সতীকে পতি-
সহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পাহা
পলায়ন করিল। চিহ্না তখন অন্তোপাস
হইয়া খীর রূপরাশি লুকারিত করিবার
নিমিত্ত ভগবান অশ্রুমাণীর নিকট বর
প্রার্থনা করিলেন। ভগবান অশ্রুমাণী
সতীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, এবং নীচ
পতিসহ মিলন হইবে ও সখীরূপ পুনঃ
প্রাপ্ত হইবে বলিয়া আশ্বাসদ্রুতদান
করিলেন। সতী অরাজক, রোগাক্রান্ত
শেষ লইয়া নিষ্ঠুর বণিকের নৌকার
এক পার্শ্ব পতিত রহিলেন। মনে মনে
পতি পদ চিহ্না এবং ভগবানের উপর
নির্ভর করিয়া দুদিন অতিবাহিত করিতে
লাগিলেন। এইরূপে কত দিন অতিত

হইয়া গেল। ডাংখ, কঠে, পতিবিক্রমে
উঁচাচর চর্চনার নীমা পত্নীমা রহিল না,
তথাপি তিনি ইহঁদের জ্ঞাত পীর ধর্ম
বিস্মৃত হন নাই।

চিন্তা অশৌন ধর্ম বলে পুনরাব পতি সহ
মিলিত হইলেন। উঁচাচরের ধর্মনিষ্ঠা
দর্শনে গ্রহ দেখতা শনি সন্তুষ্ট হইয়া উঁচা-
চরকে বন প্রদান করিলেন। মহারাজ
ঐবৎ পুনশ্চ পীর রাজ্য লাভ হইলেন।
পরে ভদ্রা নারী এক রাজকন্যাকে বিবাহ
করিয়া চিন্তা, ভদ্রা, দুই মহিষী লইয়া মহা-
রাজ স্থপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।
চিন্তা দেবীর সচিবুতা, ধর্মনিষ্ঠা, পতি
ভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলই অতুলনীয়।
উঁচাচর চরিত্র পাঠ করিলে চন্দ্রে অগার
আনন্দ এং পবিত্রতার উৎস হইবে। চিন্তার
জ্ঞান ধর্মীনা নারীগণ ভারতে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা ভারত
রমণী বলিয়া পৌরব করিয়া থাকি।
আনাদের বোব এই, আমরা পরের গৃহে
উত্তম প্রবা দেখিয়া ই। করিয়া চাহিয়া
থাকি। আমাদেরই গৃহে যে কত অশুণ্য

বস্তু রাখি বিরাচিত, আমরা তাহার দিকে
কিরিয়াও চাচি না। সাহসে, ধর্মে,
সত্যে, ভারত রমণীর জ্ঞান আর কোন
বেশের রমণী আছে? ভারতে বিদ্যুী
রমণীর অভাব নাই। পুরাকালের
স্মৃতিবিষ আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা
যায় আমরা কি ছিলাম, আর এখন কি
হইচ্ছাছি। বাস্তবে ও বিবরণে আরও
কিছু আলোচনা করিবার উচ্চা রহিল।
আমরা যদি পুরাকালের রমণীগণের
দৃষ্টান্তসমূহী কার্ণা করিতে শিখি, তাহা
হইলে আমাদের গৃহে গৃহে স্থপ শান্তি
বিস্তার করিবে। মনোমালিন্য, কলহ-
বিবাদ আমাদের গৃহ হইতে দূরে প্রদায়ন
করিবে। সংসার ধর্ম বড় কঠিন ধর্ম,
এখানে পার্শ্ব বলিদান দিয়া ঈশ্বর-
চরণে সর্গব সমর্পণ করিয়া কার্ণা করিতে
না পারিলে সংসারের স্থখ, শান্তি, ধর্ম
সকলই নষ্ট হইয়া যায়, গৃহ অশান্তির
আগর হইয়া উঠে।

ঈশতী চাক শীলা মিত্র।

হগণী।

বামারচনা।

পালিব আদেশ তাঁর।

পরম ব্রহ্মের নাম নিরে সবা সত্য পথেতে
চলিব
আত্মক বৈজ্ঞ, আত্মক হুঃখ, না চলিব না
চলিব।

মঙ্গলময় করিয়া আশ্রয় চলিব মঙ্গলপথে।
আত্মক হুঃখ, আত্মক শোক, কিরিব না
কোন মতে।
সত্যের নাম করিয়া অগুণ ছুটিব সত্যের
পানে।

আড়ম্বর ছীন গাধু ভাবন যাপিব ষ্টাঁচার
 ধ্যানে :
 আনন্দময়ের অনন্ত মহিমা বুঝিবে শক্তি
 কার ?

তধু আনন্দ মস্তকে পলকে পলকে পালিব
 আদর্শ তাঁর।
 অধুনা হৃদয়ী দাস শুভ।

স্মৃতি ।

প্রাণের ঘন আঁধারের মাঝে
 এসেছিল সে যে পরা উজলিতে ।
 জুড়াইতে মার ছোট বুক খানি
 কণিকের হাসি পরাণে ছাইতে ॥
 কত সুখ-উৎস ছুটিল হিয়ার
 বুকে লয়ে এই অবাচিত দান ।
 দেবতা নির্মালা চরণ রেণুকা
 সুলবাস লম তার মুদ্রা মাণ ॥
 পথ ভুলে সে যে এসেছিল বেধা
 চকিতের বেধা এ মর ভবনে ॥

কণিকের তরে বাঁধিতে মায়া
 আবার তধুই কুহেলি নরনে ॥
 ছিল বুকি কিবা কোন অতিশয়
 নীরবে এসেছিল মাঝের কোলে ।
 তধু ছিল সে গো নিরাশাবলন
 তেলে গেছে কোথা তীর আঁধি জলে ॥
 এসেছিল কি না বলে ভ্রম হর মনে
 বুঝেছে ছিলুম যবে আশার কুহকে ।
 গেল কিরে উকি মেঝে এই ছবি কোণে
 আঁকিয়া অমর নাম হৃদয়কলকে ॥

শ্রীমুকুতি ভাঙ্কী ।

০৭ নং মধুরের লেন, ইন্ডিয়ান গেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
 শ্রীমদ্রোহনন্দার বক্ত কর্তৃক ০৯ নং আটনিবাসান লেন হইতে প্রকাশিত ।



ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বামাবোধিনী পত্রিকা ।

No. 623.

July, 1915.

“কন্যায়্যেব পালনীয়া যিচ্ছখীযানিয়ন্নতঃ ।”

কস্তাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে ।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্তিত ।

৫২ বর্ষ । { আষাঢ়, ১৩২২ । জুলাই, ১৯১৫ । } ১০ম বর্ষ ।
৬২ত সংখ্যা । { } ৪র্থ ভাগ ।

মনীষা ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

তাঁহার পর কর দিন কাটিয়াছে, মনীষা খুব গভীর হইয়া শয়ন-কক্ষের একটা কোণে বোনা, সেলাই ও পড়া লইয়া অত্যন্ত নিরীহভাবে দিন কাটাইতেছে । নিত্য আবশ্যক বাতীত কাহারও সহিত বড় একটা কথা করে না, সংসারের সমস্ত বিষয়ের ভাবাবধান পুরাপূর্ণ ভিত্তি লব করে, কেবল অতি প্রয়োজনীয় হই একটা কাব, বাধা না করিলেই নয়, তাহাই বখাসাধ্য সংক্ষেপে মনীষা দাখিয়া থাকে ।

কহেননাথও বাহিরে বৈঠকখানার বন্ধ-দিগকে লইয়া বাবাবড়ের মধ্যে খুব মনিষা গিয়াছেন । মনীষার আকস্মিক আবির্ভূত উদাসীনতা তিনি যেন খুব উপেক্ষার সহিতই এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া নিজের

দিনগুলি প্রচুর স্বচ্ছন্দতার সহ্য দিয়া নিরুবেগে কাটাইয়া দিবার লজ্জা অতি বাহার বাস্ত । সংসারের ছোট খাট পুঁটি নাটী শুধা যেন নিতান্তই অগ্রাহ্যের সহিত এড়াইয়া যাওয়াই তাঁহার একমাত্র কাম । এইরূপ তাব দেখাইয়া তিনি খুঁই স্বতন্ত্র হইয়া দিন কাটাইতেছেন ।

কিন্তু এই পরিবর্তনের ঠেলায় দীর্ঘ ছুবেদ দিনগুলি কেমন অসহ্য নিরানন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে । সে আশ ছাড় মাস মনীষার কাছে রহিয়াছে, কই কেহত একদিনের ভ্রম - এক মুহূর্তের ভ্রম তাহার স্বাধীন আনন্দে হস্তক্ষেপ করে নাই ! তবে একি হইল ? কার অভিপায়ে এ দুইদিক বটিল ? আগে ত সে কত হুটামী করিয়া বিনা দণ্ডে পরিচয় পাইয়াছে, মনীষার আদেশে কাহারও

কিছু করিয়া খাটতে গিয়া যখন সে পথে
 খেলিয়া, প্রচুর বিলম্ব করিয়া বাড়ী
 ফিরিয়াছে এবং ত্রিহাজারোত্তর মনীবাকে
 যখন করিত নৈকিহং বাৎসাইতে গিয়া
 হাদাইরা দিয়াছে, কই তখন ত কের
 তাহাকে কিছুই বলে নাই। তবে এখন
 অকারণ কেন এমন আশাধর ঘটিল ?
 এই যে সে বিনা প্রয়োজনে সমস্ত দিনটা
 হেথা হোথা ঘুরিয়া বেড়াইতছে,—তা
 দিনান্তে মনীষা একবার ডাকিয়া প্রহাইতেও
 তুলিয়া গিয়াছেন, এ কি কম আক্ষেপ ?
 অভিযানে সময় সময় তাহার চক্ষু
 ছাণাইরা অল আসিত, না, সে এত পরদায়
 করিতে পারে না, মাইকীর এ নীরব
 গাছীর্ণা—সমস্ত বিশ্বজনটাকে যেন
 বেহর করিয়া তুলিয়াছে, সে কি করিয়া
 সামলাইয়া পাশে বসুন তো !

সে দিন নিশরাইনে (মিশ্রাণী) ঠাকু-
 রাধীর প্রাঙ্গণের উপ-গাছটীতে গছুর
 পরিমাণে টগর ফুটিয়াছে দেখিয়া তাহার
 মাথার একটা চমৎকার স্তম্ভগব গজাইল ।
 সে নিশরাইনের ছোট মেয়েটিকে কতক-
 জেলা সিগারেটের হর্ব ঘুল দিয়া গাছ
 উজাড় করিয়া ফুলগুলি তুলিল। তারপর
 কলা-বাসনার হতা সংগ্রহ করিয়া অত্যন্ত
 মনোযোগের সহিত, গছগব্যাপী বৈধ্য
 মরুত্রে এক ছড়া মালা গাঁপিল, এবং
 তাহার মাঝখানে একটা সবাপ্রফুটিত
 টবুটকে রাখা জবা ফলের খুন্টী জুগাইয়া
 অত্যন্ত পুন্নি হইয়া গর্জতরে সেটাকে বায়-
 মর বুয়াইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, অবশেষে

সাক্ষ্যে তর করিয়া আসিয়া মনীষার ঘরে
 ঢুকিল।

মনীষা তখন জানালার কাছে বসিয়া
 ছাঁটা ফলের আসন ছাঁটতেছিল, পদশব্দে
 মুখ তুলিয়া চাহিল, দীহুকে দেখিয়া তখনই
 তাহা নাখাইয়া আগার চাতের কাঠির
 দিকে মন দিল। ইহার সবাই দেখিয়াছে
 এবং তাহাকেও দেখাইয়া তুলিবার
 যোগাড় করিতেছে,—না, সে আর
 কাগজেও প্রসন্ন দিবে না। বিশ্বের সহিত
 তাহার সম্পর্ক কি ?

মনীষার উদাসীন দৃষ্টি দেখিয়া নিম্নে
 দীহুর সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল,
 মনীষার নিকট পর্য্যন্ত আগ্রহ হইবার
 তাহার আর ভরসা হইল না। একটু
 ইতস্তত করিয়া অবশেষে টেবিলের ফুল-
 দান হইতে শুক ফুলগুলি ছাড়িয়া ফেলিয়া
 তাহাতেই মাণটি সুবিক্রম করিয়া ধব-
 ধবে সাধা ফুলগুলির মাঝখানে পদ্মার
 মদির মত লাল জবাটা পরিণাটিক্রমে
 সাজাইল।

তথাপি মনীষা কোন কথা করিল না
 দেখিয়া ক্ষুব্ধনে সিগারেটের খালি বাক্স
 খুঁজবার ছলে এমিক ওমিক ঘুরিয়া
 দীহু মনীষার নিকটে আসিয়া, মাটির
 উপর চাপতে তর দিয়া জাহ্নু পাতিয়া
 বলিল, এবং কষ্ট-বিকসিত হাসি-মুখে
 একটু 'হুদ্বি' পদম শ্রাবনা করিল।

মনীষা পদমের বাক্স হইতে একটা
 ছোটগুলি তুলিয়া মেঝের ফেলিয়া দিয়া
 বলিল "নিরে যা"—

দীক্ষা শুদ্ধকরণে সেটা কুড়াইয়া লইল, কিছু বাটবার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া উঠে। চাপিয়া বলিল, এবং আপন মনেই মনোবাঞ্চে ধীরে ধীরে কুড়াইয়া নিল যে, শিবু কুর্শির ছোট ছেলেটি, নীলমনিয়া (নিউমোনিয়া) বেমায়ে মর মর হটরাছে, ডাক্তার দেখাইতে আজ হাস্পাতালে লইয়া গিয়াছে, পাড়ার সকল লোকেরা বলিতেছে আর বাঁচিবে না ।—

মুহূর্ত্তমধ্যে মনোবা অসম্ভব হইয়া উঠিল ! সে কি বস বাজ্ঞা গোকেস সংবাদের বহিরা আনিবার জন্য এই ছোড়া টাকে বাহাল করিয়াছে ? না তাহাকে বিস্ময়ভিত্তার বাতাইবার জন্য ইতাকে মর পড়িতে ডাকিয়াছে, সে মূল্যেকের প্রী, মূল্যেক-পত্নীর মতই—শাশুরের নিকট হইতে মূর্খের পৃথক্ থাকিবে, না হউলে তাহার নিজের সমস্ত বস পাশ না থাক, আর পাচজন শুভাকাজ্জী থাকিল যে ভদ্রানক অপমান করা হইবে ! অতএব—মনোবা আরক্তমুখে বলিল “তা করছে হয়েছে, আমি কি করব ? আমি কি গৌর না পঞ্চপথর থে, হুকুমে রোগ আশ্রয় করব ?.....”

দীক্ষা শুদ্ধকরণে আবাক হইয়া চাহিয়া রহিল ? মাইনীকে এমন কথা শিখাইল কে ?.....

অগ্রসর বালক খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল ! মনোবা ভবন কাঁচি ও কাপেট ফেলিয়া দুই হাতে কপাল চাপিয়া এক-

খানা বই পড়িবার চেষ্টা করিতে-ছিল :

(৩)

উজ্জ্বল ফিকে ফিকে রাঙা মেঘে আকাশের চারি দিক ঘাওয়া উঠিয়াছে । ঈশান কোণে একখানা কাল মেঘ উঠিয়া ধীরে ধীরে আগর হইতেছিল । চারিদিকের গাছপালা শুণা গাছ শুকু ভাবে আঁকা ছবির মত স্থির হইয়া আছে গোটাকতক আহারমুদ্র পক্ষী কেবল চকল ভাবে আকাশের কোণে ঘুরিতে-ছিল ।

মহেন্দ্রনাথ কোথের বাহির হইয়া গিয়াছেন ? মনোবা একা ঘিতলের নারন্দার অশ্রুসনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । তাহার এই কণ্ঠহীন সঙ্গীতকাল শুণা যেন দিনে দিনে অগ্রসর অবশিষ্টে ভরিয়া উঠিয়াছে । মনটা কেবলই বাদন চিড়িয়া কোন একটা নিরুদ্দেশের উদ্দেশে ছুটিবার জন্য সময় সময় বড়ই অগীর হইয়া উঠে । তাহার দিন রাত যেন আর কাটে না, বিশেষঃ ঐ বৈকালগুলো !—সমস্ত কাল কর্ম সাধা হইলে প্রাপ্তি কেবলই হু হু করিয়া উঠে—তাইত ! এবার কি করি !

তাহার কায় নাই, ক্রান্তি নাই, স্মৃতি নাই, আছে শুধু চারি দিক আচ্ছন্ন করিয়া একটা শুষ্কতার অংশাদ । প্রতি মুহূর্ত্ত সে যে কি অসুস্থতার কাটাতেছে, তাহা বর্ণনার নহে,—কিন্তু আর এ রকমে সময় কাটে না ।

জাপান কোণের মেঘখানা ক্রমশঃ ঘোরাল
হইয়া চারিদিকের আকাশের সমস্ত বর্ণ-
বৈচিত্র্যের উপর একটা নিষ্ঠুর কাল
বনিকা টানিয়া দিল। আসন্ন ঔষণোষ্ম
সময় বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল, জল নামে
বুঝি !

মনীষা আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া
শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। আদ্য
তিন বৎসর পূর্বে এমনি একটা মেঘাচ্ছন্ন
বর্ষাশীল সন্ধ্যার সময় তাহার কিশোর
জীবনের সেই একমাত্র মেঘের পুতুলটা
কোন একটা অনির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া
গিয়াছে !—ঠিক সে আজ তিন বৎসর !

মনীষার দুই চক্ষু দিয়া বর বর করিয়া
জল করিয়া পড়িল, আজ কোথায়—আজ
কোথায় তাহার সেই বর্ণ পারিজাত
সোণার শিশু ?—আজ তিন বৎসর সে
যে মার বুক খালি করিয়া কোথায়
সুকাইয়াছে !—সে কেন তাহাকে এত
শক্তি দিয়াছে,—এক বৎসরের অল্প মার
কালে আদিয়া,—সমস্ত জীবনব্যাপী
কোতে মার বুক ভরিয়া দিয়া সে কোথায়
চলিয়া গিয়াছে গো ?—মনীষা গ্রাণ ভরিয়া
তাহার বর করিতে পারে নাই, শুষ্ক
করিতে পারে নাই,—চিকিৎসা করাইতে
পারে নাই,—বাহ্য্য যে দৈত্যের গীড়নে
বড় অনাদৃত ভাবেই ভুগিয়া ভুগিয়া চলিয়া
গিয়াছে, সে বেদনা যে মরিলেও যাইবে
না !—মনীষা আর কাঁড়াইতে পারিল না,
ঘরে ঢুকিয়া সেখান পুটাইয়া পড়িয়া
মুখে আঁচল ঢাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে সহজে কাঁদে না, কাঁদিতেও পারে
না—তাহার বড় ভয় পাছে তাহার কান্না
দেখিয়া আর কেহ কাঁদিয়া ফেলে। আজ
চারি দিক নিষ্কল - কেউ কোথাও নাই,
তাই সে গ্রাণ খুনিয়া আজ গ্রাণের বোঝা
নামাইতেছে।

বাহিরে সন্ধ্যার হাওয়ার সহিত সবেশে
বুটি আরম্ভ হইল, কতের গর্জন ক্রমশঃ
বেশী হওয়ার বুটির বেগ ক্রমেই হ্রাস
পাইল, ঘন ঘন বিভ্রাৎ হানিতেছিল, নাকে
নাকে কড়্ কড়্ শব্দে বস্ত্রধ্বনি হইতে
ছিল। দেখিতে দেখিতে বুটি একেবারে
ধামিরা পেল, আর জুড় দানবের মত
বিকটভাণ্ডবে লাফালাফি করিয়া—চারি
দিক কাঁপাইয়া, গৌ—গৌ—শব্দে বড়
বহিতে লাগিল।

মনীষার বুকের ভিতর আজ শোকের
তুফান উথলিয়া উঠিয়াছে। পুত্রের ক্ষুদ্র
জীবনীর সমস্ত স্মৃতিটুকু আর এক-
যোগে তাহার নিকৃত বেদনা-মণ্ডিত
দৃষ্টিটা মুহূর্হ আঘাতে আলোড়িত
করিয়া তুলিয়াছে,—পুত্রের স্মৃতির দিনের
ভরাবহ স্মৃতিটা বতাই মুঃসহ হটক, কিন্তু
তাহার চেয়েও তীব্র আলাদারক স্মৃতি
যে সেই যোগে জীব ক্ষুদ্র জীবনের
প্রত্যেক দিনগুলার প্রত্যেক অভাবের
মুখে—দুর্জিবহ দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা !—পতঙ্গার
অভাবে,—নিজেদের শিক্ষার অভাবে—
ছোট শিশুর ছোট সেবার কত বৃহৎ
হইতেও বৃহত্তর, অমার্কনীর ফ্রট ঘটিয়াছে।
ওঃ নিরুপায় কোতে বুক যে কাটা

যাহ? বুঝা খাতকী, তাহার পুত্রের মৃত্যুর পর যখন আছাড় খাইয়া কাঁদিয়াছিলেন "তুই কেন গেলিরে মালিক"—তখন মনীষা তাইত শুধু ক্ষুদ্র খেদনার আক্ষেপ করিয়াছিল "তুই যে বড় গ্রুং পেয়ে গেলি বাবা!"—তাহার গ্রুং শুধু ঐ টুকু, অবোধ জীব বড় গ্রুং পাইয়া গেল। নিজের কথা ভাবিয়া—কেন গিয়াছে বলিয়া—সে একবারও শোক অনুভব করে নাই—নিজের অপরাধের অন্তই সে শুধু সতপ্ত হইয়াছিল।

শৈতন্য সম্প্রতি যা কিছু ছিল তাহা ঘুটাইয়া এবং মনীষার পুনো করখানি বন্ধ করিয়া দাতি কটে খচ ছুটাইয়া বামী আইন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তখন লবে জেলাকোর্টে ঢুকিয়াছেন। কাবেই তখন ঘরের কড়ি ভাঙ্গিয়া কটে স্ট্রেট দিন কাটান হইতেছে, পলীগ্রামের অসহ্যকর জলবায়ুর দোষেই হোক, আর পড়া পুস্তকের জল মিশান পাই গ্রুং খাইয়াই হোক, আট মাস বয়সেই শিশু—বক্তৃতার পীড়ার আক্রান্ত হইল। বামুনী লখামত প্রথমতঃ জলপড়া, তেলপড়া, পরে পাঁচু, গোপাল ও পকানদের চোপাঙ্গের চিকিৎসা চলিল, শিশু দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিল, কোন ঔষধই ধরিল না। অবশেষে গ্রামের কবিবাজ আসিলেন, দিনকতক তাহার চিকিৎসার শুণে শিশু ভালই রহিল, তাহার পর আহার যে সেই। পরশা নাই যে ভাল চিকিৎসক আনান হয়। অনেক চেষ্টা ও চিন্তার পর ঘোনার উপর ঘোনা করিয়া

সহর হইতে চিকিৎসক আনান হইল, কিন্তু হার—তখন যে আর চিকিৎসা সম্ভব নাই, পরদিন লক্ষ্যায় সহর বাণকের মৃত্যু হইল।

সংগে লাভনা দিল যে চেষ্টার ফলিত হয় নাই। কিন্তু হার! হার! সে যে ও কথার কিছুতেই যত্নে অবশ্য করিতে পারে না। আগাগোড়া অনিয়মে ও ফ্রটিতে ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত শক্তিটুকু নিঃশেষিত করিয়া শেষের দিকে সেই টানা হেঁচড়ায় আর কি কোন ফল হয়?—সে যেন আরো মর্মান্তিক ঘটনা বলিয়াই মনে হয়।

হইতে পারে শিশুর নিয়তি পূর্ণ হইয়াছিল, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। যাউক, তাহাতে গ্রুং কি, কিন্তু তাহার অন্ত যে কর্তব্যানুষ্ঠান তাহাবের করিবার ছিল, সেগুলো কি তাহা সম্বন্ধে পরিচয় ছিল? না না, তাহাও পারে নাই,—তাহার কিছুই সে পারে নাই গো—সেই টুকুই যে গ্রুং?

আজ তাহার স্বামী উপার্জন করিতেছেন, আজ তাহাদের সমস্ত বৈভব, সমস্ত অভাব ঘুটিয়াছে, তাইত আজ এ স্বচ্ছলতার মাঝে বসিয়া—স্বচ্ছলতার তাহার বক্ষঃস্থল করিয়া উঠিতেছে!—সে ছোর করিয়া সব ভুলিয়া থাকিতে চায়। পাছে স্বামীর মনে কষ্ট হয় বলিয়া ভয়ে সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলিতে পারে না, তবু—ওগো তবুও গোপন অন্তঃকরণ হইতে বে সেই অতীত কাহিনীর

একটা অক্ষরও বুঝি। আর নাই ?—তা
বে লাই তেমন উচ্চ অটুট আছে ?

হার! মাহুণ, মাহুণের কাণের বাহির
দিকটা দেখিয়া তাহার 'মা'তে 'মা'
বসাইয়া বুক ভাঙিয়া দেয়, সে জানে
না ইহার ভিতরটার কিছু আছে কিনা—
কোন আবেদের উৎস তাহাকে ঠেলিয়া
লইয়া চলিয়াছে সেটা সে বুঝিয়া
দেবে না, বুঝিয়া দেখিতে চাহে না।
মাহুণ বাহিরের হাত পা শুলা লইয়া কি
করিতেছে—সেই হুঁহু উপরই শুধু
তাচার তীর দৃষ্টি! ওগো সে কি
করিয়া সকলকে বুঝাইবে যে, অধরের কি
চর্চহ নিগূঢ় বেদনাকে সে এই প্রকান্ত
হৃৎস্তর মাঝে হৃৎ প্রসিদ্ধ সার্থক করিয়া
লইতে চায় ?—সে কোন প্রমাণে
দেখাইবে যে সে যে ঐ সরিত্ত হৃৎস্তর
সেবার মাঝে নিবিড় তাবে আপনাকে
নিশাইয়া দিতে চায়,—তাহা পক্ষাতের
কোন অঙ্গ তাড়নার ?—সমুখের কোন
শাস্ত্রমর আশায় ?—

না গো না, পুণিবীর বুদ্ধিমান মাহুণ
নির্বোধের দুর্জগতর কন্ডা করিতে
পারে না।—অগবান্ নিজে যখন তাহার
বুক খালি করিয়া পুরকে কাড়িয়া লইয়া-
ছেন, তখন সে যে পরের পুরকে বুক
করিয়া কাঁচী দিয়া শান্তি ভোগ করিবে,
সে ঐটি কেহই সহ করিবে না!—সে
যে নিজের ত্বিভিত মাহুণ, অকৃপ, বেদনা-
হত স্বেহরাশি পরের শিরে ঢালিয়া ভরহটা
হাফা করিয়া মুখী হইবে,—সে অমার্জ্জ্বনীর

অপরাধ কেহই কন্ডা করিবার ক্ষেপ
বীকার পাইবে না। না কলক,—
কাহারও উপর তাহার জোর নাই। কাহার
উপরই বা সে অতিমান করিবে ?
যখন নিজের পর্জগত সন্ধান হইতেও সে
বকিতা, তখন পরের সন্ধানের উপর এ
তুণাকুল মহতা মাহুণ কেন সহ করিবে ?

—অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে মনোবা
মুক্তকর্থে কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া
ডাকিল "ওরে আর বাবা আর, একবার
আর, আর তুই নেই এগে লবাই আমার
পর,—তুই ছেড়ে গেছিল বলে কেউ আর
বিখাদ করে আমার হস্ত চারনা—ওরে
তুই একবার আর বাবা!"

সংসার উচ্ছ্বসিত জ্বলন ডুগাইল,
বাতিরের অচির পর্জন তেজ করিয়া,—
টিক বেন সেই আতুণ আত্মানের
প্রত্যাহারের মতই কোথা হইতে কে আর্ত-
কর্থে ডাকিল "মা—মা—মা!"

চকিতে উদ্যাদিনীর মত আর ঠেলিয়া
মনোবা বাসান্দার আসিল, সত্যাইত—ও
যে সত্যাকার আত্মানই বটে!—ঐ যে
আবার শুনা বাইতেছে মা—মা—।

প্রাঙ্গণে পাড়াইয়া কতকগুলি নরনারী
উদ্যম স্বকায়ক ভেদ করিয়া, কাতরকর্থে
তাহাকে ডাকিতেছে,—মা—মা রকে
করুন, গরীবদের জীবন বাচান!"

কড় গৃহিতে ইহাদের কৃত্ত জুটীর দুই-
খানি পড়িয়া গিয়াছে, ইহাদের পাড়াইবার
স্থান নাই। গৃহিণী অমর্য জননী ও
পরিবারহ কলজন পুরুষ এবং একটা

দুসখু শিত গইয়া স্বামী দী আক নিগা
স্বয়, এ বর্ণন হইতে রক্ষা পাইবার চক্রে
মাথা ভুজিয়া ওপ্তেব মত নীড়াইবার
হান নাই,—আশ্রয় নাও জননি,—অনাথ
বের আশ্রয় বাণ !

মনীষা বিফারিত চক্রে চাহিয়া তিলি !
সে এখনই না সন্ধানকে ডাকিতে ছল ?
এখনই না সে তাহার বৃত্তান্ত সেবা-
বৃত্তির চরিতার্থতার চক্রে অলম্বন পুজিতে
ছিল, একি তাহাই ? একি তাহাই ?
হী তাহাই যেটে !—নিশ্চয় তাহাই, তাহার
মর্গভেদী আকুলতার উবরে উহাটাই যে
সামান্য বাণী শুনাইয়াছে, উহাটাই যে
ডাকিয়াছে, হা !—

মনীষা উচ্চ্বাসে ছুটুয়া নামিয়া গেল,
তাহার চক্ষের জল তখন শুকাইয়াছে ।

(৪)

তখন ত্রাণি অনেক ছইয়াছে, জল
যত সমস্ত থামিয়া আকাশ বেশ পরি-
ষ্কার হইয়া গিয়াছে, নীল আকাশের
কোণে বসিয়া শাখা বিন্দু লম্বা উজ্জল
জ্যোৎস্নাংশি ঢালিতেছেন। সে দিন
তরু পক্ষের বাহনী ।

হানীর উৎসাহী বিধান্ ভ্রমলোক ও
নির্দয়া বৃককবৃক্ষের দ্বারা স্থাপিত
“বারিষা কঠ নিবাসী” সভার আজ
অধিবেশন ছিল। কোটের কয়জন
উকিলই সে সভার দ্বাবিধানে সভাপতি,
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ । স্তম্ভস্থ মূল্যক
বাবুকে ও সেখানে নিযুক্ত রক্ষা করিতে
বাইতে ছইয়াছিল। জল খড়ের প্রেক্ষণে

মত দখলমতের বসিতে পাওে নাই,—সভা-
স্থল সবাই ছুটুগে তবে অনেক বিলম্বে
সভার কাণী আরম্ভ হয়, এবং একটু
প্রাণি করিয়া সভাকর চইয়াছে,—কাবল
সভার সঙ্গে সভাকর কার্যের সম্পর্ক
বহুটুকু থাক না থাক,—প্রাণোক্তনা
তিরিক্ত তর্ক নিতর্ক, এবং সভাপণের
বক্তার কারণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত
হইয়াছিল ।

সেই তর্ক নিতর্কের দ্বাত প্রতিঘাতে
সভাপণের লক্ষণের চিত্তই অস্বাভিক পরি-
মাণে নিচলিত ছইয়াছিল। মহেশ্বনাথও
পথে আসিতে আসিতে সেই কথাই
জাবিতেছিলেন, এমন সব মনসী দিয়ান্
বুদ্ধিমান্যণের উক্ত উদ্দেশ্যগুলির পরি-
ণাম, কেন এমন বিকল্পজনক শোচনীয়
অন্যায় রূপান্তরিত হয়, তাঁহাদের উন্নত
সকল সাধনের পথে এত বিঘ্নই বা কেন
এবং তাহার সিদ্ধি ফলগুলিই বা এত
বিকৃত কেন ?

এই যে এতক্ষণ ধরিয়া এতগুলি
ভ্রমলক্ষ্যনি এত বাধিতপ্রার পর
করিলেন কি না আশেদন নিবেদনের
করণ কাতরোক্তিপূর্ণ অহুন্নয়-লিপি গবর্ণ-
মেন্টের উদ্দেশে প্রেরণ মাত্র, আর কিছু
নয় !—হাতে কলমে চূড়ান্ত কার্যাদক্ষতা
সেখাইয়া এবার লবাই নিশ্চিন্ত, আর
তাঁহাদের কর্তব্য কিছু নাই ! এমন
করিলে কি কাহারো কিছু সভাকর প্রেরণ
আছে ? ইহারা পৃথিবীর সমস্ত মালিক
দ্বয় করিতে চান, কিন্তু শুভাচারের

খাতির পর কিছু লক্ষ্য করিতে নাহিল, দুই হইতে দু' নিম্না ইহারা গর্জিত উড়াইতে চান !

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া তিনি লঠনবাচক আঙ্গুলীকে বিয়ার দিয়া বহুঃ অগতির হইলেন । সিঁড়িতে তাঁহার জুতার নখ পাঠের ঠেঁকখানার পানেব পর হইতে ভক্তোবা তাড়াহাতি আলোক লইয়া বাতির হইল এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কয়েক জন নীচ শ্রমীক হিন্দুস্থানী পুরুষ বাহিব হইয়া আকুনি-গণ্ড-পিরে সম্মুখে বর্ণীবস্ত্রের জয় ঘোষণা করিল । মতেস্ত্রনাথ বিম্বিত হইয়া দাঁড়াইলেন । ছ একটা প্রস্তের পর সংক্ষেপে টগাদেব বিশেষের কথা এবং ইহাদের আশ্রয়দাতা 'মা ঠাকুরাণীরা' কল্পনাময় বদন্ততার উচ্ছৃঙ্খিত গল্পসংসা আভ্যোপাস্ত ভূনিয়া তিনি তরু হইয়া দাঁড়াইলেন । তাঁহারও না সকলে মিলিয়া এইরূপ আকারের একটা মহৎ কাণ্ডের কল্পনার এতক্ষণ মাথা ঘামাইয়া—গমর কাটাটকা আসিলেন ?—চকিতে তাঁহার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইল, এতক্ষণের মধ্যে বখাৰ্ণ কাব করিল কে ? বাহিরে সিঁধ্যা তিনি—না ঘরে বলিয়া তাঁহার সেই নগণ্য পত্নী ?

অকস্মাৎ তীব্র কণাঘাতের মত তাঁহার সে দিনকাল সেই জয়হীন জুতার কথা স্মরণ হইল !—ছিঃ, এই কাণ্ডের জন্তই—এই স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কি রক্ত ব্যবহার করিয়াছেন । আজ যদি মনীষার মমতা-

প্রদে ইহারা হ'ল না পাঠিত—তাঁহা হইলে এই ছঃই বিপর্যয় কি গর্জনাই হইত ?

মুহুর্তে নিজের সহিত স্ত্রীর আচরণ-প্রণা মিলাইয়া নিরেক্ষ একটা তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইল । তাঁহার পরার্থপরতার সুখণ পরিচয়—বাচোবা লইবার জন্তই গরীবের জন্ত ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু গরীবের সুখ চাখের সঙ্গে তাঁহাদের সত্যকার প্রাণের যোগ কতটুকু আছে ? কিছুই না, তাঁহারা গরীবের প্রাণ বাচাইবার অঙ্গিনার নিজেদের নাম কিনিতে চান মাত্র !—দিক্ ! আর এই নাতী,—কাহারো সাহায্যের অপেক্ষা না রাখিয়া, নিজের ভিতরকার সমস্ত শক্তিটুকু, নিজের প্রভাবে জাগাইয়া তুলিয়া—এতগুলি প্রাণীর প্রাণ সুবিধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া, নিঃশেষে এত কল্যাণ সাধন করিতেছে—তিনি বর্ষক, তাই এই কাজ হইতে এমন লোককে খামাইয়া রাখিয়া মান বাচাইতে চাহেন ?

মতেস্ত্রনাথের মন অত্যন্ত বিভলিত হইয়া উঠিয়াছিল । তিনি তাঁহাদের সমস্ত মন্তব্য বৈধা ধরিয়া ভূনিতে পারিলেন না, বাবা বিদ্যা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের খাওয়া হওতে তো ?"

তাঁহারা সঙ্গত্রেম সাপা বোরাইয়া উত্তর দিল "আজ্ঞে অন্নপূর্ণার রাণ্যে কেউ উপবাসী থাকে কি বর্ণীবস্ত্র ? আমাদের দোবার ধারণা অবধি হয়ে গেছে,

তধু আপনার অন্য আশ্রয়.....

।”

তাছাড়াও পরনের আবেশ করিয়া
মহেন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণপদে উপরে চলিলেন,
ভৃত্য আলো লইয়া অলুগামী হইতেছিল,
তিনি গঙ্গেশ্বরে বারণ করিলেন,—“আজ
চাঁদের আলো আছে! মিড়ি দেখা
বাইবে।”

উপরে আসিয়া দ্বার খেলিয়া তিনি
কক্ষে ঢুকিলেন, দেখিলেন আনন্দ-ক্ল-
বুধে উৎসাহিত-কণ্ঠে অনর্গল বকিতে
বকিতে দীপ্তা পদম আরাধে মেঘের
গড়াগড়ি নিতেছে, আর লজ্জা-খোঁজ বস্ত্র
পরিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেগে এক
হিন্দুস্থানী রমণী বাতাস বিধা কড়াইয়ের
আগুনের ছাই উড়াইতেছে, আর তাহার
ওধারে বসিয়া—মেহনুত ববনে ফোড়ন
শিত্তক হস্তগান করাইতেছে, ওকে—
মনীষা স্বয়ং!

মহেন্দ্রনাথের বুক ধক্ করিয়া একটা
ঘা লাগিল, মনীষার এ মনোহর-মিণী বৃত্তি
তিনি যে আজ তিন বৎসর দেখেন নাই,
আজ তিন বৎসর সে যে গুজ্জ্বল,
উজ্জ্বল, আশ্চর্যবৃত্তা, যেন কেমন
এক বকয়ের মাহুদ হইয়া আছে,—আজ
এত দিনের পর কোন শক্তিশালী প্রাণ,
—তাহার সে সুশৃঙ্গোরব লাবণ্য উচ্চার

করিয়া আসিয়া—তাহাকে আবার ঐ
সংহত হৃদয় নারীয়ে—ঐ অতিশয়
মাতৃবে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়া? কে সে
পরাক্রমশালী মহাপুরুষ?

মহেন্দ্রনাথের হৃদয়ের মধ্যে কি এক
অদ্বিতীয়-বিক্রিত শক্তি-স্পর্শে অকস্মাৎ
কত নির্ঝর খুলিয়া অপারিবার শাস্ত্রের উৎস
ছুটিয়া, তাহার মস্তকের মধ্যে শুধু একটা
উজ্জ্বল ধ্বনিত হইল—ধন্য ভগবান!

মহেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র দীপ্তহার
সুধরিত চাকলা চকিতে অস্বহিত হইল,
সেই শিশুর জননী হিন্দুস্থানী রমণী জন্মে
শাখা কেলিয়া লগ্ননে উঠিয়া নাড়াইল,
আর মনীষা মাঝার কাপড় তুলিয়া কয়
শিত্তকে বুক করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে
উঠাত হইল।

মহেন্দ্রনাথ জীড়ি-উবেলিত কণ্ঠে
বলিলেন “থাক থাক মনীষা! এখানেই থাক,
উঠো না—তোমার ও বৃত্তি যে এত সুন্দর,
জনগণগ্রাহী তা আমি জানতাম না। না
বুঝে অন্যায় ভাবে তোমার মনে কষ্ট
দিগেছি কমা করো।”

মনীষা শুধু একবার কৃতজ্ঞ কোমল
দৃষ্টিতে স্বামীর মুখপানে চাহিল, তার পর
শান্ত স্বরে বলিল “এস”।

ঐশ্বর্যবান! ঘোষণা।

স্নেহের ইন্দুপ্রকাশের উদ্দেশে তাহার পত্নীর প্রতি । •

১	২
“বিশ্ব সত্যই “যে”তে, রাষ্ট্রাটলান্তিক	ছিল টনু কুতিমান, সাহিত্যিক সুবিধান,
সাগরেতে,	নির্ভীক কর্তব্যাকর্ণা বীরের সমান,
ডুবিয়াছে আমাদের সেট ইন্দুপ্রকাশ,”	উত্তিগ্ন সে স্তান-রূপে চলেছিল নর্থপলে,
তনে নিদ্রাকণ কণা, মরণে পশিল বাবা,	মরণ বিধানে বৃকে সত্যের বিধান ।
ভারতের কি দুর্ভাগ্য কে করে প্রকাশ !	

• টনুপ্রকাশ “বিদ্যালয়ের জীবনী” লেখক প্রবীণ সাহিত্যসেবী বনামখাত শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী বনামখাত মহাপুত্রের মোটপুত্র । চলিভাভার B. A. পরীক্ষা পাঠ্যক্রম, তিনি কিছুকাল বঙ্গের জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কার্য করেন, এবং কয়েকখানি বাঙালি পুস্তক লিখিয়া অল্প দিনের মধ্যে উল্লিখিত লেখকবিশেষের মধ্যে গণ্য হন । বিদ্যালয়ের ভাষাকে বাঙালি ভাষার পত্রীকরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভ্রমের সমাধার করেন । কিছু ইন্দুপ্রকাশ এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়, আরও বিদ্যালয় করিয়া লালসায় নিজের চেষ্টায় অত্যন্ত পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করিয়া আমেরিকাতে যাত্রা করিয়াছিলেন । সেখানে বি, এ, ও এম, এ, পাশ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে কুটির লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, পশ্চিমঘো এই প্রথম হয় । লুসেটবিশ্ববিদ্যালয় হইয়া তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে আসিতেছিলেন । বিশ্বত ৭ই মে তারিখে, জার্মান টপিকের আশাতে কাছাকাছি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয় । ইন্দুপ্রকাশ রেজিনী, বাতায়িতঃ দেবানী ও একমিষ্ট সাহিত্যসেবী ছিলেন ।

আমরা অতি শৈশবকাল হইতে তাঁহাকে চিনিতাম, এবং তাঁহার এই উগ্রকিতে আনন্ড অত্যন্ত স্নান হইতাহিলান । ভাবিতাহিলান যে, ভারতের একটি সন্তান আমাদের আঁচা এইরূপ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলেন । তিনি এই বাবাবোবিনীর লেখক হইয়া সময় সময় কত প্রবন্ধ বিদ্যা ইংরেজ সাহিত্যে লিখিতেন । আমরা কত আশা করিতাহিলান যে, এবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাদের কত ভাল ভাল কথা শুনাইবেন । তিনি ক্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন । তাঁহার লেখার মধ্যে আমরা যে শ্রমতঃ, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতার আভাস পাইতাম তাহা আর পাইক না আসিয়া ছুঃখে গ্রহণ হইতেছি । ইন্দুপ্রকাশ তাঁহার বিদ্যা পত্নী ও তিনটা শিশুসন্তান রাখিয়া বিদায়েন, এবং বৃদ্ধ পুত্র বাবা তাই তিনটা আত্মীয় বন্ধন অনেক আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কি বলিয়া সাহায্য বিব্রাজনি না । জগদীশ্বর তাঁহাদের প্রাণে সাহায্য দিন এবং সেই অমর আত্মা বিদ্যা বাসে বাস করিয়া আরও জ্ঞান, শ্রেয় ও গুণে ভূষিত হইয়া দিন দিন উন্নত হউন, বনামখাতের চরণে এই প্রার্থনা করি ।

৩
বিজ্ঞা-উপার্জন তরে, সিদ্ধাছিল সিদ্ধ পায়ে,
হরে সেবা সিদ্ধকাম আসিবে সে তরে,
বিখ্যাত অর্পণবানে, 'সুসিটেনিরা' নামে,
জাম্বাবের অন্তরাতে সুখেছে সাগরে ।

৪
কত শত নরনারী, যেরে হ'ল পাপাচারী,
কগণীশ করিবেন হারের বিচার,
মোদের ঘেহের ইন্দু, হেরি সে বিশাল
নিচু,

কেমনে তামিল বেহ সমুখে কাহার ?

৫
সাক্ষী-তার দিবাকর, বিদাতা মঙ্গলাকর,
আর কেবা ভ'নরাছে অকুল ক্রন্দন,
'আমার বাটা ও বলে,' সুখি নহন মনে,
বলেছিল কত কথা কাপেলে তখন ?

৬
অকুল পাথারে পড়ে, হতবুদ্ধি নারী নয়ে,
কার কথা কে শুনিবে বিপদ বধন ?
অসহায় নিকৃষ্ট, কার দিকে কেবা চায়,
বলে, "পিতা দরাময় অনন্তপর !

৭
তব ইজা পূর্ণ হোক, ছাড়ি আমি
ইহলোক,
তোমার অন্তর কোলে লই গো বিশ্রাম,
তব স্নিগ্ধরূপে, আছে মোর সমুদায়,
বিশ্বাস নরনে দেখি পূর্ণ প্রেমধাম ।"

৮
অটল বিশ্বাসভরে, দিল প্রাণ অকাতরে,
পতীর অন্তঃস্পর্শ লবণাক্ত নীরে ,

সমাধি করেছে তার, এ বিদ্যান বিদাতার,
তাই এই শোকবার্তা ঘোষিল অচিরে ।

৯
ইন্দুপকোশের নাম, কবে সপে অবিরাম,
কত গুণে উঠে আজ চাগাকার ধনি,
বিশ্বপে অর্পণবানে, তাকিলে গো কেন
লাগে,
এই ভেবে বিবানিশি তাঁলেত জননী ।

১০
লাগে ছিল কত আশা, প্রিয়তমে ভাল-
বাসা,
কি যে মিষ্ট মাতৃভাষা বলিব কি তার,
দিয়েছে বাল্যলী নাম, রেখেছিল স্তম্ভনাম,
এক ছিল দান জ্ঞান ভাষার প্রসার ।

১১
শিঙা মাতা তাই বোন, লাগের অপভ্রংশ
বুঝ নাই তার দেহে দেখিবে না আর,
প্রিয়তমা ভাষণ তারে, আরাগী স্থখী
করিবাবে,
চেয়ে ছিল তার পাণ সতাই এবার ।

১২
"হায় ! নারী পতিহীন, বিবানিশি
বিহলিনা,
তোর দশা বেধে প্রাণ কাঁদে সনাকার,
কি বলে সাহস দিগ, সন্তানের মূলে শিখ,
এই ভেবে শোক তাপ ছাড় একবার ।

১৩
সেবা কর কাছমনে, পতিবদ্ধ শুকুজনে,
আর দেব শিশু তিনে বিদাতার দান,
ভাষার মাহুণ চ'লে, ইন্দুর সম্মান বলে,
তোমার স্বামীর পুন হবে যশোগাম ।

১০
আমরা হিন্দু আতি, সদা আনন্দেতে
মতি,
মানব-আচার মূঢ়। কহু তুনি নাই,
আত্মা সে অমৃত ধামে, সদা গেমমুখা
পানে,
আনন্দেতে মাতোয়ারা শুধু জাতি ভাই ।

১১
এ শুধু করনা নয়, লগ তার পরিচর,
ডাক পিতা দধামহুগ্নের আধার,

১২
চির ব্রহ্মলোক গলে, নিষ্ঠাবতী সতী হয়ে,
নিশি দিন কর ধর্ম সাধনা ওঁহার ।

১৩
শুণে যাবে ব্রহ্মলোক, ইহলোক পরলোক,
একই পিতার কোলে আমরা সবাই,
পেয়ে পুণি জন্মবান্, পরিপূর্ণ হবে সাগন,
আর নাহি হবে স্নান আনন্দ সবাই ।”

কাকা বাবু ।

বারাণসী-তত্ত্ব ।

(পূর্ব লকারিতের পর ।)

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

চেতগঙ্গ ।

চেতগঙ্গ সহরের অন্তে অবস্থিত ।
যেখানে পুলিষ কোতোয়ালী অবস্থিত,
সেখানে রাজা চেতগিহের একটা বাজার
আছে । চেতগঙ্গে হিন্দুদিগের পিশাচ-
মোচন নামে কেবল একমাত্র তীর্থস্থান
দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা একটা
প্রাকৃত পুষ্করিণী । তীর্থযাত্রী মাত্রেই
এই স্থানটী প্রবেশ । লোকের বিশ্বাস
এই যে, এই স্থানে স্নান করিলে ভূত
পিশাচাদিহ তর অথবা হুম্ব্র হইতে
মুক্তিলাভ করা যায় । প্রবাদ এইরূপ যে,
একদা একটা পিশাচ বারাণসী ধানের
পুত স্থানে ভয়ে ভয়ে আগমন করিতে-
ছিল । পক্ষকোণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ

তাঁহার গতিরোধ করেন । কিন্তু পিশাচ
অধিক বলশালী ছিল বলিয়া তাহার নিকট
দেবতাগণ পরাজিত হন । ক্রমে পিশাচ
“পিশাচ মোচন” পুষ্করিণী পর্যন্ত আগমন
করে । এইখানে তৈরবনাগের সহিত
তাঁহার যুদ্ধ হয় । এই যুদ্ধে তৈরবনাগ
পিশাচের শিরশ্ছেদ করিয়া বিশ্ববরের
নিকট লইয়া বাইরা আত্মপুষ্করিক সমস্ত
ঘটনা নিবেদন করেন । পিশাচের শির-
শ্ছেদ হইলেও সে শক্তিশীল হয়
নাই । তাহার কাটাশুণ্ড মহাদেবের তব
করিতে লাগিল । মহাদেব তব তুষ্ট
হইয়া তাহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে
পিশাচ এই বর প্রার্থনা করে যে তাহাকে
যেন পুত্র স্থান হইতে দূরীভূত না করা
হয় এবং গদাযাত্রীরা যেন পূর্ব পিশাচ-

মোচন দ্বান বর্জন করিয়া গম্বয় গমন করে। মহাশয় "উপাস্ত" বলিলেন। তৎ-
বধি লোকে গম্বয় গিয়া পিত্ত বিচার
পূর্বে "পিণ্ডাচ-মোচন" বর্জন করিয়া যায়।
কিন্তু যদি কেহ অজ্ঞাত পাকার উক্ত
হানে গমন না করিয়া গম্বয় গমন করে,
তবে পাণ্ডারা তাহাকে ভিক্ষা করিতে যে,
তুমি বারানসী ধামের পিণ্ডাচমোচনে পূর্বে
গিয়াছিলে কি না। এইরূপ অবস্থার গম্বয়-
যাত্রীর মধ্যেতে অল্পবিধা না হয় সেইরূপ
বারানসীধামস্থ পিণ্ডাচ মোচনের প্রতিনিধি
স্বরূপ গম্বয়ধামে একটি পিণ্ডাচমোচন
স্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ব্যবসা ও উপলব্ধিকা ।

বারানসী ধামে বর্তমান ব্যবসা তেমন
কিছুই নাই। তবে হুতি ও টিকের
কাপড় প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইয়া
থাকে। বাতুনির্মিত প্রব্যাবি যে প্রস্তুত
হয় না তাহা নহে। সাধাই হটক বা
ফুলদারই হটক, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তানজের
এখানে পাওয়া যায়। মোটা কাপড়েরই
প্রচুর্য অধিক, পাতলা কাপড় তেমন
দেখা যায় না। তবে তানজেরের কথা
স্বতন্ত্র। এখানে কাপড় রঙ্গান অথবা কাপড়
ছাপাই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।
বারানসী ধামের বেশদার ও আলর অধিক।
আমরা যে তানজেরের কথা উল্লেখ
করিয়াছি তাহা বস্ত্রত মলমল। কাপড়
ছাপিবার অস্ত্র হাঁচ আছে, তৎস্বারা ছাপাই
কার্য হইয়া থাকে। হাঁচগুলি কাঠ-

নির্মিত। আম, শিত্ত বা আবলুদ কাঠ হাঁচ
প্রস্তুতের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। স্বতন্ত্র হাঁচ
তৈয়ার করিয়া থাকে। তাহাকে নিম্ন-
লিখিত হিসাবে পাতিশ্রমিক দিতে হয়:—

(১) "বেল হানিরা" (ফুলদার কিনারা)
৪ আনার মতোক ছাঁচে।

২। "বেল বুটি" (ইহাতে একটা
করিয়া ফুল থাকে) ঐ।

(৩) "বেল হানি" (ফুলদার কিনা
কোণাকোণী) ৮ হইতে ১২ আনার ছাপা
যায়।

(৪) "তহরীরা" (অক্ষর, পদ্য, আকৃতি
প্রকৃতি এই ছাঁচে থাকে) ২ টাকা হইতে
৪ টাকা একমোট।

একজন নিম্নস্থ স্বতন্ত্র কাঠের মূল্য
ব্যতীত বৈনিক আট আনা উপার্জন
করিতে পারে। ছাপাওয়ার গদ, খড়ি
এবং শিরিষের একটা সংমিশ্রণ প্রস্তুত
করে। যে কোন প্রকারের ছাপিতে
হইবে তাহার ছাঁচ লইয়া উক্ত সংমিশ্রণে
ডুবাইয়া কাপড়ে ছাপ লাগাইতে থাকে।
অতঃপর রূপলী পাত লইয়া তাহার উপর
রাখিয়া একটা গদি দ্বারা চাপিয়া দেয়।
তাহাতে রূপলী পাতগুলি ছাপা স্বপ্নে
সংলগ্ন হইয়া যায়। রূপলী ছাপারও
পার্ককা আছে। কেহ কেহ রান্দা, গদ,
শিরিষ এবং খড়ি দিয়া একটা সংমিশ্রণ
প্রস্তুত করে। ইহাতে ছাঁচটা নিম্নস্থিত
করিয়া ছাপিতে থাকে। দাগগুলি শুক
হইলে কাপড়টির উপর একটি কাঠ
দ্বারা বর্ষণ করিতে হয়। তাহাতে বেত-

বর্ণের উজ্জলতা হুটুয়া উঠে। বর্ণ-কাঠী
মুঠা নামে খ্যাত। শেষোক্ত পণ্যটির
ছাপাওয়ালা মাগে ওটাকার অধিক উপা-
র্জন করিতে পারে না।

ছাপিবার পূর্বে প্রথমে কাপড়টাকে
তিল বা রেড়ির তৈলে ডুবাইয়া সালি
মাটির জলে নিষ্কৃতি করিতে হয়। এই
প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে
একজন ব্যক্তি তৈল ও অল্প এক জন
সাজিমাটির জল লইয়া একটা নাবের উপর
একপাশ উঠে চটতে ছাতিতে থাকে যে,
তাঁহা নাবে পতিত চট্টা যেন কেন্দ্র
চট্টা যায়। অতঃপর কাপড়খানাকে
তাঁহাকে ডুবাইয়া মিঃডাটরা লইতে
হইবে। অনন্তর তাঁহাকে একটা সুরহৎ
কাপড়ে বাধিয়া পরদিন শুক করিতে
হইবে। এতদপ প্রক্রিয়া বার বার করিয়া
যখন তৈলের গন্ধ থাকিলে না, এবং মাগও
বেধিতে পাওয়া যাউবে না, তখন
রক্তকে দিয়া কাপড়খানি নদী হইতে
কাটাইয়া লওয়া হয়। অতঃপর কাপড়ের
কিনারা ছাপা হইয়া থাকে। এ ছাপাটী
নোমালুম থাকে, সাধারণ লোকে
‘মাগটি’ দেখিলে পার না, কেবলমাত্র
নিপুণ ব্যক্তিই দেখিতে পার। অতঃপর
একটা কটাহে জল চড়াইয়া অগ্নির উপর
স্থাপিত হয়। জলে হুটু খরিলেই তাহাতে
পলাশবৃক্ষের ফুট্রা ছাড়িয়া দেওয়া হয়।
তৎপরে তাহাতে মজিষ্টা ছাড়িয়া দিয়া
কাপড়টা তাহাতে উটাইয়া পাটাইয়া
লইতে হইবে। কিংবদন্তি পরে আরও

মজিষ্টা ছাড়িয়া দিয়া কাপড়টাকে উটাইয়া
লইয়া শুক করিতে হইবে। ইহাতে পূর্ণ-
কৃত ছাপার বাগগুলি যাহা একপাশ
চেকের অগোচর ছিল তাহা স্পষ্টরূপে
প্রকাশ পাইবে। ইহার পর রক্ত
নদীতে খুইয়া কাপড়খানি শুকাইতে
যেও মধ্যে মধ্যে স্নেহের ছিটা দিয়া
তাঁহাকে আর্দ্র করে। ঘোট কথা কাপড়-
খানি একেবারে শুক না করিয়া
ক্রমশঃ করিবে। এই সকল প্রক্রিয়ার
পর কাপড়খানি ছাপিবার উপযুক্ত
হইবে। ছাপা কঠিন বাপার। ফুলই
হউক বা চেকই হউক একবার ছাপাতে
সমাধা হয় না। বিভিন্ন রংগুলি বিভিন্ন
ছাপার ছাপিতে হইবে। ছাপিবার সময়
ছাপাওয়ালা ছাঁচটী নাম হস্তে ধারণ
করে এবং দক্ষিণ হস্ত দিয়া তত্ত্বপরি
আবাহত করিয়া থাকে। পাছে হস্তে
আবাহত লাগে তজ্জন্ত দক্ষিণ হস্তে একটা
চর্খ ঘড়াইয়া লয়।

কাল রং তৈয়ার করিতে হইলে নিম্ন-
লিখিত বস্তু ও প্রক্রিয়ার আবশ্যক।

পুরাতন লৌহ...২০ সেয়া

শুষ্ক ৫ সেয়া।

তিল ...১০ ছটাক।

শুষ্ক জলে গুলিয়া তাহাতে তিল
ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতঃপর তাহাতে
উল্লিখিত ওজনবিশিষ্ট পুরাতন লৌহ ছাড়িয়া
দিয়া আট দিন পর্যন্ত তিমিতে দেওয়া
হয়। আট দিনে রং গম্ভীর হইয়া যাইবে।
তখন তাহা লইয়া পর্বের সহিত মিশ্রিত

করিতে হইবে। এই রূপী ঠৈয়ার
করিতে এক টাকা ৬ আনা ৩ পয়সা খরচ
পড়ে, কিন্তু রংট বসুয়াবণি কাণ্ড দিবে।

দুসহবর্ষ তৈয়ার করিতে হইলে নিম্ন-
লিখিত উপাদানগুলির আবশ্যক :-

কাল রং (পূর্ণোক্ত ব্রাজিলিয়ার
তৈয়ার হইলে) ৪ ছটাক।

ফটুকিরি... ৮ ঐ

সেক..... ৪ ঐ

টাক (পলাশ) ব্রুকের গন...১২ ঐ

এইগুলি জলে মিশ্রিত করিলেই দুসহ-
বর্ষ প্রস্তুত হইল। ইহাতে ৫ আনা ১ পয়সা
খরচ পড়ে এবং প্রায় ২ খানা কাপড়
ছোপান যাইতে পারে।

লাল রঙের মণসা বর্ণা :-

সেক ৪ ছটাক।

ফটুকিরি... ৮ ঐ

গোধ ৪ ঐ

হলু ২ ঐ

টাকের গন ...১২ ঐ

লোথেকে উদ্ভবরূপে গিলিয়া জলে
ফুটাইতে হয়। ফুটতে থাকিলে হরিদ্রা
সংযোগ করিতে হইবে। অতঃপর ছাঁকিয়া
সেক, ফটুকিরি এবং গণ মিশ্রিত করিতে
হইবে। ইহাতে ৬ আনা খরচ পড়িবে।

গাঢ় পীতবর্ণ প্রস্তুতের উপকরণ
যথা :-

পলাশ পুশ...১ দেহ।

হরসিংদার ...২ ছটাক।

ফটুকিরি ...১ ঐ

পলাশপুশ জলে ফুটাইয়া গলাইয়া

ফেলিতে হইবে। পরে হরসিংদার এবং
ফটুকিরি মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া ফেনার
পর গণ মিশাইতে হইবে।

যারাপনী ধামে চিকের বাসলাই প্রদান
বলিয়া গণ। প্রায় বার সহস্র লোক
এই বাবসার নিম্ন, তদাশো অধিকাংশই
মুদগমান। চিক, বঙ্গদেশ, মধ্য এশিয়া
এবং চীনদেশ হইতে আসিয়া থাকে।
শেষোক্ত দেশীয় চিক অতি উদ্ভব,
যেথিতে পীতবর্ণ। মধ্য এশিয়ার চিক
“মঙ্গল” নামে খ্যাত। ইহার বর্ণ ভগ্ন
বেত নতুন পীত। ইহা সম্বন্ধে
হইতে আমদানি হইয়া থাকে।
বঙ্গদেশ হইতে যে চিক আমদানি হয়
তাহা কলিকাতা, মালদা এবং রামপুর-
হাট হইতে আসে। চিকের রং কবচী।
যারাপনীতেই হইয়া থাকে। দেশী
বহুব মধ্য কবচাব, কলাবতু, ধান,
সংগী, গুলফদন, মণক, বৃণবুলচন্দ্র, এবং
পেরিয়া তৈয়ার হইয়া থাকে।

এখানে শিল্পের বাবসাও হীতিমত
হইয়া থাকে। কাপারিগণ এই কার্গের
মালিক। যারাপনী ধামে অনুমান ৩০-
কারখানা আছে। বৃৎ কারখানার ২০
জনেরও অধিক ব্যক্তিকে নিম্নক্ষেপিতে
পাওয়া যায়। নিম্ন কারিকর পারিশ্রমিক
অধিক পাইয়া থাকে।

উপজীবিকার মধ্যে লহরীর উপজীব-
িকাই শ্রেষ্ঠ। ইহার দীর্ঘ প্রকৃতি মূল্যবান
প্রস্তুত বেচিয়া থাকে। মূল্যবান প্রস্তুত
নয় প্রকারের যথা—(১) দীর্ঘ (২) পাতা

(৩) যাকু (৪) নীলম (৫) পুখরাজ
(৬) লগনৌরা (৭) পোমেব (৮) মূল্য
এবং (৯) দোতী। একত্বাভীত আরও
দুই একালের অর্থও আছে তাহার
একটির নাম লালগী এবং অন্যটির নাম
ফীমোরা। অহরীরা মূল্যবান প্রস্তর ক্রয়
করিয়া কর্ত্তনকারীগণকে কাটিবার অস্ত্র
নির্মাণ করে। এই কর্ত্তনকারিগণ আল-
নাতরাস নামে খ্যাত। ইহারাই হীরাতে
তিন প্রকারে কাটরা থাকে, যথা—(১)
পূরব (২) পোণকি এবং (৩)
কনওয়ার। ইহাদিগের পারিশ্রমিক
গণনাক্রমীতে ৩ টাকার হতি, দ্বিতীয়-
ক্রমীতে ৪ টাকার হতি এবং শেখোক্তিতে
৫ বা ৬ টাকার হতি। হীরা কাটিতে
হইলে "সান" নামক যন্ত্রের সাহায্যে
কাটিতে হয়। অস্ত্রাভ মূল্যবান প্রস্তর
কর্ত্তন করিতে হইলে আরও তিন প্রকার
"সানের" আবশ্যক হইয়া থাকে যথা—(১)
রগড়াই সান, (২) মিহিল সান এবং
(৩) খোলা সান। প্রথমটা দেখিতে অতি
কদম্বা, দ্বিতীয়টা অত্যন্ত স্থল এবং
তৃতীয়টা কীমান্ত। শেখোক্তিতে পুখরাজ,
যাকু, পায়া, নীলম্ কাটা হয়। লালগী
এবং অস্ত্রাভ নহম প্রস্তর কাটিতে হইলে
সানটা রপের হওয়া আবশ্যক। যদি
ইহারিঃএর অস্ত্র হীরা কাটিতে হয় তবে
তাছাড়া দুই প্রকারে কাটা হইয়া থাকে
যথা—(১) পোসওয়ারা এবং (২)
বামোচা। প্রথমোক্তটা পায়বস্তের অণ্ডের
স্তায় এবং দ্বিতীয়টা বাধানের স্তায়।

হিন্দুদিগের যেরূপ জাতি আছে হীরাও
তদনুরূপ জাতি আছে। বর্ণহীন কালের
মত হীরা ব্রাহ্মণবর্ণের, লাল বা গোলাপী
ক্ষীর বর্ণের, পীতগণ হীরা বৈশ্য বর্ণের
এবং ময়লা বা আবিল হীরা শূদ্র-
বর্ণের।

কোরা হীরা মূল্যও এক প্রকার
নহে। ইহাদিগের আকৃতি বিশেষে
মূল্যও বিভিন্ন। (১) অষ্টাস, (২) লাডু
এবং (৩) বিগলি নামক তিন প্রকার
আকৃতিগণিষ্ট কোরা হীরা দেখা যায়।
শেখোক্তি বাধানের আকৃতির স্তায়।
কর্ত্তিত হীরাও চারি প্রকারের। সর্বো-
ত্তম শ্রেণীর নাম "কুহী"। ইহা সম-
কোণ ভাবে কর্ত্তিত, (২) "আঠোয়া,"
ইহা অষ্টকোণবিশিষ্ট, (৩) "গীদা,"
ইহার উপরিভাগ গোলা এবং (৪)
"ময়ে"। শেখোক্তীও তিন প্রকারের
যথা—গোলা, পান এবং ত্রিকোণী।

হীরা ব্যতীত অস্ত্রাভ মূল্যবান প্রস্তর
তিন প্রকারে কর্ত্তিত হইয়া থাকে—যথা
(১) ভট্টরা, (২) মখোলা এবং (৩)
তিনকরীদার। কর্ত্তনকারীগণকে নিম্ন-
লিখিত হারে পারিশ্রমিক দিতে হয় :—

ভট্টরা মখোলা তিনকরীদার

পায়া, যাকু,	} ১ হতি ৪০ হতি ১০ হতি
নীলম, লালগী,	
পুখরাজ ইত্যাদি	
পোমেব	অন্য কাটা
	হতন।

মূল্য কখনও কর্ত্তিত ভাবে আইসে

না। বনমই আইসে তখনই সাধা-বিনীত
আইসে। ইত্যাক কাটরা হয় বানানয়
তো। লগিনাক্ষেপে পরিণত করিতে হয়।
যাহারা সাধা বাটে, তাহারো তোলা রুতি
চারি টাকা লইয়া থাকে।

আমরা পূর্ণে যে সকল মূল্যবান প্রস্তুত
করা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাদিগের প্রমাণ-
সূচক বাক্যও আছে। পাশ্চাত্য সর্পোদর
চটলে লেশমা-সূচক বাক্য "দন্তে
আগ্নেয়, কাঁচ কা টুকরা", বাক্যকে
"প্রথম যে আর্গেন্ট, কব্জরকী আঁখ"
অথবা "অভলাস কা টুকরা," নীলমকে
"অগ্নিসর্পিণী", পুংবাচকে "কুকুর কী ডালী",
লসনীবাচকে "বিলিকী জাখ", মৃগকে
"ভলাবী দানা," বোতীকে "দুধ কা
ফেনা, নীলেকী বীম" এবং গালাকীকে
"ভলাব কী পাভী" করে।

চতুর্থী মূল্যবান প্রস্তুত ক্রমকালে
তাহার পণ, কাট ২০ প্রেরী (বন্দি)
দেখিয়া লয় এবং কতদিনে সে স্তাহাকে
বিক্রয় করিতে পারিবে তাহারও আন্দাজ
করিয়া কতদিনের টাকার সুদটোও যোগ
করিয়া শুদ্ধপরি লভ্যাংশ রাখিয়া বিক্রয়
করে। সুতরাং ক্রমকালে লহরীয়া যে
মূল্যে ক্রয় করে, তাহার বিত্তগত দরে বিক্রয়
করে।

আমরা পূর্ণে মূল্যবান প্রস্তুত কাটার
কথা উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ছিদ্র করার
কথা বলি নাই। যাহারা ছিদ্র করে,
তাহারা "বিধিরা" নামে খ্যাত। ছিদ্র
করার মতুরি বখা :—

চীরা ৪ টাকার রুতি

পাশা ১ আনার রুতি

যাকুত ৩

নীলম ৩

পুংবাচ ১ ৩

গোমেধ ১ ৩

লালরি ১ ৩

কিরোজা ১ টাকার তোলা

বোতী ৮ আনার টাক (২৪

রুতিতে কে টাক)

এখানে সুপরি জ্ঞা অতি অল্পমাত্র
ভৈরায় হইয়া থাকে। মূল ও অস্ত্রান্ত
বনস্পতি চাইতে নির্গাল বাহির করিয়া
সুপরি প্রস্তুত করা হয়। গোলাপ, কেতকী
মুগি, যজ্ঞাই, লবঙ্গ, এলাচ, পেঁচু, ধনে,
পুদিনা, ঘোঁরি প্রভৃতি চটতে আরও বাহির
করা হয়। আরও বাহির করিতে চাইলে যে
সকল পাত্রের আবস্তক তাহার নাম ভেগ,
নটো এবং ভাটকা।

একটা ভেগ তিন ঘড়া জল ধরে কিন্তু
তাহাতে দুই ঘড়া জল দিয়া মল সংগ্রহ
গোলাপ পুষ্প ছাড়িয়া দেওয়া হয়।
সুতরাং ৬ টার সময় হইতে আল দিতে
আরম্ভ করিলে বেলা ৪ টার সময় আরও
ভৈরায় হইবে। প্রথম নির্গালিত অস্ত্রটো
পরদিন পূণ্যার ডোয়ান হয়, তখন তাহা
হইতে ১২ গের নির্গাল বাহির হয়।
আগামী কাঠ দিলে ৪ মন লাগে এবং
তাহার মূল্য বড় খোর এক টাকা, দুই
জন লোককে ভোগেণ তত্বাধানে রাখিতে
হয়। তাহাদিগের ভোগেণের মতুরী

দিনে দুই আনা দ্বারা। বর্তমানে ১২৫০ টা
মুলাব নাম এক টাকা। বহি মধ্যস্থ হই,
এবং ৮০০ মুলাব নাম এক টাকা এবং
আত শতা ২০০০ ড্রেই সহস্র মুলাব
১ টাকা। মোট কথা ১২ সের গোলাপের
আরম্ভ তৈয়ার করিতে হইলে সাড়ে দশ
টাকা পরচ পড়ে। আরম্ভ বিক্রোতা টাকায়
এক সের করিয়া বিক্রয় করে। ইহাতে
ভাঙ্গনিগের লাভ ১ টাকা ১০০ দশ আনা
হইয়া থাকে। কেবল আরম্ভ ফোনপুর
হইতে আইসে। সুতির আরম্ভ ২ আনার
এবং মকোইয়ের আরম্ভ চাই আনার
সের। এলাচের আরম্ভ দুই প্রকারের।
বড় এলাচের আরম্ভ ১৫ আনার এবং ছোট
এলাচের আরম্ভ ১৫ টাকার সের।

নিতা বাবহার্গা প্রবোর মধ্যে মিষ্টারই
হাওয়া। এদেশে মিষ্টারের পকার
নিতান্ত কম। বাজায়া দেশে মিষ্টারের
প্রকার বেঘন অধিক, এদেশে তেমন
নহে। জিলাবি দুই প্রকারের দেখা
বায়। এক প্রকারের নাম জিলাবি ও
অন্য প্রকারের নাম "জমুতি"। বাসুলাই,
পেড়া, লাডু এই পাঁচ প্রকারের মিষ্টারই
এদেশে ব্যবহৃত হয়। ইহা বাতীত
পুরী ও (মুতীর) মান কম নহে, তবে
ইহা মিষ্টারের মধ্যে গণ্য নহে। পকারের
মধ্যে মধ্যস্থর নোকারে পুরীটা অত্যন্ত
আপত্তক বস্তু। মধ্যগণ এদেশে
হালোয়াই নামে খ্যাত। কোন কোন

মধ্য মিষ্টার তৈয়ার করিয়া বীর নোকারে
বিক্রয় করে এবং কেহ কেহ ফেরিওয়ালা
দ্বারা তাহা বিক্রয় করায়। মিষ্টারের
ফেরিওয়ালাকে এদেশে "পুনচাওয়াল"।
বলে। মিষ্টার গল্পতের উপকরণ আটা,
চিনি এবং ঘৃত। দশ সের অমুতি তৈয়ার
করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপকরণাদির
আবশ্যক।

টাকা আনা পরদা

ঘৃত ১/২ সের, মুলা	২		
মাস কলারের ডাল ২১০	০	৪	
কাশির চিনি এসে ১০ ছ	১০		
গন্ধ দ্রব্য		১	
কাঠ		০	১ ০

মোট ৪ ৩ ২

মধ্যস্থ যন্ত্র বিক্রয় করিলে দেড় টাকার
দুই সের বিক্রয় করে এবং ফেরিওয়ালা
দ্বারা বিক্রয় করাইলে দেইটা ১টাকা
১০ আনার প্রকৃত করিবে।

জিলাবি প্রস্তুতের উপকরণ :—

টাকা আনা পরদা

মধ্যস্থ বা ০ সের মুলা	৪		
ঘৃত ২ সের			
কাশির চিনি এসে ১০ ছ			
গন্ধ দ্রব্য		১	
আলানি কাঠ		০	১ ০

মোট ৪ ৩ ২

উক্ত উপকরণে ১০ সের জিলাবি
প্রস্তুত হইবে।

আমাদের কথা ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

সমোচ্চিনী ।

(১)

আমিই সরলার মেজ দিদি । ছোট বেলায় তাহার গারে একখানা গহনা ছিল না । তা না থাকুক—আমার সরলাকে গহনা পরাইবার কোনও আবশ্যক ছিল না । বঙ্গ-প্রভাতের কৃত্ত মল্লিকাগুলি বধন ফুটিয়া ফুটিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাকাইতে থাকে, সমীপে আসিলে বধন তেমনি করিয়া হাসিয়া হাসিয়া, হেলিয়া মল্লিকা, মাথা নাড়িয়া বলিতে থাকে :—

সেব তাই ছুঁধো নাকো,
ছুঁলে আমি বাঁচবো নাকো,
আনন্দে আমার তোমরা বঁধু,
বৃন্দ বনে খুঁজেব মধু,
তুধু গন্ধ নিধে গাও চলে তাই—
পাণে নাকো আমার মধু!

তখন তা'দের গারে কে গহনা পরাইয়া দেব ? তাই বলি আমার সরলাকে গহনা পরাইবার আবশ্যক ছিল না । মনে হইত, সেই কৃত্ত মল্লিকাটিকে যদি সাত গোজ পরাইয়া ঢাকিতাম, তবে তাহার আর দেখিব কি ? সেই ভ্রমর-কুচিত গাঢ়-রক্ত কেশ-জঙ্ঘ যদি খোপা বাঁধিয়া খোটাকতক কাঁটা চুল ভাঙিয়া বাইজ্জা-তাই করিয়া ফেলিলাম, তবে আর তার

বেধিবার কি রাখিলাম ? যদি সেই নমনীত চাক অঙ্গে তুচ্ছ কঠিন কতক গুণা গোণার গহনা চাপাইলাম, তবে তার মে অরহানি করিলাম ? সেই পবিত্র, ক্ষুদ্র, নিভে, কোমল, লব্ধ-লজ্জাণী, প্রকৃতির অনন্তরাম নামধোঁতে কোন্ প্রাণে শিরের খাব মিশাইব ?

সত্য নতাই আমি ইচ্ছা করিয়া সরলার চুল বাঁধিয়া মিতাম না । একখানি ছোট নীলাবরী পরিয়া কোঁকড়া কোঁকড়া চুল নাড়াইয়া, চৌদ্দেব সমস্ত বধন বাগানে ছুটাইয়া দিয়া প্রজাপতি ধরিত, তখন আমি সে কি দেখিতাম ? জানি না—বলিতে পারি না, দেখিতে পারি, ভাবিতে পারি, মজিতে পারি, বলিতে পারি—না ।

কিন্তু হাজার হোক, আমি বনের মাহুদ,—রোগ কোথায় যাবে ? সবলাব বিবাহের সময় সে শক হইতে অনেক গহনা লজ আসিয়াছিল, তাহা দিয়া তাহাকে প্রাণ ভরিয়া লাভাইরাছিলাম । ঘোমটো দিয়া বধন দে বস্ত্রবাড়ী হাও, তখন মনে হইল—এ চাপখানা মুখখানি এখন হইতে ঢাকা পড়িল, ভাল হটল, চাঁদের সঙ্গে এখনো এ মুখের তুলনা আছে, কিন্তু কিছু দিন পরে আর থাকিবে না । প্রভাতের বালাকণের

বিকে চাওয়া যায়, কিন্তু মধ্যাহ্ন-কিরণ ছুটায় কাহারও না চুকু কলপাইয়া যাবে ? তাই ভাবিতেছিলাম,—এ মুখখানা এখন হইতে ঢাকা পড়িল, ভাল হইল !

একটী বড় আশ্চর্য্য বোধিতে পাই । বড় বড় জ্ঞানী দার্শনিক কবিতাও সাধারণতঃ মানুষের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া জড়-প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন । আমার বিখ্যাত তাঁহারা অক, রূপ দেখিতে হেমন জানেন না ! এ বিবর লইয়া দত্তজার (আমার স্বামী) সঙ্গে আমার একদিন তর্ক হয় । তিনিই হারি মানেন, শেষে বলেন, "মেরে মানুষকে কথার কে আঁটে ?" হইতে পারে, জড়-প্রকৃতির অনেক পদার্থে মানুষ অপেক্ষা স্থল, অথবা চরত জড়-প্রকৃতির সহই মানুষ অপেক্ষা স্থল । কিন্তু আমরা তাহা কি করিয়া জানিব ? আবার যে মানুষ,—মানুষের চক্ষেই দেখি, মানুষের চক্ষে মানুষ অপেক্ষা স্থল, মানুষ অপেক্ষা আপনায়, মানুষ অপেক্ষা প্রাণেয় জিনিষ আর কি আছে ? Man can paint, or make, or think nothing but man." প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যতই অগ্নি হোক, সে জড়, তাহার সঙ্গে তেমন মহাহুত্বিত আমার কোথা হইতে আসিবে ? মনস্তত্ত্বে বাহার সামান্য জ্ঞানও আছে, তিনিই বুঝিবেন—মহাহুত্বিতই প্রেমের অমর, স্বার্থ সস্তাবনাঃ তাহার পুষ্টি, এবং স্বার্থ সামনে তাহার পরিত্যক্তি । তোমার ভালবাসার পাঠের কঠোর

অপেক্ষা মিষ্ট স্বর তোমার কাণে কখনো পৌছিয়াছে কি ? যদি কেহ বল "আমার কাণে কোকিলের পক্ষম স্বর অপেক্ষা মিষ্ট স্বর আজিও পৌছে নাই," কিবা যদি কেহ বল "আমার কাণে ক্রান্তি-নেটের কাছে আর কিছু লাগে না" ;—আমি মূখের উপর বলিব "তুমি কাণকেও আজিও ভালবাস নাই,—মনের মত মানুষের সঙ্গে আজিও তোমার দেখা হয় নাই । তুমি যথাক্ ভালবাস বলিয়া মন কর, সে তোমার পাতানো ভাল বাসা—প্রকৃতি তাহাতে সাহায্য করে নাট,—সে ভালবাসা লোক-দেখানো, আর নরজ্ঞতা তোমার ধর্ম্ম । ভালবাসা বড় সাধারণ কথা নহে, ঐ শোন, যে ভালবাসা জানে, সৌন্দর্য্য চেনে, সে কি গাইতেছে—

ওই বুঝি গীলি বাজে—

মনমাকে, কি "মনোমাকে"—

বল হবি ! আর তুমি আমাদের বলিয়া আমরাও বল । বাঁপি যে মনোমাকেই বাজে,—আহা ! কেহ কেহ বলেন, অমূল্য কবি প্রকৃতির সঙ্গে কথা কহিতেন, আমি বলি, ভালট করিতেন । কিন্তু বল, মানুষ অপেক্ষা জড়-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অধিক বিনিময়, অধিক মাথা-মাখি ছিল, তবে খলি, হয় তিনি সিদ্ধ-পুরুষ, নয় মানুষের বিকে তাঁর দৃষ্টিই নাই—বুঝি মনের মানুষ কপালে জুটে নাই ! মানুষকে তিনি অজ্ঞান অবধেণা করেন ।

হায়! এই জনাই বৃষ্টি মাছুবকে
অশ্রুত দেখিলে বড় দুঃখ হয়। মনে হয়
এর চেয়ে অশ্রুত আর বৃষ্টি প্রকৃতিতে
কিছু নাই,—এ বৃষ্টি অস্বভাবিক! এ
বৃষ্টি অপ্রাকৃতিক! গেলিক্যানির ছানাটার
একটু খসি গুরু হইলে বড় দুঃখ হয়,—
মনে হয়, এর চেয়ে বৃষ্টি নারিকেলের
লাকুণ্ড ভাল।

ভরীয়া অনেক জিজ্ঞাসা করিবেন,
"ভাই, তোমার নিজের পথের কি?" সে
কথা দত্তবাকে জিজ্ঞাসা করিতে পার,
আমার এত পথের কাছ কি? পারতো
তোমরাই একবার আমায় সমুখে বাও।

(১)

আমার বহিষ্কা হুলের কথা অনেক
বলিয়াছি, তোমার কথা বলি নাই—
আর সে কথা ভুলিতে ইচ্ছা করে না,
সবই তো ভুলিয়াছে।

পাখনা থাকিলেই ভয় হয় না। কিন্তু
যিনি আমার সরলার সঙ্গীত করিয়া
গেলেন (এ কথা সহস্রবার বলিব) তিনি
রতে জোমরাই ছিলেন বটে। তিনি
বিবাহ করিতে আসিলে পুণীঠনে দ্বি
বলিয়াছিলেন—

ওগো সেবেছে ভাল,

রাই আবারে কাটা সোণা

ভ্রাম চকণ কালো।

আর বাসরবরে বলিয়াছিলেন "নাও
আমাইয়ের কোণে সরলাকে বসিবে
দিলে বেবাবে যেন গোবরে পথহুল
হুটেছে।"

হিনি পুরুষ মানুষ এবং অধুনা বর্ণে
গিরাজেন, তাঁর কথা আমি কিছু আর
বলিব না, বিশেষ আমি জীভাতি, পুরুষের
দোষ ভণ্ড, ভাল মন্দ দেখিবার আমি কে?

কিন্তু এখন এ কি হইল? আমার
বড় সাধের, বড় আশারের সরলার আজ এ
কি সঙ্গীত হইল? আমি এখন কি
করিব, কোথায় যাইব, কি করিলে কি
হইবে, কিছুই যে বৃষ্টিতে পারিতেছি
না। আজ তিন দিন সে বাড়িতে
আসিয়াছে। কিন্তু সেই সপ্তম দিন বাড়ী
গিরাছিল। আর একটাবারও যাই নাই।
তার দিকে আমি আর চাহিতে পারি না,
সে যে সাতদিন আমার বাড়ী আসিয়া
চরিত্রপনা করিত, কিন্তু আজ তিন দিনের
মধ্যে একটী বাহর বাতীর বাহির হয় নাই।
দত্তজা একবারও সেখানে যান নাই,
বলেন, "আমি সিঁধা সরলার সমুখে
কেমন করিয়া দাঁড়াইব? সরলার সঙ্গে
চোখোচোখী হইলে আমি কি করিব,
কি বলিব, আমি জানি না।" এখন
উপায়?

দেখিতেছি যত সুকী আমায়ই বাড়ি
পড়িবে। আর অশ্রু, তার উপর হৈ
বাক্য শেষ বৃদ্ধে বিধিল, তিনি যে এ
যাত্রা রক্ষা পাইবেন, এমনতো বৃষ্টি না।
যাত্রা শুরু হইরাছেন, তার উপর হাঁপের
অশ্রুতো আছেই,—কখন কি হয়,—
তিনিই বা আর কত দিন! তার পর?
সহস্র আঙুল হলে মানুষ, বোটিতো হাবা
গোবা। এবিধে মটামিটুকু বিলক্ষণ

আছে, তার উপর ওমরে মাটিতে পা দেয় না,— বড় মাহুবেব মেয়ে, তবে আর কি ? আমার ভাই নাকি বড় ভাল ছেলে, তাই অত শোভা পেয়ে যায়। আমার এমন সোনার টাক ভাইয়ের কপালে কি না এই ছিল ! তবু ববি ছুঁড়ী দেখতে অন্যতম কেউ মাহুবেব মত চইত,—তা না, কে বলবে কাতোতের মেয়ে, নাম রাখিতে তো পছন্দ লাগে না,—লাগিলেব বুঝি আটক খাইত না,—নাম রাখিয়া ছ পদ্মবী ! তাই পুণী ঠানু বিদি ঘোমটা পুণিয়া বো দেখিয়া এখন শুনিছেন বড় মাহুবেব মেয়ে, এখন ছুটিটা দালানে গিয়া আফ্রের ভালককে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন—“ হাঁগা, তোমরা কয় শতক বড় মাহুব হ'রেন্ণ গা ? ” ছেলেটি তাহাতে বড় রাগ করিয়াছিল ।

সংসারের তো এই দশা, এখন আমি সরলাকে নিয়ে কি করি ? এ আশুনের কুলকি এখন আমি কোন্ আঁচলে বাধিয়া রাখিব ? সপোনো প্রাতঃকাল, সমুখে সমস্ত দিন পড়িয়া রহিয়াছে, বাছাকে আমি কোন প্রাণে, কেমন করিয়া, কতদিন, সিন্ধুকে চাবি দিয়া রাখিব ? তাহার সমুখে আমি কেমন করিয়া অলঙ্কার পরিয়া, বারাগদী পরিয়া, লোকের বাড়ী বিবাহে আদ্যোদ করিতে যাইব ? সরলায়ে ! আজ তোর জন্ত বুকি আমার পাগল হইতে চইবে ।

না ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন,—একবার যাইব, প্রকৃত কাল বাড়ী আসিবে, বোকে

আনিতে গিবিরাছি, বেশি কি করে, ছুঁড়ীকে দেখলে আমার আপাদমস্তক অগ্নিরা যায়। আহা, সাত তড়াতিরি বাবা সরলার বিবাহ দিলেন, খেঁটাকে পণ্য একবার আনিবার সময় হইল না। প্রকৃততো রাগ করিয়াই বাড়ী আসে নাই।

৩

কাল মায় কাছে গিয়াছিলাম, তিনি অনেক কাগা কাটি করিলেন। তিন দিন যাই নাই বগিয়াই ডাকিতে পাঠাইয়া ছিলেন, আজ দুপুরের গাড়ীতে পক্ষু আসিয়াছে, বোকেও সঙ্গে আনিয়াছে। ডাকাতীর শেষ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে, বাসধানেক পরে পরীক্ষার ফল বাহির হইবে, বেশি ঈশ্বর কি করেন, পক্ষু দু'পরদা আনিতে পারিলে বাবার প্রাণ বোকে। হায়,—সরলার মুখেব দিকে চাছিলে সব লুপ, সব আশা যে ভাঙ্গিয়া যায় !

সরলার মুখে আর সে হাসির জ্যোৎস্না নাই—

সে হাসি আনন্দ, আনন্দ সে তাহা কাষিতেও হাসি অশ্রুতে ভাসে অস্ত্রমানন্তরে কাঁদে বদি বালা, কোথা হাসি যেন লুকায়ে রাখে—।

সে হাসি সে মুখে আর নাই,—বুঝি আর কিরিয়া আসিবে না। চোখে যেন আর সে চাকলা নাই, সর্দাদের সেই ডাঙ্কিং সকালনের ভাব আর নাই, হস্ত-পদের আর সে কিগতা নাই, সবই যেন ঠাণ্ডা, যেন ছোট নদীটিতে কুল কুল

বন্যার জগ আসিতেছিল, নদীটা আচ্ছাদনে
আটখানা হইয়া তরঙ্গ তুলিয়া, তুলিয়া
তুলিয়া, কুণ্ডিয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ কে
যেন গোচর বাধ দিয়া ফেলিল, বল
ধম্পনা খাটল, স্রোতের মুখে বাধা বাধা
ভাঙ্গিয়া কাশিতেছিল, সব যেন দেবেখানে
ছিল সেই খানেই গাঁড়াইয়া গেল।
শায়র প্রান্তের স্বচ্ছ জাহ্নব প্রকৃতির
গায়ের উপর প্রত্যাক-রোস্তের হাসিটুকু
ছুটয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ যেন কোথা
হইতে অগম্য একখানা কালো মেঘ ছুটয়া
আসিয়া প্রত্যাকরকে ঢাকিয়া ফেলিল।
প্রকৃতি-স্বন্দরীর স্নানর মুখের হাসিরাশি
মুখেই মিলাইয়া গেল, করাল স্নান ছায়া
মে হাসি ঢাকিয়া ফেলিল। বেগের কুড়িটা
সবে বৃক্ ছুগাইয়া উঠিতেছে, কোটে
কোটে, কে যেন তার বোঁটা শুদ্ধ ছিঁড়িয়া
তপ্ত বায়ুস্বর্ণের উপর নিক্ষেপ করিল।

সরলা আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া
বসিয়া পড়িল, দেবাবার বান কাপড়
লইয়া পরিয়াছে। হাতে এক গাছি কাঁচের
চুড়ী পর্য্যন্ত রাখিতে বের নাই, চুলের
রাশি কক, আলুগারিত, মুখখানি স্নান,
গভীর,—যেন অভিযানে তরা—তুধু
অভিযানে। কিন্তু সেই বাণিকার মুখে
যে পাত্তীর্গাটুকু সে দিন দেখিলাম, তাহাতে
আমার মূগ্ধত্ব ভগ্ন, বিবাহ ও বিয়নের
উল্লেখ হইল। মনে হইল সেই বয়সে
মে পাত্তীর্গা কেবল হিন্দুর ঘরের ডির
পুদিবীতে আর কাহাণী মুখে লভবে না।
বখন দুই আকাশের এক পার্শ্বে গাঢ় কক্ষ-

বর্ণ ঘন মেঘ উঠে, আর তার গায়ে দগ
দগ লক্ষণিকে বিভ্রান্ত মাঝে মাঝে
ছুটাছুটা করিতে থাকে, তখন যদি অপর
পার্শ্বে গাঁড়াইয়া, একটা পরিতাপবাস্ত-
ত্বের উপরিবিত্ত ফুল-তরা বক ফুলের
গাছের নিকট চাহিয়া থাক, তবে বৃষ্টিবে
সরলায় এখনকার মূগ্ধত্ব ভাব কেমন,—
টিক তাহারই একটা একটা ফুলের মত।
তাহাকে বেশিরা আমার অংশিত কাটয়া
ঘাইতে লাগিল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া
মনে মনে মিত্রালা করিলাম, ‘‘অগংগিতঃ,
তোমার স্বপ্নের এই দোয়ার প্রতিমাখানি
বোধনের রাত্রি কে বিলম্বিত নিল, নাপা’’
সত্য বলিতেছি, আমার অন্তরের অতি
গুঢ়ানপি গুঢ় অন্তর হইতে, সেই পরমায়
যেন আমার জীবিতা ভেদ করিয়া উত্তর
করিলেন, ‘‘তোমরাই’’। কিছুকালের জন্য
যেন বাহ্যজ্ঞান হারাষ্টলাম, যেন পকেজির
একটুকু হইয়া কণে পরিণত হইল, আর
তারার মধ্যে যেন সেই স্বর্গীয়া বাণী
প্রতিশ্রুতি হইতে লাগিল—‘‘তোমরাই।’’
আমাদের হৃৎ হৃৎের কারণ আমরাই!
—তোমার তপে হাত নাই নাপ!

একটু প্রকৃতির হইয়া বেশি, কোণের
কাপড় ভিন্নিয়া গিয়াছে। সরলা আমার
কোমর হই হাতে গড়াইয়া ধরিয়া আমার
কোণের মধ্যে মুখ তুলিয়া, হুঁশিয়া
হুঁশিয়া কাশিতেছে, আলুগারিত, অগ্ন-
বিক্রম চুলের রাশি মেজের উপর ছড়া
ছড়ি হইতেছে। আমি তাহাকে সম্বোধে
তুলিয়া বুকের মধ্যে ঢাপিয়া ধরিলাম,

তাঁহাকে কোলে করিয়া বলিয়া উই বোনে
লাগ ভরিয়া অনেকক্ষণ হরিয়া ঐ দিলাম।
অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলাম না।
কি ছাই কথা কহিব? তখনকার মনের
ভাবের কি ভাষা আছে? উই বোনে
মুখে মুখে, বৃকে বৃকে, সাগে সাগে
মিশিরা প্রবেশে সাধার ছটফটু করিতে
লাগিলাম। তার মাঝে কি কথা আসে?
তার কি ভাষা আছে?—“ভাষা তার
নীরাবতা।” একটু সহন করিয়া সরলার
চক্ষের জল মুছাইলাম, নিভেরও মুছিলাম,
তার ক্ষুর মুখপানিতে কতবার চুবন
করিলাম, সে কেমন আস্তে আস্তে
উঠিষ্ঠা আমার নিকট হইতে চলিয়া
গেল।

৪

সরলা চলিয়া গেল। আমি কিছু
বলিলাম না, তার সঙ্গে একটাও কথা
হইল না, নীরবে আমার কাছে আসিল,
নীরাবে কাঁদিল, নীরবে উঠিয়া গেল।
গমন ঘীর, মহর, নৃত্যপাথরক্ষেপ। এখনো
তিন মাল হয় নাই, একদিন মাত্র কাছে
কি লইয়া আসার করিয়া কাঁদিয়া পাতা
সাধার করিয়াছিল, হাত পা ছাড়াই
হাত পোরা কাঁচের চুড়ী কুচি কুচি
করিয়াছিল,—সে যে মাত্র কোণের
মেরে।

তোমরা বলিবে, “বোনের কাছে
আসিলে, তাকে এ সময় একটু সাহসনা
করিলে না?” লতা বটে, কিছু বলা
উচিত ছিল, অনেক কথা বলিবারও যেন

ছিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া সব
বুলিলাম। মুখে কথা বুলিল না। আমার
মনের যদি একটা ত্রুটিক দংশন করে,
বিষের আগার আগদেহমতক অনিতে
থাকে, যন্ত্রণার অতিভূত হইয়া পড়িয়া
থাকি, তখন যদি কেহ আমার করিয়া
বলিতে আসেন, “আহা সাগে নাই,
অমন কত লোককে কামচাঙ্গ, ঐ যে সে
দিন অমুককে কামচাঙ্গিছিন” ইত্যাদি,
তাঁহাতে আমার কি হয়? বরং যদি কেহ
একটু ঐবধ লেপিরা দেন, তাহাতে শান্তি
লাভ করি। কিন্তু এই ক্ষুর গহন-
কোণকে আঁকি যে সহস্র বিঘনাত্ত্রী কীট
প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মর্ষভেদী
যন্ত্রণার কি ঐবধ লেপিতে হয় আমি বে
তাঁহা জানি না, আমি তাকে কি বলিব,
কি বুঝাইব, কি সাহসনা দিব? যদি
একটু উক অলংকারিণেকে কোনো
উপকার হয়,—তার তো ত্রুটি করি নাই।
তাঁহা অলংকারি মনে আমার অলংকারি
মিশাইলে যদি কিছু উপকার হয়, তাহাও
মিশাইয়াছি,—আর কিছু পারি নাই, কিছু
বুঝি নাই!

আর একটা কথা, সরলার মুখের সেই
গাভীর্ণা, সে গাভীর্ণোর সমুখে আমি
যেন কতটুকু,—তাকে আমি কি
বুঝাইব? সে বুঝি এই ভবিনের ভিতর
কত বুঝিয়া ফেলিয়াছে, আমার চেয়ে কত
জ্ঞান, কত বহুবর্ণিতা লাভ করিয়া
ফেলিয়াছে,—নহিলে ও মূখে তবে আজ
এ কিসের ছায়া? আমি যেন কথা

বলিতে সাহস করিলাম না। কি বলিতে
হয়তো? কি বলি? যখন ক্রান্তিতে
আবৃত্ত করিল, তৃষ্ণাবর্ণে যখন মেঘের
কাণোহঃ একটু পাতলা চইয়া আসিল,
তখন বহঃ একটু সাহস পাইলাম, কিন্তু
সে যখন আপনা হইতেই মোরে ঘীরে
উঠিয়া গেল, আমি কিছু বলিতে পারিলাম
না। তাহাও দৃষ্টির অসুগ্ৰহে একটু
সামান্য শিক্ষা পাইয়াছিলাম, ভাগ্যে মনের
একটু প্রশান্ততা লাভ করিয়াছিলাম,
একটু হিলাবে করিয়া কাজ করিতে
নিখিয়াছিলাম,—নহিলে বৃষ্টি পড়ের মত

তাহার সঙ্গে কত 'লোকুতো' করিয়া
কেনিতাম। সে যে আমার আপন,—
এক স্বেচ্ছ মূল।

আমি 'অদিকরণ সেবা'নে অপেক্ষা
করিতে পারিলাম না, চিত্ত বহু অস্থির,
কিছুকণ নির্জিনতা চাই। প্রকৃতদ্বারকে
একটু আদর করিয়া, বোকে একটু কষ্টে
আপ্যাহিত করিয়া বাতী চলিলাম।
সেখানে দৃষ্টি আছেন, নির্জিন আছে,
তাই শান্তিও আছে।

ঐ প্রবোধসম্মত সুখোপাধায়, এম এ।

(ক্রমশঃ)

অশোক ফুল।

১
আজি মোর অশোক কাননে
গুচ্ছে গুচ্ছে কুটরাছে ফুল,
চারি দ্বারে প্রকট উজ্জ্বল
সারা প্রাণ উদাস আকুল!

২
একদা এ অশোকের মূলে,
কথা হার, সেই কবেকার—
অনি-কোণে চরম-শোণিত
উৎপলি। বখশী নীতার!

৩
মনে হয় পুষ্পরূপে ওই
অশ্রু তাঁর উঠেছে কুটরা,—
মর্মভেদী তপ্ত দীর্ঘবাস
পরে পরে কিরিছে কীটরা।

৪
অশ্রুতের অতৃপ্তি গটরা
প্রাণশক্তি করে দশানন,
পুষ্পে পুষ্পে ব্রহ্মের বেণে
কমা-আশে করিছে গুহন।

৫
সত্যী সাক্ষী ভারত-রমণী,
তোমারি অপূর্ণ ইতিহাস
লিখিত এ অশোকের দলে
সত্য প্রব দীপ্ত অধিনাশ।

৬
বঙ্গ-কবি সঙ্গল নয়নে
মালা ছলে বকনা তাহার
গাণি তাই এনেছে বসনে
লগ দেবী লগ উপহার!
ঐ কী-প্রকৃতির দত্ত।

শিশু শিক্ষা ।

বিলাতে ইংরাজ মহিলাদিগের অল্প প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার পির বিধে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে । প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন জামার কাট, ক্রশের সেলাইয়ের নমুনা, কাটির কাপড়ের উপর ফুল পাঠা তুলী, প্রভৃতি নানা বিষয়ের নমুনা ও প্রস্তুত-প্রণালী প্রবন্ধাকারে নিখিত হয় । ইহাতে সকল শ্রেণীর ইংরাজ মহিলাগণের শিল্পশিক্ষার অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং বায়ও কম ।

সামান্যের পুণকল্পে শিক্ষিত্রীরা বা মূলে বাউরা শিল্পকাণী শিখিবার সুবিধা নাই, কিংবা সাধারণের নূতন কোন শিল্প শিখিবার ইচ্ছা হয়, তাহারা একখানি মাসিক পত্রিকা চারি আনা কি আট আনা দিয়া ক্রয় করিলেই গৃহে বসিয়া অন্তের সাহায্য বাতীত তাহা শিখিতে পারিবেন, ইহাতে কত সুবিধা ।

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে ইংরাজ মহিলাদিগের জায় শিল্পশিক্ষার আবহ নিন দিন বর্ধিত হইতেছে ! অনেকট শিল্প শিখিবার জন্য বিশেষ ইচ্ছুক, কিন্তু আমাদের দেশের মাসিক পত্রিকাগুলিতে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই । মহিলাদিগের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা যদি ঐরূপ ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে অগ্রঃপুরুষ রমণীগণের শিল্পশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয় ।

অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষা ও

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদের বাহুল্যও হইয়াছে । রমণীগণের পরিধানোপ-
যোগী আবস্তক পরিচ্ছদগুলি যদি তাহারা স্বয়ং হস্তে প্রস্তুত করিয়া লইতে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমাদের এই দরিদ্র দেশের গৃহস্থগণের অনেক বায়সংক্ষেপ হইতে পারে । অগ্রঃপুরুষ মহিলাদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্য গত চৈত্র মাসের পত্রিকার জ্যাকেট কাটিবার প্রণালী ও তাহার নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল । এ বিষয়ে রমণীগণের আগ্রহ দেখিলে গবে অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল । এক্ষণে এ বিষয়ে রমণী-দিগের আগ্রহ আছে জানিরা আর একটা নমুনা প্রদত্ত হইল । ইহার প্রস্তুত-প্রণালী ও কাটিবার প্রণালী জ্যাকেটেরই জায় । কেবল প্রভেদ এই যে, জ্যাকেটের বোতাম সমুদ্র দিকে হয়, ইহার পৃষ্ঠের দিকে হয় । ইহাকে ইংরাজিতে “ব্রাউস” বলে । ব্রাউসের কাট জ্যাকেট হইতে সহজ এবং ইহাতে কাপড়ও কম লাগে । জ্যাকেট তৈয়ারি করিতে যদি বড় বহরের বেড় গজ কাপড় লাগে, একটা ব্রাউস করিতে সে স্থানে এক গজ কাপড় হইলেই হইবে, ইহাতে কত সংশ্রম ।

ব্রাউস কাটিবার নিয়ম—

জ্যাকেট যেত্রণে কাটিতে হয়, ব্রাউসও সেইরূপেই কাটিতে হয়, কেবল জ্যাকেটের দুই পার্শ্বে দুইটা বস্ত্র কাট

কাটিতে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। বৃক্কের সঙ্গে একবারেই সেই কাট কাটা হইয়া যায়। বৃক্ক, পিঠ ও হাত এই কাটিলেই হইল। ইহার সহিত যে কাটের নমুনাটি দেওয়া হইল, তাহা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ব্লাউস সেলাই করিবার নিয়ম—

প্রথমতঃ বৃক্কের পার্শ্বের (যে দিক কোর করিয়া কাটা) (১) চিহ্নিত কাটের সহিত পিঠের (যে দিক কোর করিয়া কাটা)

(১) চিহ্নিত কাটের সেলাই করিতে হইবে। পরে তৃতীয়া কাটের (২) চিহ্নিত কাটের সহিত সেলাই করিয়া (৩) চিহ্নিত কাটের গর্তের সহিত (৩) চিহ্নিত কাট সেলাই করিলেই একটা সম্পূর্ণ ব্লাউস তৈয়ারী হইবে।

নিম্ন নিম্ন কচি অঙ্গুলারে ইহার বৃক্ক, হাতে, গলায় চিকন্ কিয়া লেন। পাদ, প্রভৃতি বসাইয়া লইলে বেশিতে অত্যন্ত স্বন্দর হইবে।

গৃহকর্মা ।

জারক লেবু ।

এখানে এ সময় পাতিলেবু খুব মন্দ হয়। পাতিলেবু পেটের পীড়ার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এই সময় অনেক গৃহস্থের বাটীতে পাতিলেবু জরাইয়া রাখা হয়। এই জরান গেলুকে "জারক গেলু" বলে। এই জারক লেবু অহতম, গা বদী, অকচি প্রভৃতির পক্ষে বড়ই উপকারী।

জারক লেবু প্রস্তুত করিবার নিয়ম—

যদি একপাত পাতিলেবু জরাইতে হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ সে গুলিকে উত্তম করিয়া শিলে ঘসিয়া লইতে হইবে (তাহার গঃপ্রের উপরকার রং যেন না থাকে, আর ভিতরের কোয়া যেন বাহির হইয়া না পড়ে এইরূপে ঘসিয়া)। পরে সেই ঘসা লেবুগুলি পরিষ্কার জলে ধুইয়া একটা মাটি, পাথর কিবা কাঁড়ব পায়ে লেবু-

গুলির ভূবিবার বড় জল দিয়া তাহাতে ১০০ অর্ধপের লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই লবণ-জলে ঐ লেবুগুলি কেলিয়া দিয়া উহার উপরে পুনরায় অর্ধপের লবণ ছড়াইয়া দিয়া ঢাণা দিয়া রাখিতে হইবে। অট নয় দিন পরে লেবুগুলি যখন বেশ নরম হইয়া যাইবে, তখন অত্র একটা পাত্রে ৩০টা বড় বড় পাতিলেবুর রস গালিয়া তাহাতে অর্ধপোয়া আলাব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেই রসে লবণ জল হইতে লেবু গুলি তুলিয়া কেলিয়া দিতে হইবে। ১২১২ দিন পরে রস হইতে লেবুগুলি তুলিয়া রোঁয়ে দিয়া শুখাইয়া লইলেই জারক লেবু প্রস্তুত হইল। একটা বড় শিশিতে করিয়া এই লেবুগুলি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিবে।

ধাঁধা।

১। এমন কি প্রাণী আছে চলে চতুর্পাশ।
ছুই গহরেতে নহে কিন্তু morning সময়।
হইলে তরুর Time চুটি পাও দিরা।
বধা ইচ্ছা চলে বাহ আকান্দিত হইয়া।
আদিয়া পড়িলে End তিন পর পরে।

২। যীরে যীরে চলে বাহ যে বা যত পারে।
২। এমন কি আছে গার অবধব নয়।
না পাকে হুমিতে এবং আকাশেও নয়।
কিন্তু সে ত মানবের করে রক্তপান।
কিবা তার নাম হয় বল বিজ্ঞান।

সংবাদ।

১। গত ১৭ই জুলাই ইংল্যান্ডের মণী-
পণ এক মাইল দীর্ঘ এক মিছিল বাহির
করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১২৫ মনে বিভক্ত
হইয়া ১২৫টা পতাকার তলে দণ্ডায়মান
ছিলেন। পতাকাতে এই সকল কথা
লিখিত ছিল "পুরুষেরা বুদ্ধ করিবে,
নারীরা কর্ম করিবে", "আমরা অক্ষম
নহি," "আমরা পেশ রক্ষা করিতে ও
জর্জন সম্রাটকে তাড়াইয়া দিতে দৃঢ়সম্মত
হইরাছি," "আমরা চাই যে বুকের জন্ত
সকলকেই কর্মে নিযুক্ত করা হউক",
মিঃ গ্রেড অর্জ নারীদিগকে সাহায্য
করিয়া বলেন "৫০ হাজার স্ত্রীলোক এখন
পোলের কারখানায় কর্ম করিতেছেন।
নারীদিগের সাহায্য ব্যতীত যুদ্ধে জয়লাভ
করিতে বিলম্ব হইবে। স্ত্রীলোকেরা শত্রু-
জের আক্রমণের সহায় হউন।"

২। দিল্লীতে লেডি হার্ভিং মেডিকেল
কলেজের বাটী নির্মাণ প্রায় শেষ হইয়া
আগিয়াছে। আগামী শীতকাল হইতে

কলেজের কার্য আরম্ভ হইবে। ভারত-
বর্ষের সমুদায় স্থানের নারীরা এই কলেজে
মে, বি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে
পারিবেন।

৩। স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্ত
সম্প্রতি গুণনে এক সভা হইয়াছিল।
সার কৃষ্ণগোবিন্দ শঙ্কর সভাপতির আসন
গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে
ভারতের প্রতি ১০ লক্ষ স্ত্রীলোকের মধ্যে
৩৯১ জন স্ত্রীলোক মাত্র লেখাপড়া
শিখিতেছে। ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের
জন্ত তুংপুর্গ সিভিলিয়ান মিঃ ইয়ুয়ক
আগির পত্রাবে ও লর্ড লিটনের কস্তা
লেডী সুটেন্সের সমর্থনে ভারতসভিগের
নিকট এক দরখাস্ত পেরণের প্রস্তাব
গ্রহণ করা হইয়াছে।

৪। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, গবর্ণ-
মেন্ট কলিকাতার বাণিজ্য বিভাগের
বাটীতে স্থায়ী রূপে বিরূপদর্শনী স্থাপন
করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বি, এ, পরীক্ষার ফল ।

ইংরাজি অনার ।

প্রথম বিভাগ ।
মলি কোচেন—ডাঃসেনন ।
দ্বিতীয় বিভাগ ।
রাচেন আর্টেন—ডাঃসেনন ।
তৃত্ব ক্রিট—
দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ ।
নারদী চন্দ্রমুখী—বেথুন ।
পাশ লিট ।
বহু বিভাগী—বেথুন ।

৬। দাদ স্মরণতা—গ্রাইভেট ।
৭। সুখান্দি নোভা—”
৮। পাল অমরবাণী—”
৯। রাই চাকরী—বেথুন ।
১০। সিংহ রাই অমর—গ্রাইভেট ।
১১। সেকার ছেনরিটেট অবালাবাণী
ডাঃসেনন ।
১২। তৈতোদরী—”
১৩। সন্ধিয়া কালি—গ্রাইভেট ।

✦ বামারচনা ।

(১) সতীদেহভাগে ।

হের বিশ্বাসী, প্রেম অধিনাশী,
যদি কি মধুর বধেপজ্জয়ে ।
হারা হ'বে সতী, আলি পত্নপতি,
ক্রমে জিহ্বান উন্মত্ত হইবে ও
বিহীন চেতন, অরণ পতাপ,
দেব সিংহর বাহজ্ঞানহীন ।
সতি সতি শত্রু, যব নিরস্ত্র,
বদনমণ্ডলে করি উচ্চারণ ।
বিগলিত প্রাণ সতী শোভাহীন,
তপালি ভাঞ্জিত নাহি কথ্যচেন ।
নিজ অঙ্গোপহে শব তত্ব ধরে,
উন্মত্ত অধীর করে বিচরণ ॥
এ দেব মমতা, এ উজ্জলপতা,
কে ধরেছে কোথা এ ব্রহ্মাণ্ডবর ।

বিনা সতীধর, পবিত্র শব্দর,
অন্ত কোন বেবে অধিকারী নয় ॥
জন দেব দেব শিবম্বর শিব,
তোমার চরণে এই নিবেদন ।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে, এ প্রেম অমরে,
বিতরিবে রোপ প্রণয়সন্ধান ।
কার্য মাত্র ভেদে নাহি ভাঙি জুড়ে
প্রণয়-প্রতিমা করিয়া গঠন ।
ধরিয়া জীবনে প্রণয় হরপে,
নরগণ হেন রয়ে অহুক্ষণ ।
ব্রাহ্মমতি নয় ধর অতঃপর
প্রেম অনর্থক ঈশান সমান ।
আবার মিলনে অনন্ত বন্ধনে
পরমোক মাঝে রয়ে অহুক্ষণ ॥

শিব-সাধনা ।

ধরি বোণাগন দেব ত্রিলোচন,
এ কঠোর তপ করিতেছ কার ?
নির্মীলিত আঁখি, মেলি দেখ দেখি,
সাধনার ধন লক্ষ্মণে তোমার ?
পান্য অৰ্ঘ লয়ে, আঁতে ধাঁড়াইয়ে,
এলায়িত চাক চিকুরের তার ।
অষ্টম বরদে, পঞ্চতপা ক্রেশে,
হইয়া গো উমা কঙ্কণের সার ।
বঙ্কলবসনা, আভরণহীনা,
বিকৃতিভূষণ হইয়াছে সার ।
কমল-নয়ন করি উদ্বীলন,
দাও গো তাহারে প্রবাক্তিত বর ॥
অমর বৈতথ্য চাহে না সে সব,
শিবকে পরাণ করিয়া বে লুপ ।

বিজয় কাননে, শুধু তব খামে
এ কনক-বস্ত্রী কালিনায়র ॥
হরে রাজবালা, কত সবে বালা,
কিষ্ট তহু অতি হইয়াছে তার ।
পুরাণ অতীত, প্রদানিয়ে ইষ্ট,
নতুবা কলক তব প্রসাদয় ॥
মনোমত্ত পতি চাহে বৈমবতী,
অন্তের গণহু হইবে তাহার ।
অচ্ছন্দা বকনে রহিবে দ্রবনে,
এই গো জহরে বাগনঃ সার ॥
মানস সুব্রতি দেব পত্নপতি,
কপমাত্র কাল করি পরিহার ।
গিরি কুমারীতে, দৃষ্টি পরে ধরে,
সকল করহ শিব-সাধনার ॥

অজ-বিলাপ ।

আগো ইন্দুমতি কাদে জাপ অতি
এ ভাবে তোমায়ে ধেরিয়ে ।
নির্মীলিত আঁখি, কেন বিধুম্বী,
সহসা তুতলে পড়িয়ে ॥
কোমল পরাগে, কি বাধা বাজিল,
কি বাধা পলিন মরদে ।
জননের তরে, ছাড়িয়ে অঙ্গেরে,
তহিলে কেন ঘোর ঘুমের ॥
নন্দনের সার, পারিজাত হার,
পরশে তাহার চেতনা ।
না জানি কি হলে, হরিল অকালে
আগাখিকে কিছু বুঝি না ॥

অথবা মলিনী, নীহারে মলিনী,
বুঝিবা ভেদনি হইল ।
কোমল বস্ত্রর নিধনে বিধাতা
কোমল বস্ত্রই স্থজিল ॥
এ ঘোর যাতনা, আহতো লহে না,
ধৈর্য ধরিতে না পারি ।
উষ্ণি বেল আঁখি, কাতরিতে ডাকি
জীবনের সহচরি !
নয়নের তারা, অমৃতের ধারা,
এ মম জগৎ-মকুতে ।
জীবন-মলিনী, সন্তাপহারিণী,
তব মম কেবা বরাতে ॥

গুহে যে গুহিণী, লিঙ্গ লখী পেমালাপে ।	লক্ষী বরুণিনী উঠ লিঙ্গতনে,	তাজি ঘোড় সুম, ঘাবে ঘাবে ডাকিটুকাতরে ॥
কলা বিহার স্থপে, লভ্যমর্শে মন্ত্রিতপে ॥	হুতী সম ছিলে, এ ভাবেতে করে,	অপাণেতে হেরে, ওরে কাল চরাচর !
বীণাধর নতন, না শুনি জয়র বিষয়ে ।	হুগাধাধা বাণী, কি নাহি হইলে বল,	বিদ্যাত্রিমা বন্ধবল, তুই যে আদার ॥

ইন্দুবালা ।

দানব-নকিনী, হাং তুমি ইন্দুবালা ।	দানব বগনী বীর রণ-শ্রম,	কবিত্তে উপশম, এ চাক রতন ধারে ।
পুষ্প প্রকোশল, কোথা হতে পেলে বালা ॥	সম জদি ঐল, বিধি নিজ গুণে,	অপিতা যতনে, কুত্রপীড়-বক্ষোপরে ॥
লক্ষ্য কাহণে, বহে অক্ষ দর দর,	সদা আঁখিকোণে, ধনা কুত্রপীড়	অবিলম্ব বীর, বিজয়ী দানবকূলে ।
পাছে পতি-পত্রে, দাকণ বিরচতার ॥	কোন নারী ধরে দেবভাবাকিত,	চেন পান্ডিত্যত, পোতিছে যাতার গলে ॥
রূপে নিরুপমা, না দেখি দানবকূলে ।	মাধুরী মনোহরা, দীপ—বিধান ।	কলিকাতা ।
কুত্রপীড় সম, বাধা তাই কহিতলে ॥	যোদ্ধা অহুপম, কলিকাতা ।	

উষা ।*

(১) প্রাণ-মন-হতা পূরব আকাশ হতে, বীরে নীরে নীরে মানবের তরে নামিল 'দেফালি' প্রাতে ।	উষা মনোহরা এদিক্ ওদিক্ গুজি চতুর্দিক আঁধারে তাড়ারে দার ।
(২) আলোকপরণে মধুর বাতাসে ভাড়াগুলি নিবে বার,	নিশ্রা তাজি বালা হাতে লয়ে ভাল কুশুমচরনে দাধ, ফুলের স্তব্ধে মেঘের আবেশে 'অর অগণীণ' গার ।

(৪)
পাখী গাছে গানে তুলিয়া হুতান
মধুর মধুর গাতে,
জয় জগদীশ করহে আশীষ
একমি হে বিশ্বপতে ।

(৫)
দিক্ত বশনে কমলা ভূষণে
মান করি যার সতী,

জগদীশ বাহু জগদীশ বয়
হৃদয় মনে অতি ।

(৬)
কানে কানে কয় 'দিহরি' মলয়
জয় জগদীশ গাথা,
দাখনা অমায় আশীষ তাঁহার
নত করে বেধ মাথা ॥
ঐশ্বরী শশীলতা দেবী ।

তুলিকা ।

বিনয় ভূষণ, হৃদয়ে বচন,
সলজ্জ সরল হাসি ।
পরম সুলভ, জন মনোহর,
সদুত্তম শোভা রাশি ।
এসময় নয়ন, এসময় সন,
এশান্ত হৃদয়ভার ।
গর্জ নাহি জানে, হিংসা নাহি প্রাণে,
না জানে কলটাচার ।
সেবে শুকজন, শুকত সজ্জন,
অধিক্তি বেবতা জানে ।
একম অক্লম, দিষ্ট দিষ্টাচারে,
- সবাত্রে সজ্জব বানে ।
সজ্জানিত্বিতা, সর্গগুণারিতা,
সংলা সত্যাবাদিনী ।
সাক্ষী পতিব্রতা, সবা ধর্মে বক্তা,
অশীষা প্রিয়তামিনী ।

কর্ণেতে নিশুণা, দান্ত উচ্চমনা,
রোগেতে শাহিদারিনী ।
কমা দহা আর, চালায়ে দেহবার,
সমান ভক্তিদারিনী ।
কদর তাহার, হৃদয় আধার,
প্রীতি সমভার স্থান ।
ছোট বড় জনে, ভেদ নাহি গণে,
সবারে বেধে সমান ।
অনাথ বেথিলে, লয় কোলে তুলে,
আত্মরে আশ্বাস দানে ।
বিগলিত চিত্ত, মাঝে পরহিত,
সাক্ষনা শোকার্ত প্রাণে ।
কি কাজ রতনে, কি কাজ ভূষণে,
কি কাজ রূপেতে তার,
ভণের ভূষণ, শত্রে বেই জন,
গৌরব রতন হার ।
ঐশ্বরী উবাঝোষিনি বহু ।

বামারচনা—অতিরিক্ত ।

সংযম ।

অগ্নি আৰ্ঘ্যে ! পাতিব্রতা করিতে ধাবণ,—
তুনি বীর ভাবি-পতি আরা ! জন্ম অক,
সাত্ত্ব বস্ত্রে করি ছুটি চাক অঁধি বক,
কঠোর সংযম কৃষি করিলে গ্রহণ ।
অঁধি লবে অস্ত্রপ্রাণ চাইবে বেজার,—
নয়ন-মোহন চাক রোংরা-গৌত্র তরা,
—কানন-কুশল-পাশা সুন্দরী এ ধরা,
বজ্রিলে বর্শন-হুথ অস্ত্রলেনে দেগার !
পাতিব্রতে এ সংযম অদৃষ্ট—অস্ত্রত !

কত যুগ হ'ল গত কাল-নেমি বলে,
পূনা পুত সতীপায়ে গেছে তুনি চ'লে,
তব লে সংযমে আঝো ভারত আনুত !
হে বরেণ্যে ! হে শরণ্যে ! হে সতি
গাছারি !
ধন্য পাতিব্রতা ! ধন্য সংযম তোমারি !
ঈশ্বরী হুণীণা হুন্দরী নিরী !
পোতা-বাজার রাজবাটী ।

ঈশ্বর সমীপে ।

(১)

হে নাপ ! স্থনীল নভঃ তোমার স্বজন,
তোমার আবেশে বায়ু বহে প্রতিক্ষণ,
তব সৃষ্ট দিনমণি উদিতা গগনে,
আলোকিত করে বরা প্রথর কিরণে ।

(২)

মদোহর ফুলরাশি, তারার শশবত,
সকলই সৃষ্ট তব হেরি বিখোপন,
দুগ দুগাতর, শুভ হাস, পক্ষ বার,
আসিছে ঘাইছে তবে আবেশে তোমার ।

(৩)

জীবিতা সকল স্থানে আছ বিত্তমান,
সকল সৃষ্টির মধ্যে তব আধিষ্ঠান,
জীবন মরণ সব তোমার ইচ্ছাধ,
অখণ্ড জীবন তুনি জীবের সহাব ।

(৪)

বামনা আমার বড় করি উচ্চারণ,
পীতৃপুত্রিত নাম ভরিবে বনন,
পাপী বলে কিন্তু নাথ ! বিফল চেষ্টার,
কৃপা করি অস্ত্রিমের কর সঙ্গার ।

(৫)

রবি, শশী, তারার আদি, উদিতা আকাশে,
আলোকিত করে বরা তোমার আবেশে ;
কর-লাভে সকলের সম অধিকার,
তবে কেন বলি "মোর সব অধিকার ।"

(৬)

মারা হুত তাই বহু আছে বত জন,
আমার আমার বলি ভাবি অমুকণ,
কণকাল তরে দেখা হয় তব গবে ।
বতকণ কাহা, মারা ততকণ লাখে ।

হৃদয় মাংস লোম-কূপে আছ বিজ্ঞান,
জীবনে তোমার পাই করিলে সন্ধান,
পুত্রাণে পোরাণে বেদে করি ব্রহ্মন,
কিছু তর্কে চিনি যাহ করি পলায়ন।

মানা বেশে নানা শাস্ত্রে আছ বিজ্ঞান,
নানা ভাবে নানা স্থানে তব আধ্যান,
নানা শাস্ত্রে নানা মত তোমার বর্ণন,
জ্যেষ্ঠা জিত নাহি হেরি তোমার সন্ধান।

ভ্রম সংশোধন—গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকার ভ্রমক্রমে গত চৈত্র মাসে
প্রকাশিত “দর্শনপাখা” নামক কবিতা পুনরায় ছাপা হইয়াছে।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

অগ্রিম।		..	
স্বয়ং বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় বাবাজি,		..	সৌম্যবৎ মিত্র বেণুস্বর
মহাশয়	২১/০	..	হুশীলজ্ঞে যোগ হাথড়া
শ্রীমতী অমলকুমারী গুপ্তা, কলিকাতা	২১/০	শ্রীমতী	সুন্দরনালা বসু কুমিরা
শ্রীমুক্ত রমণীমোহন মিত্র, কলিকাতা	২১/০	শ্রীমুক্ত	বৈদ্যনাথ সান্যাল বোমরা
মলিহাওয়ারন বাল কলিকাতা	১১/০	শ্রীমতী	রায় ভরদ্বাজী মহুসবার বাবুচিহ্না
চৈতন্য লাইব্রেরী কলিকাতা	১১/০	মিসেস	আর, কে চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা
শ্রীমতী কামেশ্বরী বসু কলিকাতা	২১/০	শ্রীমতী	মহোদয়কুমারী দেবী, সফলপুর
শ্রীমুক্ত চাকরজী সেন কলিকাতা	২১/০	শ্রীমুক্ত	এম্ এম্ লাহাড়ী এলাহাবাদ
প্রমথনাথ বিশ্বাস	২১/০		অধিকাংশের বে মাসিকপত্র
স্বয়ংকুমার লাহাড়ী	২১/০		বিশ্ববিদ্যালয় বসু কলিকাতা
শ্রীমুক্ত নারায়ণদাস বসোপাধ্যায় কলিকাতা	২১/০		যোগেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা
..	উপেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা	..	যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বোমরাইল
ডাক্তার রামদ্বিজী যোগ কলিকাতা	২১/০	শ্রীমতী	লক্ষ্মীনারায়ণ দেবী বোমরাইল
শ্রীমতী সুমতী মহুসবার কলিকাতা	১১/০	..	সত্যজিৎ দেবী বোমরাইল
Hon'ble R. N. Mukherjee.	২১/০	শ্রীমুক্ত	বেনা ভোলেন্ট এলাহাবাদ
শ্রীমুক্ত মনিকান্ত বিশ্বাস, ইলমপুর	২১/০	শ্রীমতী	হরিনন্দী দেবী কলিকাতা
স্বয়ং মিত্রজী চৌধুরী কলিকাতা	২১/০	শ্রীমুক্ত	লালা দ্বিজেন্দ্রনাথ, গাউন
শ্রীমুক্ত রামানন্দ ঠাকুর, লাহাড়ী	২১/০	ডাক্তার	আর, সি, বাগতি বাব বাবাজি
সাধারণ		..	আর
শ্রীমুক্ত কামেন্দ্রনাথ বসু, মলিকপুর	১১/০	শ্রীমতী	মোহনী চৌধুরী
শ্রীমতী মনোমতা রায়, পুন্ডা	১১/০	শ্রীমুক্ত	বি, মদ্রাস, বাগি
মিসেস এম্. এম্. বোম চট্টোপাধ্যায়	১১/০		মলকুমার বসু বাগি
শ্রীমতী সুমতী মহুসবার কলিকাতা	১১/০	..	একজনকে বাকতি মিত্রপুত্র
শ্রীমুক্ত স্বর্গদেব বসু কলিকাতা	২১/০	শ্রীমতী	রামদ্বিজী যোগ বাবুচিহ্না
		শ্রীমুক্ত	মলিনন্দন বে মলিকপুর